আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ

রূপের বালাই

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

পৌষ, ১৩২৫

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
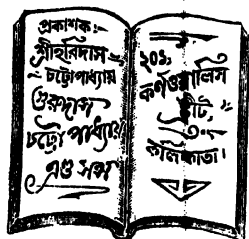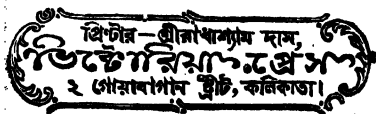
রূপের বালাই

১

"না—না, যেও না রেবেকা!"

"না গেলে ত উপায় নেই, তোমার প্রাণ বাঁচাবো কেমন ক'রে?"

"খোদা আছেন।"

"শতুশোবার খোদার চরণে সেলাম করি। কিন্তু তিনি নিজের হাতে কারুর জন্য কিছু করেন না। মানুষকে তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁরই দেওয়া সেই বুদ্ধির জোরে মানুষ নিত্য জীবনের পথে চ'লে থাকে।"

"হলেও তোমার শত্রু অনেক। তুমি কি ভুলে গেছ রেবেকা যে, তুমি এই মোসল নগরীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সুন্দরী? তোমার নিজের শত্রু হয় ত না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার রূপের শত্রু যে অনেক। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি?"

"জান, আমরা জাতিতে আর্মাণী। মুসলমান-ধর্মে দুই পুরুষ হোলো আমরা দীক্ষিত হয়েছি, তবু এ দেশের মুসলমানেরা আমাদের কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখে!"

"দেখুক—দেখুক, তাদের দেখতে দাও। এ বিশাল

জগতে কেবল আছি তুমি আর আমি। আমাদের দুজনে স্থাপিত সুখের এই ক্ষুদ্র জগতে আমরা কারুর-ই সাহায্য চাইনি। কারুর সঙ্গে আত্মীয়তা কর্ত্তে চাইনি। যত দূর আমি জানি, এ জগতে আমাদের শত্রু নেই—মিত্রই বেশী তুমি লোককে টাকা দিয়েই উপকার ক'রে এসেছ, লোক তোমার কাছেই ঋণী, কিন্তু তুমি কারুর খাতক নও তুমি রোগ-শয্যায় প'ড়ে এই ছয় মাস কাল নিজের পুঁজি ভেঙ্গে খাচ্ছো। এমন ক'রে ক'দিন চল্‌বে প্রিয়তম মসায়ুদ ?"

কথা হইতেছিল, পতি ও পত্নীর মধ্যে। মসায়ুদ যেমন সুপুরুষ, তাহার পত্নী রেবেকাও তেমনি সুন্দরী। মসায়ুদ এক আগে যা বলিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই সত্য। রেবেকার মত সুন্দরী মোসল সহরে খুব কমই ছিল। আর তার রূপের সুখ্যাতিটা, আর কোথাও না হউক, তাহার পল্লীর আশে পাশে খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মসায়ুদ হীনাবস্থার লোক নহে। ছোট-খাটো প্রাসাদ তুল্য সুন্দর বাড়ীখানি তাহার। রাস্তার উপরেই এই বাড়ী খানি। সম্মুখে একটি বাগান। বাগানটি আগাগোড়া গোলাপ গাছে সাজানো। বসত-বাটীর চারিদিকে অনেকটা জায়গা আছে। সে জায়গাও নানাবিধ ফলের গাছে পরিপূর্ণ। আর অন্যান্য গাছগুলির আশে পাশে গগনস্পর্শী শীর্ষদেশ আর সুমিষ্ট-ফল-ভার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল অসংখ্য খর্জ্জুর-বৃক্ষ।

মসায়ুদ একজন উচ্চ শ্রেণীর মহাজন। মোসল দে

সেকালে "মস্‌লিনের" জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। মোসল হইতেই মোসলিন আর তদপভ্রংশে মস্‌লিন্ হইয়াছে।

এই মস্‌লিনের ব্যবসায়ে মসায়ুদ বেশ দুপয়সা রোজগার করিত। সে সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, বছর কয়েকের মধ্যে বেশ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিল। তাহার বাড়ী-বালাখানা হইল। ইহার উপর সে জহুরীর কাজ আরম্ভ করিল। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে ধূলামুষ্টি স্বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। মসায়ুদকে ভাগ্য কৃপা করিলেন।

মসায়ুদের মত আরও দুই দশজন মস্‌লিন ও মণি-ব্যবসায়ী মোসলে ছিলেন। কিন্তু মসায়ুদের বেশ নাম-ডাক ছিল। তাহার বিপণি হইতে যে মস্‌লিন্ বিক্রীত হইত, তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহার নাম ছিল "মসায়ুদী মস্‌লিন।" সৌখীন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এই মসায়ুদী মস্‌লিনের খুব তারিফ্ করিয়া বেশী দামে তাহা কিনিয়া লইতেন।

মসায়ুদের মস্‌লিনের বিশেষত্ব কিসের জন্য, তাহা এইবার বলিব। মসায়ুদ বাজার হইতে কাপড় না আনাইয়া, বিশেষভাবে ফরমাইস্ দিয়া তন্তুবায়দের নিকট হইতে মসলীন তৈয়ারি করাইয়া লইত। কিন্তু এই জন্যই যে তাহার ব্যবসায়ের সুনাম-বৃদ্ধি, তাহা নহে। রেবেকার সুন্দর হাতখানি আর চাঁপাফুলের মত আঙ্গুলগুলি এই সব মস্‌লিনের উপর নানাবিধ শিল্পকলার সৃষ্টি করিত। সে এই মস্‌লিন থানগুলি হইতে

কাপড় কাটিয়া লইয়া, তাহা হইতে আঙ্গরাখা, ওড়না, বেলদার টুপি, চিকনদার সলুকা তৈয়ারি করিত। বড় লোক ও আমীর-ওমরাহদের গৃহিণীদের জন্য বাদলার কাজ করা, সাঁচ্চার কাজ করা, এমন সব সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিত যে, তাহা ডবলদামে বাজারে বিক্রীত হইত।

এই ভাবে মসায়ুদের কারবার ও দিনগুলি খুব ভাল ভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। একটানা জোয়ারের পরই ভাঁটা আসিয়া দেখা দেয়।

জ্যোৎস্নালোক-পরিপ্লাবিত পৌর্ণমাসী রজনীর পরদিনই কৃষ্ণ-প্রতিপদের কাল আবরণে জ্যোৎস্নার স্মৃতি মুছাইয়া দেয়। তাহার জীবনের শুক্ল-পক্ষের দিনগুলি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের স্থান কৃষ্ণপক্ষ অধিকার করিয়াছে। কেন, তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলা প্রয়োজন।

মসায়ুদ মুসলমান হইলেও, আরব কিংবা তুর্কী নহে তাহার পূর্ব্ব-পুরুষদের কে কবে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এজন্য সে দুই পুরুষে মুসলমান।

কিন্তু মোসলে আরবী ও তুরকি মুসলমানের সংখ্যা বেশী। মালিকমুলুক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সুলতান একজন খাঁটি আরব। আর্ম্মানী ও ইহুদীদিগকে মোসলের মুসলমানেরা খুব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু মসায়ুদকে তাহারা সে চক্ষে দেখিত না, কেননা, সে দুই পুরুষে মুসলমান; তাঁর উপর অর্থবান্। এজন্য পদস্থ মুসলমান সওদাগর ও রাজকর্ম্মচারীদের

মধ্যে অনেকে তাহার সহিত সামাজিক সকল ব্যাপারে খোলা-খুলি ভাবে মিশিতেন, আর মসায়ুদের সরল স্বভাবের গুণে তাহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন।

মসায়ুদও সাধারণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খুব খানা-ভোজ দিত। এ সব ব্যাপারে যে সে অপব্যয় না করিত, এমন নহে। কিন্তু সুবিধা দেখিয়া একখানা হীরক, বা একছড়া মতির মালা বেঁচিতে পারিলেই তার এ খরচা উঠিয়া যাইত।

ব্যবসায়েরও জোয়ার-ভাঁটা আছে। চিরদিন সমান তেজে সব ব্যবসা চলে না। মসায়ুদের কেনাবেচা কম হইয়া আসিল। তবুও সে নিজের ভিতরের অবস্থা চাপিয়া রাখিয়া সাধ্যমতে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। রেবেকা তাহাকে কত নিষেধ করিল, সাবধান করিয়া দিল, তবু সে সহজে হটিল না।

কিন্তু কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে শেষ হইয়া যায়। মুসায়ুদের তাহা হইবে না কেন? তাহা ছাড়া সে মস্ত একটা দোষ করিয়া বসিয়াছিল। বন্ধুত্বের গাঁথনী দৃঢ় করিবার জন্য, এবং তাহার পারিবারিক মান-সম্ভ্রম বাড়াইবার জন্য সে অনেককে মোটা মোটা টাকা ধার দিয়া বসিয়াছিল। সে টাকা প্রয়োজনসময়ে সে আদায় করিতে পারিল না।

ইহার উপর আবার নূতন বিপত্তি। অবস্থার পরি-বর্ত্তনে এক সময়ে ধনীর মনে যে একটা অবসাদ আসে,

মসায়ুদের মনে সেইরূপ একটা নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল। ইহার পরিণামে সে দুরারোগ্য-বাত-রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল। বাতে তাহাকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। অতিরিক্ত মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলভাবে সেরাজি-পানের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। দিনে দিনে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িল। রোগের প্রারম্ভে সে অশ্বযানে, পাল্‌কীতে, কিংবা লাঠিতে ভর করিয়া চলাফেরা করিতে পারিত, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিত। সে পথও বন্ধ হইল। আর এই সময় হইতেই বিপদের সূচনা হইতে লাগিল। মসায়ুদ যাহাদের টাকা-কড়ি কর্জ্জ দিয়াছিল, মহাসঙ্কটে পড়িয়া তাহাদের দুই একজনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া মিঠেকড়া পত্র লিখিল। খাতকেরা মসায়ুদের তখনকার নিঃসহায় অবস্থার কথা জানিত। কাজে কাজেই তাহারাও ঋণ পরিশোধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

মসায়ুদের চাকর-বাকর আগে অনেক ছিল! দুরবস্থায় পড়িয়া সে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখনও একজন বান্দা ও বাঁদী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ইহারা নিতান্ত নিমকের চাকর, মসায়ুদের সদ্ব্যবহারে একান্ত বিমুগ্ধ, কাজেই মসায়ুদের তাড়না সত্ত্বেও তাহাকে ত্যাগ করিল না। বলা বাহুল্য, মসায়ুদ ইদানীং তাহাদের বেতন দিতেও পারিত না; কিন্তু তবুও তাহারা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। এই বান্দার নাম শিহোরা, আর বাঁদীর নাম দুনিয়া।

মসায়ুদ তাঁহার বান্দা শিহোরার হস্তে পত্র দিয়া নানা স্থানে তাগাদায় পাঠাইতেন। পাঠাইবার সময় তাঁহার প্রাণ আশা-প্রফুল্ল হইয়া থাকিত যে, বান্দা শিহোরা খাতকের নিকট হইতে নিশ্চয়ই আজ কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিবে। কিন্তু শিহোরা যখন রিক্ত-হস্তে মলিনমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত, আর তাহার দৌত্যের ফল তাহার প্রভুর গোচর করিত, তখন মসায়ুদ মর্ম্মভেদী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, রোগের যন্ত্রণায় একবারমাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া, নীরবে শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিতেন।

পতিপ্রাণা রেবেকা স্বামীর এ নৈরাশ্য ও তজ্জনিত যন্ত্রণা দেখিয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইত। কিন্তু অন্দরের মধ্যে, অসূর্য্যম্পশ্যারূপে থাকিবার জন্য বিধাতা তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন—কাজেই সেও আশার নিস্ফলতায়, স্বামীর মত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া যাইত।

কিন্তু চিরদিন ত এ ভাবে চলে না। অভাব এ সব আবদার সহিবে কেন? হাতে একটি পয়সাও যে নাই। যে মসায়ুদ একদিন বন্ধুদের চিত্তবন্ধনের জন্য, নাম কিনিবার জন্য, দুই হাতে স্বর্ণ-মুদ্রা ছড়াইয়াছে, আজ ঘটনাবশে সে একটি স্বর্ণ-মুদ্রার ভিখারী। সে অনেকের দুর্দ্দিনে সাহায্য করিয়া তাহাদের অচল দিনকে চালাইয়া দিয়াছিল, এখন তাহার নিজের দিনগুলি অতি শোচনীয়ভাবে অচল হইয়া পড়িতেছে।

হয়, জীবনের দুই দশটা দিন অনাহারে কাটিবে। দুইজনেই হীন বুভুক্ষিতের মত মুখ বুজিয়া কষ্ট সহ্য করিব। কিন্তু রেখো, যদি এই দীনদুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা খোদা আমাদের কৃপা করেন, তাহা হইলে কখনই আমাদের অনাহারে মরিতে হইবে না। যিনি জগতের এই কোটী কোটী কীট-পতঙ্গের আহার যোগাইতেছেন, তিনি কখনই আমাদের অনাহারে মৃত্যু ঘটাইবেন না।"

এ যে একান্ত আত্ম-সমর্পণ! বিধাতার উপর চরম ভক্তি! সৃষ্টিকর্ত্তার অপার করুণায় একান্ত বিশ্বাস! এর প্রতিবাদ করিতে আছে!

রেবেকা তাহার স্বামীর পুণ্যময় হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"ভাল, তাহাই হউক। তুমি যখন যাহা বলিয়াছ, তাহা আমি মহা গুরুর আদেশবাণীর মত শুনিয়া আসিয়াছি। আজ তাহার অন্যথা করিব কেন? কিন্তু ছার আমি! তোমাকে লইয়াই আমার অস্তিত্ব! রমণী করিয়া বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং সহ্যগুণ আমাদের যথেষ্ট! ঈশ্বর তোমার ভক্তিকে আরও সুদৃঢ় করুন। মঙ্গল করুন।"

স্বামীর উত্তেজনাপূর্ণ কথাগুলিতে রেবেকার প্রাণে একটা দর্পের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটু আগে সে মহাভারপূর্ণ হৃদয়খানি লইয়া, প্রাণে একটা দারুণ উত্তেজনা লইয়া, স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল। কিন্তু তাহার

হৃদয়ের দেবতার এই আবেগময় কথাগুলি শুনিয়া সে সম্পূর্ণ ভীতিশূন্য-হৃদয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মসায়ুদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিফলে এমন পতিব্রতা পত্নীকে লাভ করিয়াছিলাম। বিধাতার এ সংসারে আমার স্নেহময়ী রেবেকা এক অতি দুর্লভ রত্ন। অতি অনুপযুক্ত আমি—তবুও বিধাতা আমায় এই অপূর্ব্ব রত্নের—যাহার মূল্য নাই, তুলনা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—অধিকারী করিয়াছেন। জানি না, দয়াময় মহিমময় খোদা! এ অভাজনের প্রতি তোমারি করুণা এত বেশী কেন? যাক্, শত সহস্র প্রলয়-ঝঞ্ঝায় এ মহাবিশ্ব চূর্ণ হইয়া যাক্—অতি শোচনীয় দারিদ্র আমার চারিধার ঘিরিয়া রহুক, অভাব ও কষ্টের একান্ত নিষ্পীড়নে আমি সংজ্ঞাবিহীন হইয়া যাই, তাহাতেও আমার কোন খেদ নাই, কোন অনুশোচনা নাই—কিন্তু খোদা, তোমাতে যেন আমার বিশ্বাস অটুট থাকে। আর এই পতিপ্রেমনিরতা, আমাতে একান্তপ্রাণা, সরলহৃদয়া, রমণীরত্নের সাহচর্য্য হইতে আমি যেন আমার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হই।"

এই কথাগুলি অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে ধর্ম্মপ্রাণ মসায়ুদের চক্ষুর্দ্বয় প্রেমাশ্রু-প্লাবিত হইল। তাহার প্রাণের মধ্যে যে একটা খুব ভারি বোঝা চাপিয়াছিল, তাহা তখন হাল্কা হইয়া গেল।

এমন সময়ে কে একজন বাহির হইতে ডাকিল—"মসায়ুদ সাহেব বাড়ীতে আছেন কি?"

এ কণ্ঠস্বর মসায়ুদের অপরিচিত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"রেবেকা!"

কোথা হইতে দেবদূতীর মত সুন্দরী রেবেকা আসিয়া বলিল—"আমায় ডাকিলে কি?"

মসায়ুদ একটু ব্যস্তভাবে বলিল—"বান্দা না হয় বাঁদীকে এখনই একবার বহির্দ্বারে পাঠাইয়া দাও। বোধ হয়, কোন অধমর্ণ তাহার ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছে। যতক্ষণ সে আমার কাছে থাকে, তুমি এ দিকে আসিও না। যাও, এখনি যাও।"

রেবেকা সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বান্দার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

রেবেকা বলিল—"বাহিরে কে একজন তোমার সাহেবকে ডাকিতেছে। তাহাকে উপরে তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দাও।"

এই কথা বলিয়া রেবেকা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আর বান্দাও বহির্দ্বার খুলিয়া সেই আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া তাহার মনিবের কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

২

দুনিয়ায় সয়তান ও সাধু দুই-ই আছে। তবে সাধুর ভাগ কম; সয়তানের ভাগ বেশী। কিন্তু যাহারা বাহিরে সাধু সাজিয়া অন্তরে সয়তানকে লুকাইয়া রাখে, তাহারা অতি ভয়ানক

। ক্রুদ্ধ বিষধরের মত তাহারা যাকে দংশন করে, তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই নাই।

এই শ্রেণীর একজন লোকই, রোগশয্যাশায়ী মসায়ুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সুখের দিনে লোকটা এই মসায়ুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত ছিল। কেবল তাই নয়, মসায়ুদ তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, তিন দফায় কর্জ্জ দিয়াছিল।

লোকটা চিকিৎসাব্যবসায়ী। নাম ফৈজু খাঁ। ব্যবসায়ে পসার মন্দ নয়। তাহার এই ব্যবসায়টা আরও প্রসর হইতে পারিত, কিন্তু সে ভয়ানক অর্থপিশাচ বলিয়া লোকে খুব বিপদে না পড়িলে তাহাকে ডাকিত না।

এই হকিম ফৈজু খাঁ মসায়ুদের একজন খাতক। সুদে আসলে তাহার নিকট মসায়ুদ অনেক টাকা পাইতেন। তবুও সে ইতিপূর্ব্বে যখন মসায়ুদকে চিকিৎসা করিতে আসিত, তখন তাহার জন্য দর্শনী লইত। ঔষধ দিয়া মূল্য খুব বেশী লইত। আর তাহাতে, যে টাকাটা তাহাকে সুদ স্বরূপ মসায়ুদকে দিতে হইত, তাহাও পোষাইয়া লইত।

মসায়ুদের অন্তঃপুরে, তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রেবেকাকে যে সে দেখে নাই, তাহাও নহে। রেবেকা স্বামীর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চিকিৎসক ভাবিয়া অনেক সময়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কখনও ঘোমটা খুলিয়া, এই হকিম ফৈজু খাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিত।

ফৈজু খাঁ মসায়ুদের রোগের চিকিৎসা করিতেছিল। কিন্তু সহসা সে কি এক অব্যক্ত কারণে রোগীকে দেখিতে আসা বন্ধ করিল। সে কারণটা রেবেকা না জানিলেও মসায়ুদ খুব ভালরূপই জানিত। কারণ, সে একদিন এই হকিম ফৈজু খাঁকে বলিয়াছিল—"বন্ধু তোমরা, অন্তরঙ্গ তোমরা আমি রোগশয্যায় শয়ান। তোমরা কোথায় নিজের তহবিল হইতে আমার সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া কেবল আমাকে দোহন করিতেছ, আমার ন্যায্য পাওনা যাহা, তাহা দিতে আদৌ মনোযোগ করিতেছ না। ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

এই কথা যে দিন হয়, সে দিন হইতেই হকিম ফৈজু খাঁ মসায়ুদের বাড়ীতে চিকিৎসা বন্ধ করে। তাহাকে চাকর দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে সে নানারূপ ওজর-আপত্তি করিত। আর যদিও বা কখনও মসায়ুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার বাটীতে আসিত, তাহা হইলে অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া যাইত। তেমন যত্ন করিয়া চিকিৎসাও করিত না।

মসায়ুদের বিশ্বাসী বান্দা শিহোরা এই সয়তান হকিম ফৈজু খাঁকে ভালরূপেই চিনিত।

সে তাহার আগমনবার্ত্তা তাহার প্রভুকে জানাইল। মসায়ুদ এই অর্থপিশাচ চিকিৎসক ফৈজুকে মনে মনে ঘৃণা করিতেন। তিনি ভাবিলেন—"আমি তাহার ঔষধের মূল্য আর পারিশ্রমিক দিতে পারি না বলিয়া সে আমার সঙ্গে

দেখা করে নাই। তবুও আমি তার মহাজন। সে আমার কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ করিয়াছে। সুদের হিসাবে আমি তাহার কাছে অনেক টাকা পাইব, তাহা দিবার নাম নাই। আমার নিকট হইতে ওষুধের দাম না পাইলেই সে আসা-যাওয়া বন্ধ করে। এমন স্বার্থপর লোক সে, সে যখন আজ আমার কাছে উপযাচক হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহার মনে নিশ্চয়ই একটা মত্‌লব আছে। দেখা যাক্, সে কি বলে? হয় ত তার সুমতি হইয়াছে।"

মসায়ুদ তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতার গুণে হকিম ফৈজুর উপর রাগ্ দ্বেষ সবই ভুলিল। সে মনে ভাবিল, লোকটা যখন উপযাচক হইয়া আমার বাড়ী আসিয়াছে, তখন তাহার সহিত কোনরূপ অশিষ্টতা করা ভাল দেখায় না। কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিবার শক্তি ত নাই। কাজেই সে ভৃত্যকে বলিল—"হকিম সাহেবকে এইখানে আসিতে বল।"

হকিম ফৈজু খাঁ ভৃত্যের সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মলিনশয্যা-শায়িত, উত্থানশক্তিরহিত মসায়ুদকে দেখিয়া অতি সম্মানের সহিত একটি সেলাম করিল। তৎপরে মসায়ুদের ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—"এ কি দোস্ত! আপনি এতটা জখম হইয়া পড়িয়াছেন? আমায় সংবাদ দেন নাই কেন?"

অবস্থাভিজ্ঞ, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ মসায়ুদ একবার একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"অবস্থা-বৈগুণ্যেই এ সব হইয়াছে

বন্ধু! এমন দিন ছিল—যে দিন আমি অগণিত স্বর্ণ-মুদ্রা দুই হাতে বিলাইয়াছি। এখন একটী মুদ্রার অভাবে কোন কোন দিন একেবারে অচল হইয়া পড়ে। এক দিন আমি আপনাকে না ডাকিলেও আপনি স্বেচ্ছায় আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আমার ভৃত্য আপনাকে ডাকিতে' গিয়াও সাক্ষাৎ পায় না। আর আমারও ইচ্ছা যে, দুঃখের দিনে বন্ধু-বান্ধবকে উত্যক্ত না করিয়া মুখ বুজিয়া দুঃখ সহ্য করিব।"

ফৈজু। সে কি কথা! আপনার ভৃত্য আমায় ডাকিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে! এ কথা ত আজ শুনিলাম। জানেন ত, আমার এই হকিমি ব্যবসায়ের জন্য কখন্ কোথায় যাইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তার পর বুড়া হকিমের বার্দ্ধক্য-জনিত অক্ষমতার পর হইতে আমার পসারটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে; নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। কখন্ কোথায় থাকি, তাহারও স্থিরতা নাই। যাই হোক্, আমায় আপনি মার্জ্জনা করিবেন। আপনার মত সহৃদয় দোস্ত আমি খুব কম দেখিয়াছি!

মসায়ুদ। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপনি আমায় এখনও এতটা স্নেহ করেন, ফৈজু সাহেব! দুঃখের দিনে, দারিদ্র্যের দিনে, সুখের সময়ের বন্ধুর সহানুভূতি বড়ই মিষ্ট। হাঁ, একটা কথা বলিতেছিলাম কি? এই কৃতঘ্ন জগতের অনেক-কেই বন্ধু ভাবিয়া আমি আমার সুখের দিনে টাকা ধার দিয়াছি। এখন টাকা চাহিতে গেলে তাহারা অপমান করিয়া আমার

লাককে তাড়াইয়া দেয়। ইহাই হইতেছে এখনকার যুগের ধর্ম—আর কৃতজ্ঞতা। এ জন্য আমি তিলমাত্র দুঃখিত নই, তবে অর্থগুলি যে প্রতারকে ঠকাইয়া লইল—ইহা ভাবিয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। দেখুন না কেন—আপনার কাছেও ত আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাইব। কিন্তু এর জন্য একদিনও কি তাগাদা করিয়াছি! জানি, সময় হইলেই আপনি তাহা ফিরাইয়া দিবেন।"

ফৈজু হকিম তাহার দাড়িটা ভাল করিয়া চোমরাইয়া লইয়া একটু কাসিয়া বলিল—"তা তো ঠিক কথা! আর আমি যে আজ সহস্র কাজ ফেলিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, সেটা কেবল এই কথা বলিবার জন্য। তবে আপনাকে একবার দেখিয়া যাওয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করাও আমার অন্য উদ্দেশ্য বটে। আজ কিছু সুদের টাকাও আনিয়াছি। পরশু দিন আমি একবার আর্জ্জরুমে যাইব। আর্জ্জরুমের মহাধনী সর্দ্দারের মরণাপন্ন পীড়া। এই সর্দ্দার আমাকে চিকিৎসার জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ টাকাটা আমি আপনার জন্য তুলিয়া রাখিয়াছি। সেখানে গিয়া যদি দুই এক সপ্তাহ থাকিতে পারি, তাহা হইলে আরও দুই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কামাইয়া আনিতে পারিব। সাহেব! আপনার কাছে আমি চিরদিনই ঋণী। কেবল টাকার জোগাড় করিতে পারি নাই বলিয়া এতদিন আসিতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছিল। আমার পত্নীর সহিত আপনার বিবি সাহেবার

ত খুব প্রণয়। তাহার নিকটই টাকাটা আমি রাখিয়া যাইব। তিনি সময়মত আমার বাড়ীতে গিয়া লইয়া আসিবেন। আমি সেটা আজ আনিতে পারিতাম, কিন্তু এক বরাতী চিঠির উপর টাকাটা পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া, সেটা জোগাড় করিতে দেরী হইবে। গদীয়ানের কাছে এজন্য গিয়াও ছিলাম, কিন্তু সে কোন কাজে বাহিরে গিয়াছে। আর কালও আমি আসিতে পারিব না, কেন না, দূরদেশে যাইবার আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত থাকিব। এখন সুদের হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ আনিয়াছি, লউন।"

এই কথা বলিয়া কৃপণ হকিম দশটি স্বর্ণমুদ্রা মসায়ুদের হাতে দিল। মসায়ুদ মনে মনে ভাবিলেন—"এই হকিম ফৈজুকে লোকে কৃপণ বলিয়া অপবাদ দেয়। কিন্তু যাহাদের দাতা বলিয়া খ্যাতি আছে, বাজারে মান-সম্ভ্রম আছে, তাহাদের চেয়ে দেখিতেছি, এই কৃপণ সর্ব্ববিষয়ে মহৎ আমার এই বিপদের দিনে এ উপযাচক হইয়া ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছে। আজকাল এরূপ মহত্ত্ব প্রকাশ ক'টা লোকে করিয়া থাকে?"

ইতিপূর্ব্বে ফৈজুর ক্রিয়াকলাপে তাহার উপর মসায়ুদের যে একটা ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহার উপস্থিত ব্যবহারে তাহা চলিয়া গেল।

মসায়ুদ টাকা কয়টি উপাধান-নিম্নে রাখিয়া বলিলেন— "ভাই! তোমার এই উপকারের জন্য আমি বড়ই বাধিত

হইলাম। এমন কোন দাওয়াই কি তোমাদের নাই, যাহাতে আমার এ রোগটা সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়া যায়?"

ফৈজু বলিল—"সাহেব! আপনার ঐ ব্যাধি একদিনের নয়, আর একদিনেও সারিবে না। আমি আর্জ্জরুমের সর্দ্দারের চিকিৎসা করিয়া ফিরিয়া আসি; তার পর আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিব।"

এই কথা বলিয়া ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইল, আর খুব খাতিরের সহিত মসায়ুদকে একটা সেলাম করিয়া বলিল—"তা হ'লে এখন আমি চলিলাম। পরশু আপনার পত্নীকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। তবে টাকাটা উক্ত দিনে গিয়া ঠিক আনা চাই। আমার স্ত্রী স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে সহজে ছাড়িতে রাজি নয়। বেশী দিন নাড়াচাড়া করিলেই তাহার একটা মায়া জন্মিয়া যাইবে। তখন তাহার নিকট হইতে টাকা বাহির করা বড় শক্ত হইয়া দাঁড়াইবে।"

সরলচিত্ত মসায়ুদ বলিল—"তা খুব ভালই জানি। মেয়েমানুষের স্বামীর উপর যত না দরদ থাকে—টাকার উপর তার চেয়ে বেশী দরদ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। জল কখন আগু বাড়াইয়া যায় না, তৃষ্ণাই যায়। রেবেকা পরশু নিশ্চয়ই যাইবে।"

ফৈজু একটা হাসির লহর তুলিয়া বলিল—"ঠিক বলিয়াছ দোস্ত! বড় সাঁচ্চা বাত।"

ফৈজু বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে

রেবেকা হাসিয়া বলিল—"কিন্তু কথাটার মানে এই, তুমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ফৈজুর কাছে পাইবে। সেটা যদি আমি আদায় করিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলে তার অর্দ্ধেক আমার।"

মসায়ুদ সহাস্যে বলিল—"এই কথা! অর্দ্ধেক লইয়া কি করিবে রেবেকা! তুমি সবই লইও। আমার নিজের প্রয়োজন বলিয়া, আর কোন কিছুই এ জগতে নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও। তোমার হাসিভরা মুখই যে আমার রোগের দাওয়াই। সেই সুখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, যে দিন দুই জন ক্রীতদাসী তোমার পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত? সেই সুখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, যে দিন আমার এই অন্ধকার আবাসস্থান শত সহস্র সুগন্ধি দীপে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত? মনে পড়ে কি রেবেকা, তোমার সেই দিন—যে দিন সঙ্গীত-স্রোত-সংক্ষুব্ধ, সেরাজির আনন্দোচ্ছ্বাস-সঞ্জাত মৃদু কোলাহল, রাজপথের পথিকদিগের উৎসুক দৃষ্টিকে আমার এই ক্ষুদ্র পুরীর আলোকোজ্জ্বল কক্ষমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিত? হায়! কোথায় সে দিন!

রেবেকা একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ও সব কথা যাইতে দাও। দুঃখের দিনে অতীতের সুখময় স্মৃতি অনল-তাপের অপেক্ষাও যন্ত্রণাকর। অতীতকে ছাড়িয়া এখন বর্ত্তমানকে লইয়া থাক; তোমার না ছিল কি? সবই ত তুমি নিজের বুদ্ধির দোষে নষ্ট করিলে! কিন্তু তার

ন্য যখন তুমি অনুতপ্ত, তখন তোমার অতীত ভ্রম ও ত্রুটি
দই মহিমময় পরমেশ্বর মার্জ্জনা করিয়াছেন।"

রেবেকা আর কিছু না বলিয়া তখনই কার্য্যব্যপদেশে
ক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

৩

আশার আনন্দের মধ্যে একটা তীব্র মাদকতা আছে।
সম্ভাবিত উপায়ে কোথাও কিছু পাওয়া যাইবে, তাহাতে
রিদ্র্যজ্বালাপীড়িত ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ
ন্তার মধ্যেও যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। বিধাতার
রা দুনিয়া যখন এই ভাবে চলিতেছে, তখন যে এইরূপ
াশার আনন্দের বৈদ্যুতিক শক্তি মসায়ুদ ও রেবেকার
দয়কে হর্ষপ্রফুল্লিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কালচক্রের আবর্ত্তনে মধ্যের দিনটি কাটিয়া গেল।
তীয় দিনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে রেবেকা বিবি তাহার বিশ্বস্ত
ান্দা শিহোয়াকে একখানি গাড়ী আনিতে আদেশ করিল।

এ সব স্বাধীন দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্বাধীনভাবে পথ
লিবার একটা প্রথা আছে। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল
ম্পূর্ণভাবে আবরণ করিয়া চলিতে হয়।

মসায়ুদের বাড়ী হইতে ফৈজুর বাড়ী এক মাইল পথ।
াই রেবেকা বিবি একখানি ঘেরা গাড়ী আনাইল।

তাহাকে অন্দরমহলের মধ্যে যাইতে হইবে, এজন্য

রেবেকা তাহার একমাত্র বিশ্বস্তা বাঁদীকে সঙ্গে লইল। বান্দা অবশ্য তাহার সঙ্গে গেল না।

যথাসময়ে রেবেকা ফৈজুর অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফৈজুর এক বাঁদীকে বলিল—"তোমার বিবিকে খবর দাও, মসায়ুদের পত্নী রেবেকা বিবি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বাঁদী চলিয়া গেল। রেবেকা তাহার বাঁদীকে বলিল—"দাই! তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর্। আমি খুব শীঘ্রই কাজ সারিয়া লইব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত বাঁদী ফিরিয়া আসিয়া রেবেকাকে বলিল—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

রেবেকা বিশ্বস্তচিত্তে, আশাপূর্ণ-হৃদয়ে সেই বাঁদীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। বাঁদী তাহাকে লইয়া একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিল—"এইখানে অপেক্ষা করুন।"

বাঁদী চলিয়া গেল। রেবেকা সেই নির্জ্জন কক্ষমধ্যে একা বসিয়া নানাকথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে সে সবিস্ময়ে দেখিল, ফৈজু হকিম সহাস্যমুখে সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত। ফৈজুকে দেখিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সে তখনই তাহার ওড়নাখানা টানিয়া লইয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হকিম ফৈজু অতি মিষ্টস্বরে বলিল—"উঠিয়া দাঁড়াইলে কেন বিবি রেবেকা? বিশেষ কারণে আমার আর্জ্জিকম

যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আমার শ্বশুর মহাশয়ের সাংঘাতিক পীড়া। আমার পত্নী পিত্রালয়ে গিয়াছেন, তাঁহার ফিরিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে। তার উপর তোমায় কথা দিয়াছি ; এ জন্যই আমায় বাটীতে থাকিতে হইয়াছে। ইহাতে তোমার বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।"

রেবেকা মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার এ সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমার স্বামী পীড়িত, তা তো জানেন। তাঁহার সেবার ভার আমার উপর। বেশী বিলম্ব ত আমি করিতে পারিব না।"

ফৈজু সহাস্যমুখে বলিল—"যখন এ গরীবখানায় আমার বন্ধুর স্ত্রীর পদার্পণ হইয়াছে, তখন আমি ধন্য হইয়াছি। আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব, সে সম্মান তোমায় দেখাইতে আমি কখনই কুণ্ঠিত হইব না।"

ফৈজু হকিম—চিকিৎসক। মসায়ুদের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি। রেবেকার একবার শক্ত রোগ হইয়াছিল, তাহার চিকিৎসাও ফৈজু করিয়াছে। কাজেই ফৈজুর সম্মুখে বাহির হইতে রেবেকার কোন সঙ্কোচভাব ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তাহার নিজ গৃহে, স্বামীর সম্মুখে, এ সঙ্কোচ-ভাবটুকু না থাকিতে পারে ; কিন্তু ফৈজুর গৃহে ত নয়।

রেবেকা মৃদুস্বরে বলিল—"জানি আমি, আপনি আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি আপনার বন্ধুর স্ত্রী। ধরিতে গেলে আপনার পরিজনভুক্তা। আমায় সম্মান দেখাইবার কোন

প্রয়োজন নাই। আপনি শীঘ্র আমায় টাকাগুলি গণিয়া দিন। আমি ফিরিয়া না গেলে আমার স্বামীর স্নানাহারাদি হইবে না।”

ফৈজুর কথাবার্ত্তার ভঙ্গিটা রেবেকার বড় ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষতঃ তাহার জীবনে কখন সে দীর্ঘকাল ধরিয়া অপর পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহে নাই। সে যেন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে।

ফৈজু অগত্যা নিকটস্থ একটি বাক্স খুলিয়া দুইটি স্বর্ণমুদ্রার তোড়া বাহির করিয়া রেবেকাকে দেখাইয়া বলিল—“প্রত্যেক তোড়ায় পাঁচশত সেকুইন বা স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমি তোমার স্বামীর নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঋণ করিয়াছিলাম। তাহার উপর আমি তোমায় আরও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত। সেটা তোমার এই শুভাগমনের সম্মানস্বরূপ।”

রেবেকা অসহিষ্ণুভাবে বলিল—“না—না, উহা লইতে আমার কোন অধিকারই নাই। আমার প্রাপ্যগণ্ডা চুকাইয়া দিন, আমি চলিয়া যাই।”

ফৈজু রেবেকার সন্নিহিত হইয়া বলিল—“রেবেকা! শুনিয়াছি, রমণীর প্রাণ কুসুম-কোমল। নিষ্ঠুর হইও না। আমায় কৃপা কর। তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিয়া বহু দিন হইতে আমি আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি। পিপাসার্ত্ত-হৃদয়ে বিস্তৃত সরসীতীরে দাঁড়াইয়াও তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরিতেছি। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই—অথচ না বলিলেও জ্বালার

বিরাম নাই। তোমার ঐ কুসুম-কোমল হাতখানি একবার আমায় স্পর্শ করিতে দাও। তোমার ঐ তুলনাহীন সৌন্দর্য্য-ভরা মুখখানি নীলাবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া ঠিক যেন মেঘঢাকা চাঁদের মত দেখাইতেছে। মেঘ সরিয়া যাক্—চাঁদের জ্যোতিতে আমার এ কক্ষ উজ্জ্বল হউক। এক সহস্র মুদ্রা কেন, আমি তোমার এই অনুগ্রহের জন্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ভরা আরও দুইটি টাকার তোড়া তোমায় এখনই দিতে প্রস্তুত।"

রেবেকা এই কথা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। তাহার নেত্রদ্বয় পদাহতা বাঘিনীর নেত্রের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীরে ক্রোধ-ঘৃণা-মিশ্রিত একটা ভীষণ উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ধিক্ তোমায় ফৈজু! ধিক্ তোমার হীন প্রবৃত্তিকে! এ কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে কি তোমার জিহ্বা কলুষিত হইল না? অপরের বিবাহিতা পত্নী আমি, তোমার বন্ধুর পত্নী আমি, সম্ভ্রান্ত-কুলকামিনী আমি—আজ আমায় তুমি এক কৌশল-জালে ফেলিয়া এরূপভাবে অপমান করিতেছ! আজ যদি তোমার সহধর্ম্মিণী এখানে থাকিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, এরূপ অশিষ্টাচার করিতে সাহসী হইতে না।"

ফৈজু মহোল্লাসের সহিত বলিল—"বা! কি সুন্দর রূপ তোমার রেবেকা! এ রূপের যে তুলনা নাই! অত ক্রুদ্ধ হইয়াছ তুমি—তবুও সে ক্রোধের বিকাশে তুমি যেন আরও সুন্দর! ইয়ে মেহেরবাণ খোদা! এ দুর্ল্লভ সামগ্রী, সাত

রাজার ধন, তুমি সেই চিররুগ্ন হৃতসর্ব্বস্ব মসায়ূদকে দিবে কেন ? সুন্দরি ! যে ভয় তুমি করিতেছ, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তোমার কাছে আমার প্রাণের কথা বলিব বলিয়াই আজ কৌশল করিয়া আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি, আর সেদিন তোমার বাড়ীতে গিয়া ওরূপভাবে আত্মীয়তা করিয়া আসিয়াছি।"

রেবেকা সত্যই ভীষণ বিপদে পতিত। এক প্রাণ-হীন, আত্মমর্য্যাদাহীন, নিষ্ঠুর বর্ব্বরের নিকট সে সহজে করুণা প্রত্যাশা করিতে পারে না। সুতরাং "শঠে শাঠ্যং" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সে উপস্থিত-বুদ্ধিবশে, এক নূতন চাল চালিল।

রেবেকা অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া প্রসন্নমুখে বলিল—"হকিম সাহেব ! চিকিৎসা করিয়া রোগ আরাম করা বা তাহার তথ্য নির্ণয় করা অতি সহজ। কিন্তু এ রূপোন্মাদ ব্যাধির চিকিৎসা এত তড়িঘড়ি হইতে পারে না। আমার স্বামী বর্ত্তমান। বেশী বিলম্ব করিলে তিনি হয় ত কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারেন। একটা কথা হইতেছে কি—রূপের নেশা আর প্রকৃত ভালবাসা এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আজ তুমি রূপ দেখিয়া আমার উপাসনা করিতেছ—কিন্তু এই মেদ-মাংস-ময় দেহের সৌন্দর্য্য ত চিরস্থায়ী নয়। পরে হয় ত তুমি আমাকে শুষ্ক কুসুমের মত পদদলিত করিবে। আমার স্বামীর যে অবস্থা, তাহাতে তিনি বোধ হয়, বেশী দিন বাঁচিবেন

না। খোদা না করুন, যদি আমার সে মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া বলিব।"

ফৈজু অতি চতুর, অতি বড় সয়তান! রেবেকা যে চাল চালিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। সে বুঝিল, রেবেকা তাহাকে এই সব কথায় ভুলাইতে চাহিতেছে। তাহার এমন সোনার সুযোগটা একেবারে মাটী হইয়া যাইবে! তা ত হইতে পারে না। সে বলিল—"বিবি রেবেকা! এই হকিম ফৈজু অনেক মরা মানুষকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আবার অনেককে হাসিতে হাসিতে যমের মুখে পাঠাইয়াছে। মনে জানিও, তোমার স্বামীর ঋণ শোধ করিবার জন্য আমার এত মাথাব্যথা করে নাই। এখন আমি তোমায় দুই সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা নজরানা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু এর পর তোমায় একটি কপর্দ্দকও দিব না। তোমার স্বামী সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। শীঘ্রই তাহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিবে। তাহার উপর তোমার ঋণগ্রস্ত স্বামী, তোমার জীবিকার জন্য একটি পয়সাও রাখিয়া যাইবে না। ঘোর দারিদ্র্য আর অনাহারজনিত কষ্ট, একদিন নিশ্চয়ই তোমাকে আমার দ্বারে উপস্থিত করিয়া দিবে। তুমি যদি আমার এই সামান্য উপরোধে সম্মত না হও—"

সহসা এই সময়ে দুইজন স্ত্রীলোক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের একজন ফৈজুর সহ-ধর্ম্মিণী। আর অপরা রেবেকার বাঁদী।

রেবেকার বাঁদী মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"দেখ্‌লে মা, তোমার স্বামীর আক্কেলটা! কুল-কামিনীকে নিজের ঘরে কৌশল করিয়া আনিয়া এই ভাবে অপমান! আমি প্রথম হইতেই দরোজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়াছি। ভাগ্যে তোমার বাপের বাড়ী এই পাড়ায়, আর সে বাড়ী আমি জানি—তাই ঠিক সময়ে তোমায় সংবাদ দিতে পারিয়াছি। সকল কথা ত তুমি নিজের কানে শুনিলে। ভাল মানুষের মেয়ে তুমি—তোমার স্বামী চিকিৎসক। সকলের অন্দরমহলে তাঁহার অবাধ গতি। এ কথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে ব্যবসা মাটী হইবে।"

বাঁদীটা খুব চৌকোষ। রাগের মাথায় সে এই ভাবে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। আর তাহার ফলে রেবেকা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

দুনিয়া দাইএর কথাগুলো ফৈজু-পত্নীর অন্তরের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। সে স্বভাবতই দুষ্টচরিত্রা, মুখরা, কর্কশভাষিণী। স্ত্রীলোকে স্বামীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু তাহার অন্যাসক্তি মার্জ্জনা করে না। কাজেই এ কথায় আগুন ধরিয়া উঠিল।

বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ফৈজু-পত্নী বলিল—"এই জন্য আমায় চালাকি করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, না? এই সুন্দরী রেবেকার রূপ দেখিয়া মজিয়াছ।" ভদ্র কুলাঙ্গনা যে, তোমার মহাজন যে, হীন ঋণী তুমি যার কাছে,

সেই তোমার বন্ধুর পত্নী যে, তাহার সহিত তোমার এই ব্যবহার! জান তুমি—এই রেবেকা যদি কাজির কাছে গিয়া এই বে-ইজ্জতির জন্য নালিশ করে, তাহা হইলে কোড়ার প্রহারে তোমার পিঠের চামড়া ফাটিয়া যাইবে। ছি! ছি! শত ধিক্ তোমায়!"

পদাহত কুকুর যে ভাবে স্থান ত্যাগ করে, সেই ভাবে পত্নীহস্তে লাঞ্ছিত হকিম ফৈজু সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

ফৈজুপত্নী, রেবেকার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল— "আমি যাই মেয়ে, তাই এমন সয়তানকে লইয়া ঘর করিতেছি মা! তুমি কিছু মনে করিও না। আমার ঐ আদমীটি এক আরব দেশের গাধা বই আর কিছুই নয়। আমার কালের জোরেই দু পয়সা সঞ্চয় কর্ত্তে পাচ্ছে। তোমাদের ঋণ যাতে শোধ হয়, তার ব্যবস্থা আমি আজই কচ্ছি। ঐ নরাধমই তোমাদের বাড়ীতে বহিয়া টাকা দিয়া আসিবে।"

রেবেকা আর সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া, ফৈজুপত্নীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, তখনই তাহার বাঁদীকে লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। মুক্ত বায়ুতে আসিয়া সে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

গাড়ীতে উঠিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রেবেকা দাইকে বলিল, "দাই! তুই আমার একমাত্র বিশ্বস্তা বাঁদী। এই দুঃখের দিনে আমাদের সকলেই ত্যাগ করেছে, কিন্তু তুই এখনও মায়া কাটাতে পারিস্‌নি ব'লে আধ-পেটা খেয়েও

আমাদের সংসারে আছিস্। তুই আমার মায়ের মতন একটা অনুরোধ তোকে কর্‌বো ?"

ছুনিয়া বলিল—"আমি ত তোমার হুকুমের বাঁদী মা অত কিন্তু হয়ে বল্‌ছো কেন ?"

রেবেকা। এখনই যা হয়ে গেল, সাহেব-যেন না জান্‌তে পারেন।

দাই। তোবা! তোবা! এমন কাজও কর্ত্তে আছে আর আমায় কি তুমি এত বোকা ঠাউরেছ মা! আমি যা নিরেট বোকা হতুম—

রেবেকা দাইয়ের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলি —"না—না, তুই বোকা ন'স। বোকা হ'লে, আজ আমা ইজ্জত বাঁচ্‌তো না! জানিস্ ত, সাহেব কেমন বদমেজাজে লোক। এ কথা শুন্‌লে, তিনি একবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌বেন। একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে উঠ্‌বে।"

দাই বলিল—"স্থির জেনো বিবি! তাঁকে এ সব কথ ঘুণাক্ষরে জান্‌তে দেব না। তবে এ ভয়ানক ব্যাপারটা— এখানেই শেষ হ'তে দেওয়া উচিত নয়।"

রেবেকা। তা হ'লে কি কর্ত্তে চাস্ তুই ?

দাই। আমি প্রথমে ঐ সয়তানকে কোড়া খাওয়াতে চাই, আর সেই সঙ্গে টাকাগুলোও আদায় কর্ত্তে চাই।

রেবেকা। কি ক'রে কর্ব্বি ?

দাই। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া উচিত নয়

তাহলে সব মাটি হবে। তোমার মনটা এখন আগুনের হলকায় জ্বলছে। এই সময়ে একটা কাজ কর্ত্তে পাল্লে, এক ঢিলেই দু'টো পাখী সাবাড় হয়!

রেবেকা। কি কর্ত্তে বলিস্ তুই? খুলে বল্ না।

দাই। তুমি এখন কাজির কাছে চল। কাজির বাড়ী বেশী দূরে নয়। আর সে লোকটা বড় খাঁটি। কারুরই খাতির রাখে না। তুমি এখনি নালিস কর যে, তোমায় বেইজ্জত করেছে। তা'হলে সবই সোজা হয়ে আস্বে। অই যে লাল নিশান উড়চে দেখ্ছো, যাতে চাঁদ আঁকা, ঐ বাড়ীতেই কাজি সাহেব থাকেন। লোকটা প্রবীণ ও দয়াবান্, আর তার উপর জবরদস্ত। কাজির বাড়ীর যে সর্দ্দার বাঁদী, তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তাকে খুঁজে বার কর্ত্তে পাল্লেই সে তোমায় একবারে কাজির কামরায় পৌঁছে দেবে।

রেবেকা চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর মলিন হাস্যের সহিত বলিল—"রূপ যে বড় বালাই দাই! আমার আর কোথাও যেতে ভরসা হয় না।"

দাই সহাস্য মুখে বলিল—"ধর্ম্মের অবতার, বয়সে প্রবীণ, ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা, সুলতানের প্রতিনিধি—তার কাছে তোমার রূপের প্রবল আকর্ষণ একটুও আধিপত্য কর্ত্তে পারবে না। কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে বলে দিচ্ছে, এতেই আমাদের কাজ উদ্ধার ও প্রতিশোধ নেওয়া

হবে। হকিম ফৈজুকে প্রবল পরাক্রান্ত কাজি তলব কল্লে সে টাকা দেবার পথ পাবে না!"

রেবেকা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাহ'লে যে বাড়ী ফিরতে বেশী দেরী হয়ে যাবে? তিনি কত ভাব্‌বেন।"

দাই বলিল—"তার জন্যে ভাবনা কেন?" আমি কাজির বাড়ীর দাইকে খুব ভাল চিনি। তার সহায়তায়, একটা লোককে দিয়ে সাহেবকে খপর পাঠাবো যে, সহজে টাকা না পাওয়ায় আমরা কাজির কাছে নালিশ কর্ত্তে এসেছি। তা হ'লে সাহেব তোমার দেরী দেখে ভাববেন না—রাগও কর্ব্বেন না। বরং খুব খুসী হবেন। কবে তিনি তোমার কোন্ কাজের প্রতিবাদ করেছেন? কাজি প্রজা সাধারণের বাপমার মত। সুলতানের প্রতিনিধি তিনি।"

রেবেকার মনে তখনও সেই অপমানের আগুনটা জ্বলিতেছিল। দাই চেষ্টা করিয়া সে আগুনটা আরও উস্‌কাইয়া দিল।

রেবেকা বলিল—"তবে তাই হোক্। কিন্তু কাজির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, সেই দাইকে ধরিয়া, চেষ্টা করিয়া তুমি একজন বান্দাকে বা বাঁদীকে সাহেবকে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিও।"

এইরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাহারা দুইজনে কাজির বাটীর সন্নিকটে আসিল।

সম্মুখেই সমুচ্চ তোরণদ্বার। তোরণদ্বারে প্রহরী।

দাই কাজি সাহেবের কুঠীর মধ্যে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য চাকরকে আদেশ করিল। দ্বারস্থ প্রহরী জেনানা সওয়ারি দেখিয়া কোনরূপ আপত্তি করিল না। কারণ, এরূপ ব্যাপার নিত্যই সে দেখিতেছে। অনেক জেনানা তাঁহার প্রভুর নিকট নালিশবন্দ হইতে আসে।

কাজি সাহেবের বাড়ীতেই তাঁহার আদালত। তৎপার্শ্বে তাঁহার ছিল আবাসবাটী। এই আবাসবাটীর চারিদিকে আবার একটি বিচিত্র ফলফুলশোভিত উদ্যান।

একটা নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিয়া গাড়ীখানি আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ, সেই সীমার বাহিরে কোন যান-বাহনের যাইবার অধিকার নাই।

দাই, রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া, সেইখানে নামিল। অন্তঃ-পুরের পথের সহিত সে পূর্ব্বপরিচিত। সুতরাং সে সেই পথই ধরিল। স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশের কোনও বাধাই নাই।

তাহাদের অতি সৌভাগ্য যে, অন্দরে প্রবেশ করিয়াই কাজির পরিচারিকার সহিত তাহাদের দেখা হইল।

রেবেকার দাই তাহার বন্ধু সেই পরিচারিকাকে বলিল—"একজন চাকরকে আমাদের বাটীতে পাঠাইতে হইবে, সে কেবল আমার প্রভুকে বলিয়া আসিবে, বাড়ী ফিরিতে আমাদের একটু বিলম্ব হইবে, তিনি যেন উৎকণ্ঠিত না হন।" পরিচারিকা তখনই একজন ভৃত্যকে মসায়ুদের নিকট পাঠাইল।

দাই কাজির প্রধানা বাঁদীকে বলিল—"তোমার সাহেব কোথায় ?"

বাঁদী। কেন তাঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন ?

দাই। ইনি আমার প্রভুপত্নী, তাহা ত তোমায় বলিয়াছি। ইনি কোন দুষ্ট লোকের নামে কাজি সাহেবের কাছে নালিশ-বন্দী হইতে চান।

বাঁদী। কিন্তু এখন বেলা দ্বিপ্রহর। দশটার মধ্যে প্রাতঃকালে কাছারি শেষ হইয়া যায়। তার পর অপরাহ্ন তিনটার সময় আবার বসে।

দাই। তা সত্য। কিন্তু আমরা ত প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার নিকট নালিশবন্দী হইতে পারিব না। আমার প্রভুপত্নী বড়ই লজ্জাশীলা, আর এক সম্ভ্রান্ত বণিকের পত্নী।

বাঁদী। ভাল কথা! সাহেব এখনও মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। এরূপ স্থলে তোমাদের আরজটা একবার তাঁহাকে জানাই, দেখি, তিনি কি বলেন।

রেবেকা ও তাহার বাঁদী সেই কক্ষমধ্যে এক আসনে উপবেশন করিল। রেবেকা বলিল—"যদি এখনিই কাজির সহিত দেখা না হয়, তাহা হইলে অপেক্ষা না করিয়া চল আমরা চলিয়া যাই।"

এমন সময়ে কাজির বাঁদী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"সাহেব আপনার বিবিকে তলব করিয়াছেন।"

রেবেকা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাঁদীও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু সর্দ্দার বাঁদী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল—"এ সময়ে সাহেবকে বিরক্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি কেবলমাত্র তোমার প্রভুপত্নীকে তলব করিয়াছেন, সুতরাং সেখানে তোমার যাওয়াটা ভাল দেখায় না। এস আমরা দুজনে এখানে বসিয়া না হয় গল্প করি।

কাজেই অতি সঙ্কুচিত-চিত্তে, ভয়ে ভয়ে, লজ্জা-সঙ্কোচ-ভারাবনত-হৃদয়ে সুন্দরী রেবেকা সর্দ্দার বাঁদীর সহিত কাজির কক্ষের দিকে চলিল। সর্দ্দার বাঁদী তাহাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ফিরিয়া আসিল।

৪

যেরূপ ভাবে কক্ষটি সাজানো হইলে, নগরের প্রধান বিচারক কাজির ব্যবহারযোগ্য হয়, রেবেকা যে কক্ষে প্রবেশ করিল—তাহা ঠিক সেইরূপ ভাবেই সাজানো। ঐশ্বর্য্যের ও উচ্চপদের পরিচায়ক সমস্ত সজ্জাই সেই কক্ষে আছে। সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রেবেকা এগুলি লক্ষ্য করিয়া, একখানি মখমলমণ্ডিত সোফায় উপবিষ্ট কাজিসাহেবের সম্মুখে অবনতভাবে একটি সেলাম করিয়া, আরও সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক স্পষ্টস্বরে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আরজ বন্দেগী। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

কাজিসাহেব স্মিতমুখে বলিলেন—"বিবি, তুমি অই আসনে বসো। আমি ধীরে ধীরে তোমার সকল কথাই শুনিতেছি।"

রেবেকা কাজির এই সদয় ভাব দেখিয়া অনেকটা নির্ভয় হইল। তাহার মনে চিরদিনই একটা ধারণা ছিল যে, সহরের প্রধান ধর্ম্মাধিকার বড়ই জবরদস্ত লোক। তিনি পরুষভাষী, সমবেদনাহীন, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, অর্থী প্রত্যর্থীদের সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ।

কাজেই সে আরও একটু অগ্রসর হইয়া, কাজিকে পুনরায় একটা সেলাম করিয়া বলিল—"বাঁদীর গোস্তাকি মাফ হোক। আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে চাহি না। আমি এই সহরের আর্ম্মাণী রত্নবণিক্ মসায়ুদের স্ত্রী।"

কাজি তখন ধূমপান করিতেছিলেন। আর সুগন্ধ খাম্বিরার মনমাতোয়ারা সুবাসে সেই কক্ষ মজগুল হইয়া উঠিতেছিল।

কাজিসাহেব গড়কার সুদীর্ঘ নলটী পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনের উপর রাখিয়া বলিলেন—"বিবি! তোমার পরিচয় আমি পূর্ব্বে পাইয়াছি। আমার সর্দ্দার বাঁদী আগে তোমার পরিচয় দেওয়াতেই আমি তোমায় এই অসময়ে সাক্ষাৎ করিবার হুকুম দিয়াছি। তোমার স্বামী মসায়ুদের সহিত আমার দহরম মহরম না থাকিলেও আমি তাহার সহিত পরিচিত।

তোমার আরজ কি—শুনিতে চাই। অবশ্য আমার আদালতের নিয়মানুসারে অপরাহ্নেই আমি মামলার বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আমি তোমার নালিশ এখনই শুনিতে প্রস্তুত।"

রেবেকা বলিল—"এই সহরে ফৈজু বলিয়া এক হকিম আছে।"

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, অর্থিপ্রত্যর্থীর সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ, কাজি-সাহেবের একটি ভয়ানক মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি "তার পর" এই শব্দটির অত্যধিক ব্যবহার করিতেন। সুতরাং তিনি বলিলেন—"তার পর ?"

রেবেকা বলিল—"যখন আমার স্বামীর সুদিন ছিল, আর এই হকিম ফৈজু আমার স্বামীর বন্ধুরূপে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সেই সময়ে সে আমার স্বামীর নিকট হইতে একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঋণরূপে গ্রহণ করে।"

কাজি। তার পর ?

রেবেকা। কিন্তু এখন সে ঋণের কথা অস্বীকার করিতে চায়। বহু তলব তাগাদা করিয়াও আমার স্বামী এই টাকাগুলি আদায় করিতে পারেন নাই।

কাজি। তার পর—এই ঋণের কোন দলিলপত্র আছে ?

রেবেকা। না—তখন আমার স্বামীর সহিত হকিমের খুব আত্মীয়তা ছিল। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন দলিল লওয়া আমার স্বামী আবশ্যক বোধ করেন নাই।

কাজি। তার পর—এটা হচ্ছে একটা খুব শক্ত মামলা। তার পর, বোঝ না কেন, যতদূর আমি জানি, এই হকিম কৈজু লোকটা বড় অর্থপিশাচ। তার পর আমি শুনেছি, সে তার সহোদরের চিকিৎসা কর্ত্তে গিয়েও দশনীর টাকার মায়া ছাড়্‌তে পারেনি। তার পর—দলিলপত্র যখন নেই—আর সে যদি ঋণের কথাটা একেবারে অস্বীকার ক'রে ফেলে—তার পর—তোমার মামলাটা একেবারে ফেঁসে যাবে। আমরা হচ্ছি ধর্ম্মের অবতার। প্রমাণই হচ্ছে আমাদের চক্ষু। এই প্রমাণরূপ চক্ষু আমাদের যে দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়, আমরা সেই দিকেই যাবো। তার পর—

রেবেকা। সত্য এ টাকার সম্বন্ধে কোন দলিল নাই; কিন্তু ধর্ম্ম ত আছেন—উপরে ত খোদা আছেন। কা'ল হকিম আমার স্বামীকে সুদের দরুণ টাকা দিতে এসেছিল। আর—তারই কথামত আজ আমি তার কাছে আসল আদায়ের জন্য গিয়েছিলুম।

কাজি। তার পর—তোমার স্বামী থাক্‌তে তুমিই বা তাগাদায় যাও কেন? পর্দ্দানশীন জেনানা তুমি। অবশ্য, যদিও আমাদের এ দেশে পরদার তত কড়াক্কড় ব্যবস্থা নেই—তার পর, তোমার নিজের যাবার কি দরকার ছিল? তোমার স্বামী মসায়ুদ নিজে তাগাদায় যাননি কেন? তার পর—

রেবেকা। ধর্ম্মাবতার! আমার স্বামী ছ-মাসের উপর রোগশয্যায় প'ড়ে আছেন। তাঁর একটি অঙ্গ প'ড়ে যাবার

মত হয়েছিল। এখনও তাঁকে তুলে ধ'রে আহার করাতে হয়। আর তিনি এতটা অসমর্থ যে, অতিকষ্টে লাঠি ধ'রে একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে পারেন।

কাজি। ও, এখন বুঝেছি বিবি! মামলার হাল গোলোক-ধাঁধায় দাঁড়াচ্ছিল। তার পর—তোমার এই কথাটায় একটু ফিরে গেল। তার পর একটা খুব সঙ্গত কথা, যে মহাজন এতটা নাতান, সে কখনও নিজে তাগাদায় যেতে পারে না।

সুবুদ্ধি রেবেকা বুঝিল—কাজিসাহেবের কথাবার্ত্তা বড়ই গোলমেলে। এরূপভাবে প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিতে গেলে সমস্ত দিনটা কাটিয়া যাইবে। সুতরাং সে কি জন্য সে দিন হকিম ফৈজুর বাড়ীতে গিয়াছিল, আর সেই হকিম কিরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার ইজ্জত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়া, কাজিসাহেবকে গুছাইয়া বলিল।

এই সব কথা শুনিয়া, কাজি ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া কুর্মী দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ব-টে!"

কাজিসাহেবের চেহারাখানা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। তাঁহার দৃষ্টি অতি কঠোর। আর কাঁচা পাকা চুলে পরিপূর্ণ মস্তক ও দীর্ঘ শ্মশ্রু দেখিলে মনে একটা ত্রাস আসিয়া পড়ে। তাহার উপর তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রের মত গভীর। তাহা শুনিলে অনেকেরই প্লীহা ফাটিয়া যায়।

সুতরাং 'ব-টে' এই শব্দটি কাজিসাহেবের মুখ হইতে

বাহির হইয়া কক্ষমধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে প্রতিহত না হইতে হইতেই কোমলপ্রাণা রেবেকা সেই ভীষণ কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উঠিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এই শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল। কিন্তু তখনই সে সেই চঞ্চল ভাবটা আর তাহার মাথার অবগুণ্ঠনটি সামলাইয়া লইল।

অবগুণ্ঠন সরিয়া যাওয়ায়—কাজিসাহেবের দৃষ্টি রেবেকার মুখমণ্ডলের উপর পড়িল। এতক্ষণ তিনি মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত, একখানা উজ্জ্বল রূপের ছায়ামাত্র দেখিতেছিলেন। কিন্তু সেই অবগুণ্ঠনরূপ মেঘটা, চাঁদের মত মুখ হইতে সরিয়া যাওয়ায় কাজিসাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন—এমন রূপ জগতে খুব কম রমণীরই আছে। মসায়ুদের দারিদ্র্যপীড়িত অন্তঃপুরের শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য এই অলোকসামান্য রূপের সৃষ্টি হয় নাই। মহাপ্রতাপান্বিত মোসলপ্রদেশের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা একচ্ছত্র অধিপতি—সুলতান আলমামুনের অন্তঃপুরে অসংখ্য সুরূপসীর গর্ব্ব, এই যুবতীর আবির্ভাবে খর্ব্ব হইতে পারে।

প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, গম্ভীরপ্রকৃতি কাজি সাহেব রেবেকার রূপ দেখিয়া বড়ই বিমোহিত হইলেন। সহসা আকাশের গায়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিলে তাহা যেমন পথিকের নেত্র ঝলসিয়া দেয়, কাজিসাহেবের চোখটাও সেইরূপ এই বিদ্যুৎপ্রভাময়ী রেবেকার রূপের প্রভায় ঝলসিয়া গেল।

কিন্তু আত্মসংযমের ক্ষমতা তাঁহার খুব বেশী। এজন্য

তিনি মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "বিবি! তোমার উপর দেখিতেছি, এই পাপিষ্ঠ বিষম অত্যাচার করিয়াছে। আমার শাসনে শেরে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর এই দরদবার মধ্যে থাকিয়া এই বান্দীর বাচ্ছা কৈস্থুর এতটা স্পর্দ্ধা হইয়াছে! আমি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাই। এই মুলুকমালেক স্বয়ং সুলতান যদি এ কথা শোনেন, তাহা হইলে তিনি আমার উপরই যথেষ্ট বিরক্ত হইবেন।"

রেবেকা ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিল—"শুনিয়াছি, সলোমনের মত সূক্ষ্ম বিচারে ধর্ম্মাবতার অর্থি-প্রত্যর্থীর মামলা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন; ইহা জানিয়াই এ বাঁদী আপনার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছে।"

কাজি সাহেব রেবেকার কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। তিনি তখন মনে মনে একটা কোন বিষম ব্যাপারের চিন্তা করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মত সজাগভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—"হঁ।—তার পর। শোন বিবি! আমি এতক্ষণ তোমার মামলার কথাই ভাবিতেছিলাম। আজ আর কিছু হয় না। এই বদমায়েস হকিমকে আইনমত পরোয়ানা দিয়া তলব করিতে হইবে। তাহাতে সময়ের প্রয়োজন। আজ অপরাহ্নে মীর মুন্সীকে হুকুম দিয়া পরোয়ানা জারি করান যাইবে, তুমি কা'ল মধ্যাহ্নে এরূপ সময়ে আসিও।

অবশ্য আমি এই খাস কামরায় বসিয়া তোমার এ ব্যাপারের মীমাংসা করিব। প্রকাশ্য আদালতে তোমায় যাইতে হইবে না।"

রেবেকা এই কথা শুনিয়া নতজানু হইয়া বলিল,—"আপনার এই অমায়িক করুণার জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। যাহাতে আমার প্রাপ্য টাকাগুলি আদায় হয়, হুজুরালিকে তাহার উপায় করিতে হইবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনে একটি মুদ্রা এখন আমাদের পক্ষে এক লক্ষ। টাকা যদি সহজে আদায় হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার বে-ইজ্জতের নালিশ আমি তুলিয়া লইতে প্রস্তুত। কেন না কৃপণের অর্থনাশের মনঃকষ্টের অপেক্ষা আর বেশী শাস্তি কিছুই নাই।"

কাজি তাঁহার কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে বাম-হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, রেবেকার মুখের দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিলেন,—"তুমি যা বলিতেছ বিবি, তাহা ষোল আনাই সত্য। আমার এত উমর হইয়া গেল, আর বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু তোমার এই মামলার মত একটিও বিচার করিবার অবসর আমার ঘটে নাই। যদি প্রমাণপ্রয়োগে তুমি এই সয়তান হকিমের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিও, আমার দণ্ডাজ্ঞা অতি ভীষণ হইবে।"

আর অনর্থক সময় নষ্ট করায় কোন ফল নাই দেখিয়া

রেবেকা বলিল—"যদি জনাবের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি বিদায় লইতে পারি কি?"

কাজি সাহেব তাঁহার শুভ্র দন্তপাঁতি বিকসিত করিয়া বলিলেন—"খুব পার বিবি। খুব পার। ভাল কথা, এ পর্য্যন্ত আমি এত কথা কহিলাম, কিন্তু আমার বিচার্য্য, এই মোকদ্দমায় বাদিনীর নামটি পর্য্যন্ত যে এখনও আমার জানিবার সুযোগ হয় নাই।"

রেবেকা সম্মানপূর্ব্বক বলিল—"বাঁদীর নাম রেবেকা।"

কাজি সাহেব তাঁহার দাড়ির মধ্যে পুনরায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাঃ, বেশ নামটি ত! তোমার যেমন রূপ, তেমনি সুন্দর নামটি। মসায়ুদ দেখিতেছি, তোমাকে পত্নীরূপে পাইয়া মহা ভাগ্যবান্।"

কথাটা শুনিয়া রেবেকা যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এ কথায় আর সে কি উত্তর দিবে? সুতরাং প্রস্থানসময়ের উপযোগী আদব-কায়দা দেখাইয়া সে সেই সহরের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার কাজি নেয়ামত খাঁর নিকট বিদায় লইল।

একটু বেশী বিলম্ব হওয়ায় তাহার সঙ্গিনী বড়ই একটা উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিল। রেবেকাকে হাস্যমুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, সে বুঝিল, কাজটা নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে। তাহা না হইলে বিবির মুখ হাসিমাখা কেন?

বাঁদী এ জন্য প্রফুল্লচিত্তে বলিল,—"খবর কি বিবি?"

রেবেকা। খবর যে খুব ভাল, তা নয়। তবে মন্দের ভাল। আজ আর কিছু হইল না। কা'ল আমাদের আবার আসিতে হইবে।

এই কথা বলিয়া রেবেকা কাজির সহিত তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিল।

বাঁদী বয়োবৃদ্ধা। এ দুনিয়ার লীলাখেলা সে অনেক দেখিয়াছে। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা তাহার বড় কম নয়। তাহার সখী, যে এই কাজী সাহেবের প্রধানা বাঁদী, তাহার নিকট হইতে সে এই বিজ্ঞ কাজীর গুণের কথা শুনিয়াছে, কাজেই সে কথাগুলা শুনিয়া একটু নাক-মুখ সিটকাইয়া বলিল, "ব্যাপারটা বড় ভাল বুঝিতেছি না। যে কাজীর প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, যে ইচ্ছা করিলে একজন পদাতিক পাঠাইয়া এখনই সেই বান্দার বাচ্ছাকে তার দরবারে হাজির করিতে পারিত, সে বৃথা অছিলায় সময় নেয় কেন?"

বাঁদী যাহা বুঝিয়াছিল, তাহাই ঠিক। কিন্তু সংসার-জ্ঞানহীনা রেবেকা, চিরদিনই সুখের ক্রোড়ে, স্বামীর স্নেহ আদরে পরিপালিত। জগতের অপরাংশে কিরূপ চরিত্রের লোক আছে, তাহাদের মতি গতি কিরূপ, সে তাহার কিছুই জানিত না। এখন দুঃখের দশায় পড়িয়া তাহাকে বহির্জ্জগতের লোকজনের সহিত পরিচয় করিতে হইতেছে। সে চিরদিন অন্তঃপুরনিবদ্ধা। কখনও প্রকাশ্যভাবে রাজপথে বাহির হয় নাই। কিন্তু তখন দিন সচ্ছল ছিল।

আর এখন অচল হওয়ায় সেই কষ্টকর দিনগুলি একটু সুখে চালাইবার জন্য যাহা সে কখনও করে নাই, তাহাও করিতেছে। তাহা না হইলে সে জানিয়া শুনিয়াও সেই দুরাচার হকিম ফৈজুর কাছে যাইবে কেন?

বয়েলে উঠিয়া রেবেকা মলিন-মুখে, স্পন্দিত-হৃদয়ে এই সব কথাই ভাবিতেছিল। আর ভাবিতেছিল যে. স্বামী যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কই রেবেকা! আমার নিষেধ না শুনিয়া আব্রু-বিবর্জ্জিত অবস্থায় যে নরাধমের বাটীতে গেলে, তাহার ফল হইল কি?—তখন সে কি বলিবে?"

রেবেকা মলিন-মুখে এই সব ভাবনা ভাবিতেছে, এমন সময়ে তার স্নেহময়ী দাই, আশাপ্রবুদ্ধস্বরে বলিল—"ভাবিও না মা! উপরে যে অনন্ত শক্তিমান্ খোদা আছেন, তাঁহার উপর একটু বেশী বিশ্বাস কর। এই যে মেঘ, ঝটিকা, কুয়াসা, সবই তাঁহার কৃপা হইলে কাটিয়া যাইবে! হাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কা'ল কি তুমি আবার কাজির দরবারে যাইবে?"

রেবেকা। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না দাই!

দাই। আমি বলি, যাইও না।

রেবেকা। কেন?

দাই। তোমার শত্রু অনেক।

রেবেকা। কেন আমি ত জীবনে কাহারও কখন অনিষ্ট করি নাই। আমার স্বামী অশক্ত, শয্যাগত, উত্থানশক্তিহীন।

আমাদের দিন চলা ভার হইয়াছে। যারা আমাদের সুখের দিনে হাত পাতিয়া আমার স্বামীর কাছে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিস, আজ যদি তাহাদের নিকট আমি সেই টাকা আদায় করিতে যাই, তাহা হইলে কি লোকের সহিত শত্রুতা করা হইল ?

দাই একটু হাসিয়া বলিল—"কথায় তো আছে—

টাকা যাচ্ছো কোথা ?
ভাব যেথা।
তুমি আস্‌বে কবে ?
হবে বিচ্ছেদ যবে।

আমাদের মহাকবি হাফেজ্ এই কথাটা বলিয়া গেছেন। যখন ভাব ছিল, তখন টাকা তোমাদের হাত হইতে পর-হস্তে গিয়াছে। আর এখন তাহাকে ঘরে আনিতে গেলেই লোকের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইবে। প্রমাণ এই নরাধম হকিম ফৈজু। সত্যকথা কি না বল ?"

রেবেকা কিয়ৎক্ষণ দাইএর এই জ্ঞানগর্ভ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিয়া বলিল—"হাঁ, খুব সত্য। তাহা হইলে দেখিতেছি, অনাহারে আমাদের মরিতে হইবে। হৌক্—আবরু বজায় রাখিয়া মরাই গৌরবজনক মৃত্যু।"

দাই। আর আমিও ঐ কথাটাই বলিতেছিলাম। তা ছাড়া আর একটা সাংঘাতিক কথা—

দাই সহসা চাপিয়া গেল। কিন্তু কথাটা রেবেকার কানে

গিয়াছিল। সে বলিল—"কথাটা কি খুলিয়া বল্ না। চাপিয়া যাইতেছিস্ কেন দাই?

দাই। রাগ করিবে না ত মা!

রেবেকা। না।

দাই। কথাটা এই—রমণীর যদি বেশী কেউ শত্রুতা করে, সেটা তার রূপ আর অসংযত জিহ্বা।

রেবেকা। আমার স্বামীও ঐ কথা বলেন, আর তুইও বলিবি!

দাই। অনেক দেখিয়াছি মা, তাই বলি। এই কাজির ব্যাপারটা তুমি যতটা সোজা বুঝিতেছ, আমি ততটা বুঝি না। এই কাজির স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। সে আজ এমন কোন উপযুক্ত অবসর পায় নাই যে, তোমায় তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারে। কা'ল যদি তুমি তার সম্মুখীন হও, জানিও, তোমার এই রূপের খাতিরে সে নিশ্চয়ই হকিম ফৈজুকে দণ্ড দিবে, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তোমার টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া দিবে। কিন্তু তার পর, বোধ হয়, সে যে তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যভরা মুখখানি দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে, এ কথা বলিতে ভুলিবে না।

রেবেকার একটু একগুঁয়েমি ছিল; একটু আত্মাভিমান, সতীত্ব-গর্ব্ব ছিল। দাইএর এই কথা শুনিয়া তাহা পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল।

রেবেকা অনেক সময় জেদের অধীন হইয়া কাজ

করিয়া তাহার স্বামীর নিকট মৃদু ভৎর্সিতা হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর আদর-সোহাগ সে ভৎর্সনাকে বিফল করিয়া দিয়াছে।

দাই তাহাদের সংসারে বহুদিন হইতে নিযুক্ত; এমন কি, সে মসায়ুদকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অন্যান্য ব্যাপারে এই দাইকে সম্মান করিয়া, তাহার কথা শুনিয়া চলিলেও, রেবেকা বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মম্ভরিতা ও নির্ব্বন্ধবশে দাইয়ের কথাগুলি গুরু আজ্ঞাবৎ মান্য করিতে প্রস্তুত ছিল না।

এ জন্য সে বলিল—"কা'ল আমি কাজির সহিত সাক্ষাৎ করিব কি না, এ কথা ভাবিয়া দেখিবার অনেক সময় আছে। আজ সারা রাতটা আমায় ভাবিতে দাও। কা'ল যদি আমায় যাইতেই হয়, জানিও, আমি তোমায় সঙ্গে না লইয়া যাইব না।"

দাই বুঝিল—এ জগতের নিয়মই এই, অনেক সময়ে নিঃস্বার্থ সদুপদেশ মাঠে মারা যায়। আর আত্মম্ভরী ব্যক্তির নিকট এ সব উপদেশ প্রায়ই প্রীতিকর হয় না। সুতরাং সে এ সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া কেবলমাত্র প্রশ্ন করিল—"তাহা হইলে আজ যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা তুমি সাহেবের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে চাও?"

রেবেকা বলিল—"নিশ্চয়ই! স্বামীর কাছে কখনও আমি কোন কথা গোপন করিব না।"

এই সময়ে গাড়ীখানি তাহাদের সদর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দুই জনেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

৫

এখন আমরা রেবেকাকে ত্যাগ করিয়া মোসলের প্রধান বিচারক কাজি নেয়ামত খাঁর বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিব।

কাজি সাহের বড়ই রাশভারি লোক, আর খুব একজন জবরদস্ত হাকিম। এত রাশভারি যে, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ কথা কহিতে সাহস করে না। মামলা-মোকদ্দমার বিচার-সময়ে তিনি কিরূপ হুকুম দেন, তাহা শুনিবার জন্য অপরাধীরা তাঁহার মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে। সে সব হুকুম বড়ই সাংঘাতিক। চুরির দণ্ড—চুরির অবস্থা বুঝিয়া দক্ষিণ বা বামবাহুচ্ছেদন। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা অপরাধে দক্ষিণ-কর্ণ বা বামকর্ণচ্ছেদন। পরদারে নাসিকাচ্ছেদন। তার পর কোড়ার অবস্থা ত রাজদণ্ডের একটা প্রধান অঙ্গ। তাঁহার নাম শুনিলে চোর, বদমায়েস, ডাকাত, শঠ, প্রতারকেরা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। অনেকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত না হইয়া আপোসে মামলা মিটাইয়া লইত। এহেন দৃঢ়প্রকৃতি, বদমেজাজী কাজির মনটা রেবেকার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি দেখিয়া একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। মন্মথের ফুলধনু-নিক্ষিপ্ত একটি বিষাক্ত সুতীক্ষ্ণ শর যে তাঁহার বজ্রকঠিন

হৃদয়কে একেবারে বিদীর্ণ করে নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না।

কাজি সাহেব তাঁহার নির্জ্জন কক্ষমধ্যে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। সেই সুগন্ধি ইস্তাম্বুলী তামাকুর মনোমদ গন্ধে কক্ষটি সুবাসিত। তিনি একদৃষ্টে কক্ষপ্রাচীর-সংলগ্ন একখানি ছবির দিকে চাহিয়া আছেন।

এ ছবিখানি মোসল নগরের এক বিখ্যাত সুন্দরীর। কাজি সাহেবের সহিত এক সময়ে এই সুন্দরীর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, আর তাঁর নসীবের দোষেই সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সাহেব বহুকষ্টে এই রমণীর একখানি তসবীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর প্রায়ই নির্জ্জন চিন্তার সময় একদৃষ্টে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

এই চিত্রে চিত্রিতা সুন্দরীর নাম ছিল জুলেখা। মোসলের বাদসাহের শ্যালকের সহিত এই রমণীর বিবাহ হয়। বড় ঘরে সম্বন্ধ হওয়ার জন্যই কাজি সাহেবের সহিত জুলেখার বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পর জুলেখা তিন বৎসর কালমাত্র জীবিতা ছিল। রূপের মোহ বড় সাংঘাতিক জিনিস। এমন তীব্র বিষ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। এই বিষের ক্রিয়া অতি মৃদু। পলে পলে মানবকে দগ্ধ করে। আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে, কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তিতে, এই বিষের ক্রিয়া আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া, প্রেমিকের হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জরের মধ্যে পলে পলে মৃদু জ্বালাময়ী অগ্নির সৃষ্টি করে।

আশার জিনিষটি হাতের কাছে আসিয়া হস্তচ্যুত হওয়ায় কাজি সাহেব বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহার কোন কথা বলিবার বা কোন কিছু করিবার ক্ষমতাও ছিল না। মহাপ্রতাপশালী মালেক মুলুক বাদশার শ্যালকের সঙ্গে যে সুন্দরী পরিণীতা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলাও যে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! কোন কিছু করা ত দূরের কথা।

জুলেখা যতদিন জীবিতা ছিল, ততদিন কাজি সাহেব বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই; কিন্তু জুলেখার মৃত্যুর পর, কি জানি কি এক অব্যক্ত কারণে, তাঁহার মন বিবাহের দিকে বড় ঝুঁকিয়া উঠে। কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে যাঁহাকে জুটাইয়া দিলেন, তিনি ততদূর সুন্দরী নহেন। যাহা হউক এই নব-পরিণীতা ভার্য্যাকে লইয়াই তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তবে অতীতের একটা সুখের স্মৃতি, জুলেখার স্মৃতি, তাঁহাকে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আর সেই সময়ে তিনি একদৃষ্টে এই ছবিখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

নূতন বিবি পেয়ারেজান স্বামীর এই অবস্থাটা একদিন ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পেয়ারেজান যখন তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রায়ই আমি দেখি, তুমি ঐ ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাক, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল—ব্যাপারটা কি, বল দেখি?"

কাজি সাহেব বিবির এই প্রশ্নে একটু চমকিয়া উঠি-লেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, বড়ই একটা ভুলের কাজ করিয়াছেন। পেয়ারার সামনে এরূপ ভাবে অসাবধান হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলা ঠিক হয় নাই। কিন্তু তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি; তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"কি বলিব তোমায় পেয়ারেজান্, তুমি এ বাড়ীতে আসিবার আগে অই রমণীই আমার ঘর আলো করিয়াছিল। কিন্তু যমে তাহাকে লইয়াছে। আমাদের বিবাহের তিন বৎসর পরে ঐ রমণী কবরে আশ্রয়-লাভ করিয়াছে।"

পেয়ারা বিবি বড় সাংঘাতিক স্ত্রীলোক। সে স্বামীর এই উত্তরে ভয়ানক রাগিয়া গেল। মুখ ঘুরাইয়া, নাক বাঁকাইয়া, ওড়নাখানা মাথার উপরে ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া, সে বলিল—"তাহা হইলে তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

"সে কি কথা! ভালবাসি না? তুমি যে আমার জানের জান, কলিজার কলিজা।"

"সেটা মুখের কথা। ও যখন তিন বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছে, আর এখনও তুমি ওর তসবীরের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল, তখন যে তুমি ওকে ভালবাস না, তাই বা বিশ্বাস করি কিরূপে? আমি ঐ ছবিখানা এখনই ভাঙ্গিয়া ফেলিব। মেয়েমানুষে জীবন্ত থাকিয়া সতীনকে জ্বালায়; ও মরিয়া আমায় জ্বালাইতে আসিয়াছে।"

কাজি সাহেব কোন উপায়ে তাঁহার পত্নীকে শান্ত করিয়া

নিজেই সেখানি সেখান হইতে খুলিয়া লইয়া তাঁহার পেটিকার মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর হইতে কাজি সাহেব পেয়ারাকে এত ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন, এত প্রেমের অভিনয় করিতে লাগিলেন যে, পেয়ারা বুঝিল, তাহার স্বামী তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সাহেবও কিছুকাল পরে সেই ক্ষুদ্র তসবীরখানি বাহির করিয়া আবার দেয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া দিলেন। পেয়ারা ইহাতে কোন আপত্তি করিল না। সে মনে মনে ভাবিল, যে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমার এত ভয় কেন? বেচারা যদি তাহার মৃত পত্নীর জন্য একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি পায়, তাহাতে আমার আপত্তির কারণ কি ?

পেয়ারার যে রূপ ছিল না, তাহা নহে, তবে জুলেখার মত নয়, বা রেবেকার মতও নয়। তবে কাজি সাহেবের পদোন্নতি ও তলব বৃদ্ধি এই পেয়ারার সহিত বিবাহের পর হইতেই হইয়াছে। তাহা ছাড়া পেয়ারার প্রাণ অতি উন্নত ছিল। সে স্বামীর সুখের জন্য তাহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। এই সকল কারণে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজি পেয়ারা বিবির অঞ্চলে বাঁধা চাবিটির মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে তাঁহাকে যে দিকে ফিরাইত ঘুরাইত, তিনি সেইরূপ ভাবেই ঘুরিতেন ফিরিতেন।

এতকাল পরে জুলেখার চিত্রের দিকে চাহিয়া সমস্ত প্রাণে আকুল নিশ্বাস ফেলিবার একটা কারণ হইয়াছিল।

সে কারণ আর কিছুই নয়—রেবেকার অলোকসামান্ত রূপরাশি।

কেবল অলোকসামান্ত রূপ নয়, তাহার সঙ্গে আরও কিছু জড়ানো ছিল। যে সময়ে একটা উত্তেজনাবশে রেবেকার মাথার অবগুণ্ঠনটা শিথিল হইয়া যায়, সেই সময়ে মুহূর্ত্তের জন্ত কাজি সাহেব তাহার মুখখানি দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন—পরলোকবাসিনী সুন্দরী জুলেখা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় সংসারে আসিয়াছে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই মুখের দীপ্তি, সেইরূপ একটা রূপগর্ব্ব মিশ্রিত মুখভাব।

কাজেই জুলেখার স্মৃতিটা পুনরায় নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কাজি সাহেব নির্জ্জনে বসিয়া সুন্দরী রেবেকার রূপ-সম্পদের কথা যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্তমধ্যে একটা দুর্দ্দমনীয় মোহ ও ব্যাকুলতা আসিয়া দেখা দিল। আর এই মোহের ফলে, তিনি দেখিলেন—রেবেকার মত শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বিধাতার সৃষ্টিতে আর দ্বিতীয় নাই। মোসলের বাদশার বেগম-মহলে দুনিয়ার সেরা সুন্দরীর সমাবেশ। তাহাদের তিনি না দেখিলেও এ কথা দর্প করিয়া বলিতে পারেন যে, রেবেকার পায়ের কাছে দাঁড়াইতে পারে, এমন সুন্দরী তথায় আছে কি না সন্দেহ।

এই বিশ্বগ্রাসী চিন্তায়, এই অন্তর্দ্দাহী রূপোন্মাদে বিভোর

হইয়া, কাজি সাহেব আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"এই রেবেকাকে পাওয়া কি অসম্ভব? চেষ্টায় কি না হয়? এতো বাদশার শ্যালকপত্নী নয়। আমি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, মুলুকের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, বিচারকশ্রেষ্ঠ নেয়ামত খাঁ। আমার প্রাণের আশা কি অতৃপ্ত থাকিবে?"

এমন সময় কে যেন, তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—"তা হইতেই পারে না। যে কাজি নেয়ামত খাঁর হুকুমে এই জনপূর্ণ সহর মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মে পরিণত হইতে পারে, তাঁহার প্রাণের আশা অপূর্ণ থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

৬

কাজি সাহেব তাঁহার কক্ষের বাহিরে, দ্বারপ্রান্তে মানুষের আওয়াজ শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হুকুম না পাইয়া, তাঁহার নির্জ্জন বিশ্রামকক্ষের সম্মুখেই বা আসিল কে? আর এত স্পর্দ্ধা তার, সে তাঁহার মুখ হইতে কথা লুফিয়া লইয়া তার উত্তর দেয়? এমন শক্তি কার?

নেয়ামত খাঁ কঠোর স্বরে বলিলেন,—"কে তুমি?"

উত্তর আসিল—"হুজুরালির গোলামের গোলাম, সেখ ফৈজু।"

ফৈজু হকিম! সে তাঁহার মনের কথা শুনিয়া ফেলিয়াছে! এত বড় স্পর্দ্ধা তার! সে তাঁহার অনুমতি না লইয়া

তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত! এ ধৃষ্টতা যে

কাজি সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ফৈজু, ভিতরে এস।"

ফৈজু, কাজি সাহেবের পারিবারিক চিকিৎসক। সেলামের উপর সেলাম করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

ভদ্রতার খাতিরে, নেয়ামতখাঁ তাহাকে আসনগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ফৈজু এরূপ ভাব দেখাইল—যেন সে অতি অনিচ্ছার সহিত কাজি সাহেবের সম্মুখে আসনগ্রহণ করিল।

নেয়ামত খাঁ রক্তনেত্রে বলিলেন—"ফৈজু! কি প্রয়োজনে আমার বিনা আহ্বানে এখানে আসিয়াছ?"

ফৈজু। জনাবের বাড়ীতে আসার ত আমার কোন বাধা হইতে পারে না। আমি জনাবের পারিবারিক চিকিৎসক।

নেয়ামত। সত্য! কিন্তু তুমি আমার সকল কথা শুনিয়াছ কি?

ফৈজু। জনাবই মালেক মুলুক। মিথ্যা বলিব না; শুনিয়াছি।

নেয়ামত। তোমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। এ মুলুকের মধ্যে এমন কেহই নাই যে এরূপ প্রগল্‌ভতা দেখাইয়া,

ধৃষ্টতা দেখাইয়া, আমার বিনানুমতিতে আমার বিশ্রাম-কক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার গুপ্ত কথা শুনিতে পারে।

ফৈজু যোড়করে বলিল—"সত্যই তাই। জনাব যাহা বলিতেছেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। তবে আমি জনাবের চিরাশ্রিত। আর আসিয়াছিলাম জনাবের সহায়তার জন্য।

নেয়ামত। কিসের সহায়তা?

ফৈজু। যাহাতে আপনি এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রেবেকাকে লাভ করিতে পারেন!

নেয়ামত খাঁ তাঁহার হেনারসরঞ্জিত শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"জান তুমি, এই মসায়ুদ-পত্নী রেবেকা বিবি নালিশবন্দ হইয়াছে? আর তোমার বিরুদ্ধেই সেই নালিশ।"

ফৈজু। তাও জানি।

নেয়ামত খাঁ। তবে কি সাহসে এখানে আসিলে?

ফৈজু। আমার সাহস আপনি, আশ্রয় আপনি, ভরসা আপনি। আমি আপনার চিরানুগত দাস।

নেয়ামত। আমার পরোয়ানা পাইয়াছ?

ফৈজু। হাঁ হুজুর! আর সেই পরোয়ানা পাইয়াই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। একটু আগে জনাব যে বলিয়াছেন, আমি এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছি তাহা নয়! তবে জনাবের মুখের উপর কোন কথা কহার সাহস আমার নাই, তাই কোন কথা বলি নাই।

নেয়ামত খাঁর মনটা এই সব কথায় অনেকটা প্রসন্ন হইল। এই দুনিয়াটা তোষামোদের দাস। কাজি সাহেব যতই কোপনস্বভাব বা রুক্ষ-প্রকৃতির লোক হউন না কেন, তাঁহাকে তোষামোদের বশীভূত হইতেই হইবে।

কাজি সাহেব প্রসন্ন-মুখে, মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "জান ত ফৈজু! সুবিচারের জন্য আমার এই সহরে বড়ই একটা সুখ্যাতি আছে। রেবেকা তোমার নামে দুই দফায় নালিশ করিয়াছে, তাহা জান তো?"

ফৈজু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যোড়করে বলিল—"জানি বই কি খোদাবন্দ! গরীব পরওয়ার!"

নেয়ামত। কি কি দফা বল দেখি?

ফৈজু। প্রথম দফা টাকা না দেওয়া। দ্বিতীয় দফা বেইজ্জত করা।

নেয়ামত। ঠিক! ঠিক! তুমি খুব চৌকোষ লোক!

ফৈজু। সেটা জনাবের মেহেরবানে।

মহাপ্রতাপান্বিত কাজি সাহেব ইতিপূর্ব্বে এই ফৈজুর কথায় খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে বড়ই প্রসন্ন হইলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—যে পরোয়ানার মধ্যেই এই দুই দফা অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছিল।

ফৈজুও এ সম্বন্ধে কোন কথা ভাঙ্গিল না। তাহা হইলে তাহাকে একেবারে খেলো হইয়া পড়িতে হয়। সে একটা

দ্ধিমানের চাল চালিয়া, এই নির্ব্বোধ কাজির রাগটাকে জলের ভ করিয়া দিয়াছিল। কাজেই সে পুনরায় সেলাম করিয়া বলিল —"এখন জনাবের মরজি জানিতে পারিলেই যথেষ্ট সুখী হইব।"

নেয়ামত। কিসের সম্বন্ধে?

ফৈজু। আমার বিরুদ্ধে এই নালিশ সম্বন্ধে।

নেয়ামত। সত্যই কি তুমি মশায়দের নিকট টাকা কর্জ লইয়া ছলে?"

ফৈজু। মিথ্যা বলিব না—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার আপ'ন! আমার হাতে টাকা ছিল না বলিয়া দিতে পারি নাই। কিন্তু হুজুরের পরোয়ানা পাইয়া বুঝিলাম, টাকা না দিলে আমার পরিত্রাণ নাই। এজন্য আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া আমি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। জনাবের দরবারে সাধারণ অপরাধীর মত উপস্থিত না হওয়াই আমার ইচ্ছা। কারণ, তাহাতে যে আমাকে কেবল অপমান হইতে হইবে, তাহা নয়, আপনার গৃহ-চিকিৎসক আমি, ইহাতে আপনার নামেও কলঙ্ক স্পর্শিবে।

নেয়ামত খাঁ দাড়ি চোমরাইতে চোমরাইতে বলিলেন, "তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু বেইজ্জতের একটা নালিশ যে দায়ের হইয়াছে।"

ফৈজু। শোভান্ আল্লা! এও কি কখন সম্ভব? আমি তাহাকে বেইজ্জত করিব? আমার বন্ধুর স্ত্রী সে। তবে এই

স্ত্রীলোক জাতটা বড় ভয়ানক। এরা সবই করিতে পারে। আমি কেবলমাত্র ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলাম—তুমি এরূপ ভাবে তাগাদায় আসিও না। সুন্দরী যুবতী তুমি। পথে তোমার কোন না কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে। জানেন ত হুজুর, এই মেয়েমানুষগুলোর চোখের পিছনে একটা ছোট-খাট চৌবাচ্ছা গাঁথা আছে। তা না হ'লে এরা কথায় কথায় কান্নার জন্য এত জল পায় কোথায়? আমার কাছে টাকা না পাওয়াতেই সে বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। তার পর আমার মুখে ঐ ভাবে সাবধান করার কথাটা শুনেই একেবারে চোখের পিছনে লুকানো সেই ফোয়ারাটা খুলে দিলে। কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলে আমার বৈঠকখানার দামী কার্পেটটাকে পর্য্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে ক'রে দিয়ে এসেছে। সেই সময়েই আমায় সে শাসিয়ে আসে—চল্লুম আমি কাজি সাহেবের কাছে। তার পর এখানে এসে সে যে এক কাণ্ড বাধিয়ে গেছে, তা জান্‌লুম কেবল আপনার পরোয়ানা থেকে।

নেয়ামত খাঁর সম্মুখে ফৈজু আর কখনও এরূপ ভাবে এত কথা কহে নাই। আজ সে তাঁহার মেজাজের অবস্থা বুঝিয়া তোষামোদ করিয়া দুই চারি কথা বলিয়া তাঁহাকে হাত করিল।

কাজি সাহেব প্রসন্ন-মুখে বলিলেন—"ভাল, কা'ল সে আমার কাছে আসিবে। তাহাকে বুঝাইয়া দেখিব, যদি সে একটা মামলা তুলিয়া লয়। তুমি তোমার ঋণের টাকা আনিয়াছ কি?"

ফৈজু তখনই তাহার কটিদেশে আবদ্ধ এক গেঁজিয়ার মধ্য হইতে এক সহস্র সেকুইন বাহির করিয়া নেয়ামত খাঁর সম্মুখে থাক দিয়া সাজাইয়া দিল।

নেয়ামত খাঁ সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি আজ যাও। কা'ল না হয় পরশ্ব এই সময়ে আমার সঙ্গে আবার দেখা করিও। এ সম্বন্ধে আমি কতদূর কি করিতে পারি, তাহা জানিতে পারিবে।"

ফৈজু সেলামের উপর সেলাম করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। নেয়ামত খাঁ আবার তামাকুর জন্য নফরকে আহ্বান করিলেন। সে আসিয়া তামাকু দিয়া গেল।

ইস্তাম্বুলবাসিত মনোমদ গন্ধভরা তামাকুর প্রত্যেক টানে খাঁ সাহেব মনের মধ্যে একটা নূতনবিধ তরঙ্গহিল্লোল অনুভব করিতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহার কক্ষগাত্রে বিলম্বিত সেই ছবিখানির দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জুলেখার অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি দেখিয়া আমি একদিন উন্মত্ত হইয়াছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম, সেই দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হইয়া জন্মিয়াছে। কিন্তু এই রেবেকার তুলনায় সে যে কিছুই নয়! অমন সুন্দর চোখ ত তার ছিল না। অমন কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশও তাহার ছিল না। বীণা-বাঁশীর-তান-তরঙ্গ-মাখা কথার অমন ঝঙ্কার ত তাহার ছিল না। সুন্দর বসরাই গুলাবের রংটির মত সুন্দর কান্তি ত তাহার ছিল না। এত দুঃখ-কষ্ট

অভাব-অনটনের মধ্যে ইদানীং এই রেবেকার দিন কাটি-তেছে। কিন্তু তবুও ত তাহার চির-সমুজ্জল কান্তি একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই। এ কলঙ্কস্পর্শবিহীন অতুলনীয় রূপ-জ্যোতি কি চিরদিনই এই পীড়িত, দৈন্যদুঃখ-কাতর মসায়ুদের অন্তঃপুরের শোভা করিয়া থাকিবে? একে কি কোন উপায়ে আয়ত্ত করিতে পারিব না? চেষ্টায় কি না হয়? মরুভূমেও কি নদী সৃষ্টি করা যায় না? সেতুর সহায়তায় কি দরিয়াকে বাঁধিতে পারা যায় না? খোদার প্রতিনিধিরূপে আমি এ রাজ্যে সুবিচার করিয়া থাকি। খোদার নিয়েই আমার ক্ষমতা। চেষ্টা করিলে কি এই সুখস্বপ্ন সফল করিতে পারিব না?"

বিচারক নেয়ামত খাঁ নাকি অতি দাম্ভিক; তাই সে এই-রূপ দর্পিতভাবে সঙ্কল্পসিদ্ধির স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। পরস্ত্রী যে মাতৃবৎ, তাহার প্রতি লোলুপনেত্রে চাহিলে যে একটা মহাপাপ হয়, তাহাও এই আত্মগরিমা-দীপ্ত কাজির মস্তিষ্কে স্থান পাইল না।

নেয়ামত খাঁ যদি সুবুদ্ধি-চালিত হইয়া এইস্থান হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতেন—কতদূর অন্যায় কাজে তিনি ব্রতী হইতে-ছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরিণামে তাঁহাকে কোন কষ্টভোগ করিতে হইত না।

ফৈজু আসিয়াছিল নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করিতে। সে পরোয়ানাখানি পাইয়াই বুঝিয়াছিল, মসায়ুদ-পত্নী রেবেকা বড়

সহজ স্ত্রীলোক নয়। সে মনে মনে ভাবিল—টাকা, আর না হয় তাহার উপর কিছু সুদ দিলে—লেন্‌দেনের মামলাটা সহজে মিটিয়া যাইতে পারে; কিন্তু রেবেকা তাহার ইজ্জত-নাশের জন্য এই দুর্দ্দান্ত কাজির নিকট যে নালিশ করিয়াছিল, তাহা সহজে মিটিবে না। তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে কোড়ার আঘাতে তাহার পিঠের চামড়া ফাটিয়া যাইবে। সুন্দরী রেবেকার চোখে জল দেখিলে কাজির মনে তাহার প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি জাগিয়া উঠিবে, আর তাহার ফলে তাহাকেই জাহান্নমে যাইতে হইবে। এই সব ভাবিয়া দুষ্টবুদ্ধি হকিম ফৈজু মামলা শোনানীর পূর্ব্বেই খাঁ সাহেবের দরবারে হাজির হইয়াছিল।

দ্বারপ্রান্তে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কাজি সাহেবের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। দুই একবার তাহার মুখ হইতে স্পষ্টভাবে রেবেকার নামও উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল। তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফৈজু এতটুকু বুঝিতে পারিল যে রেবেকাসর্পিণী কাজিকেও দংশন করিয়া গিয়াছে, আর খাঁ সাহেব সেই দংশনজ্বালায় ছটফট্ করিতেছেন!

তার পর সে সাহসে নির্ভর করিয়া নেমন্তমত খাঁর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাঠক-পাঠিকা এইমাত্র পাইয়াছেন।

৭

রেবেকা অতি ক্ষুণ্ণ-মনে গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার মনে একটা মহা ভাবনা জন্মিল—"আমার ফিরিতে বড়ই দেরী হইয়াছে। রোগশয্যাশায়ী স্বামী আমার জন্য কতই না ব্যাকুল হইয়াছেন। আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিলেই তিনি হয়ত আমাকে এই অত্যধিক বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিবেন। যিনি একদণ্ড আমার বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, শয্যা হইতে যাঁহার উঠিবার সামর্থ্য নাই, যাঁর প্রতি কার্য্যেই আমার সহায়তার প্রয়োজন, একটু আহার, একটু পানীয়ের জন্য যিনি আমার উপর নির্ভর করেন, এই অত্যধিক বিলম্বের জন্য না জানি তাঁহার কত কষ্টই হইয়াছে, কত অসুবিধাই হইয়াছে।"

বাঁদী বাটীতে পৌছিয়াই রেবেকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল, কারণ, তাহার মনেও একটা ভয় জন্মিয়াছিল যে, এই অত্যধিক বিলম্বের জন্য তাহার প্রভু তাহাকে কতই না তিরস্কার করিবেন।

রেবেকা মলিনমুখে, শঙ্কাপূর্ণ-হৃদয়ে, অতি ধীর-পদে, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু শয্যাশায়ী মসায়ুদ তাহাকে একটুও তিরস্কার করিল না। বরং শয্যার উপর হইতে তাহার ক্ষীণ বাহু দুইটি প্রসারিত করিয়া বলিল—"এস রেবেকা! তোমার বহুক্ষণের অদর্শনে আমি বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছিলাম! এস এস প্রাণাধিকে!"

তিরস্কারের পরিবর্ত্তে পুরস্কার! লাঞ্ছনার পরিবর্ত্তে প্রেম-সম্ভাষণ! এমন প্রেমের, এমন স্নেহের, অপরাধের এমন

মার্জ্জনার কি তুলনা আছে ? স্ত্রী সবারই থাকে, কিন্তু এমন প্রেমময়, স্নেহময়, ক্ষমাশীল স্বামী কি সকলে পায় ?

দীপশলাকার সাহায্যে যেমন প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, মসায়ুদের এই স্নেহগর্ভ সম্বোধনে রেবেকার ম্লান মুখও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

সে অতি মৃদুভাবে শয্যাশায়ী, রোগকাতর, স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া বলিল—"আমার একটু বেশী দেরী হইয়াছে। এজন্য আমি অপরাধিনী। কিন্তু চাহিবার আগে ত আমি আমার অপরাধের মার্জ্জনা পাইয়াছি। কিন্তু তোমার বড় কষ্ট হইয়াছিল"—

মসায়ুদ বলিল—"হয় নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। তবে সে কষ্টটা, তোমায় দেখিবামাত্র যেন মন্ত্রবলে সরিয়া গিয়াছে। যাক্—ও সব কথা! যার জন্যে গিয়াছিলে, তাহার কতদূর করিলে? কিছু করিতে পার নাই, তাহা আমি তোমার মলিন মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। কারণ, আমি জানি, সেই কপটবন্ধু ফৈজু ঘোর সয়তান।"

রেবেকার মুখখানি আবার ঘোর মলিন ভাব ধারণ করিল। ঠিক যেন, ষোলকলা পূর্ণ-চাঁদের উপর মেঘের একটা আবরণ পড়িল।

রেবেকা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না, যে কাজের জন্য গিয়াছিলাম, তাহা করিতে পারি নাই। বরঞ্চ একটু বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিলাম।"

মসায়ুদ রহস্য করিয়া, সাহাস্য-মুখে বলিল—"আর এ বিপদ তোমার অই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তির জন্য। আমি ত তোমায় পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, রূপের বালাই এ দুনিয়ায় অনেক।"

রেবেকা তখন ধীরে ধীরে ফৈজুর সহিত যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, আর তার পর কাজির বাটীতে সে কিরূপ ভাবে নালিশবন্দ হইয়া আসিয়াছিল, সে সমস্ত কথাই তাহার স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিল।

মসায়ুদ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"এ কথা আমি আগে কতকটা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই তোমায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। রূপ ও রূপেয়া এই দুটো জিনিষই এই দুনিয়ায় যত অনর্থের মূল; আর তুমি যখন রূপ লইয়া রূপেয়াকে আনিতে গিয়াছ, তখন এরূপ ঘটাও অসম্ভব নহে। কি বলিব—আজ আমি কঙ্কালসার, রোগযন্ত্রণায় উত্থানশক্তিবিহীন। যদি আমি আজ সামান্যমাত্র শক্তির অধিকারী থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার মত বিকল-হৃদয়ে প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া কাজির নিকট না গিয়া, আমার পায়ের পয়জারের শক্তি তাহার উপর পরীক্ষা করিতাম। যাক—এ সংসারে ঘটনাস্রোতে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়া যাইবে। দয়াময় বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি আজ তাঁহারই কৃপায় এক মহাবিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ।"

রেবেকা স্বামীর অপরিমেয় স্নেহের ও প্রেমের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে অনেক পাইয়াছে—এবার আরও কিছু বেশী পাইল। আপদ্রূপ নিকষপাষাণেই মানবের পরীক্ষা হইয়া থাকে। সুখের দিনে, সুখের পারাবত অনেক আসিয়া জুটে, কিন্তু দুঃখের দিনে দুঃখের অশ্রুধারা মুছাইবার জন্য কেহই থাকে না।

রেবেকা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমিও আজ এই দুনিয়ার কাছে অনেক শিক্ষা পাইলাম। আর এই অযাচিত বহুমূল্য শিক্ষা জীবনে ভুলিব কি না সন্দেহ! স্বামিন্, আমার কৃতকর্ম্মের জন্য মার্জ্জনা কর।"

মসায়ুদ আবেগভরে পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"মার্জ্জনার অধিকারী ত আমি নই রেবেকা! আমার কর্ত্তব্য—তোমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা। কিন্তু তাহা আমি পারিতেছি কি? পত্নীর কর্ত্তব্য ত তুমি যথেষ্ট করিতেছ। কিন্তু স্বামীর কর্ত্তব্য আমি তিলমাত্র করিতে পারিতেছি কি? ভীষণ দারিদ্র্য রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই আলোকোজ্জ্বল, কোলাহলসম্পূরিত, বন্ধুসমাগম জনিত আনন্দ-মুখরিত পুরী দিনে দিনে শ্মশানের ভাব ধারণ করিতেছে। এমন কালব্যাধি আমায় ধরিয়াছে যে, তাহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই। আমি বুঝিতেছি—এই ব্যাধিতেই আমার জীবনের শেষ হইবে, আমায় শীতল সমাধিগর্ভ আশ্রয় করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে রেবেকা! তুমি

যে অভিমানিনী, আজীবন সুখে পালিতা। এই সংসারের হৃদয়হীন লোকের কলঙ্কিত উষ্ণ নিশ্বাসে যে তোমার অই সুন্দর কান্তি অনলতাপবিদগ্ধ কুসুমের মত শুকাইয়া যাইবে! কি হবে রেবেকা! কি হবে!”

হতভাগ্য মসায়ুদ দারুণ মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার আরক্তনেত্র হইতে অত্যুষ্ণ অশ্রু-ধারা বহিয়া পড়িল।

রেবেকা নিজের ওড়নাখানি দিয়া মর্ম্মবেদনাকাতর স্বামীর চোখের ধারা মুছাইয়া দিয়া বলিল—“কিসের ভয়, কিসের ভাবনা স্বামিন্! তুমি আর আমি—এই লইয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র জগৎ! তুমি আমি বাঁচিয়া থাকিলে ভাবনা কিসের? দুঃখ চিরদিন থাকে না, মেঘ বর্ষা চিরদিন থাকে না, অন্ধকার চিরদিন থাকে না, ক্রন্দনও চিরদিন থাকে না। দুঃখের দিন কাটিয়া গেলেই আবার সুখের দিন আসিবে, সুখের দিন আসিলে দুঃখের এ সব ঘনঘটা কাটিয়া যাইবে। আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু এই আশ্রয়স্থান বাড়ীখানি আছে। এই শান্তিময় দুর্গের মধ্যে আমরা দুঃখকে ভুলিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইব। এই বিশাল সংসারের স্রষ্টা যিনি, এত জীবের আহারদাতা যিনি, আমরা দুজনে তাঁহাকে দিন-রাত প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছি। তিনি কি আমাদের কৃপা করিবেন না?”

রেবেকা আর কখনও তাহার স্বামীর সহিত একরূপভাবে

কথা কহে নাই। আজ প্রাণের আবেগে তাহার অন্তর্নিহিত কথাগুলি যেন উন্মুক্তমুখ ঝরণার প্রবল স্রোতের মত বাহির হইয়া পড়িল।

মসায়ুদ তাঁহার পত্নীর মুখে এ পর্য্যন্ত প্রেমের ও আদরের কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন। এমন জ্ঞানগর্ভ কথা আর কখনও শোনেন নাই। কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার অবসন্ন প্রাণে একটা আনন্দ আসিল।

৮

দিন গেল। সন্ধ্যা আসিল। দিন কাহারও সুখ-দুঃখের মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করে না।

মানুষে যখন জেদের বশে সহসা একটা কাজ করিয়া ফেলে, তখন হয় ত সে তাহার ফলের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকে না। আর তাহার কৃতকর্ম্মের ফল যখনই মন্দের দিকে যায় তখন সে বড়ই দমিয়া পড়ে ও হাহুতাশ করিতে থাকে।

রেবেকার পক্ষে তাহাই হইল। শিক্ষিত, হিতাহিতবিচারক্ষম, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ লোকেও যখন এ সব ব্যাপারে ভ্রম করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের তুলনায় সরলহৃদয়া, সংসারানভিজ্ঞা রেবেকা কোন্ ছার!

রেবেকা যদি বাঁদীর উৎসাহ-বাক্যে উত্তেজিত না হইয়া হকিমের কৃত অপমান, আর প্রাপ্য অর্থের অপ্রাপ্তির জন্য

নিরাশাটাকে দমন করিয়া, সটান বাড়ী চলিয়া আসিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সূচনাই হইত না।

কিন্তু ভরা যৌবনের একটা উত্তেজনাময় রক্তস্রোত তাহার ধমনীতে প্রবহমান। তাহার উপর বাঁদীর উৎসাহ-বাক্য। কাজেই সে আত্মসংবরণ করিতে বা স্থিরভাবে তাহার কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে পারে নাই।

কিন্তু কৃত কর্ম্মের ফল যাইবে কোথায়? যাহা একবার কঠিন প্রস্তরের উপর আঁকা হইয়া গিয়াছে, তাহা তো মুছিবার যো নাই। কাজেই তাহার ফল অতি বিকৃত হইয়া দাঁড়াইল!

ফৈজুর সহিত কথোপকথনে নেয়ামত খাঁ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই এ দুনিয়ায় নাই।

কেবল তাঁহাই নয়, পাঁজার আগুন একটু বেশী দেরীতে যেমন শক্তি প্রকাশ করে, রূপের আগুনের পক্ষেও বোধ হয় সেইরূপ একটা ব্যবস্থা আছে। পাঁজার আগুন যেমন মাঠের বা কোন অনাবৃত স্থানের হাওয়াতে শক্তিসঞ্চয় করে, রূপের আগুনও সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার জোর হাওয়ায় ভীষণ-ভাবে জ্বলিয়া উঠে। তখন তাহা নিভান ভার হইয়া উঠে।

খাঁ সাহেব মনে মনে তুলনার সমালোচনায় যখন বুঝিলেন যে, পরলোকগতা জুলেখার সহিত এই জীবিতা রেবেকার মুখাকৃতির অনেক সাদৃশ্য, তখন রেবেকারই রূপপ্রভাটা

তাঁহার হৃদয়ে জোর করিয়া চাপিয়া বসিল। কিন্তু তখনও তাঁহার বিবেককে কলুষিত করিতে পারে নাই।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন—অত্যাচারীদের দণ্ডবিধান, উৎপীড়িতকে আশ্রয় ও মুক্তি দান, ন্যায়ের তুলাদণ্ডে ধর্ম্মাধিকারের উচ্চ সম্মানরক্ষা তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য। এই রেবেকা, এক নরাধম ঘাতকের দ্বারা অন্যায়রূপে অপমানিত। এই দুনিয়ায় তিনি ধর্ম্মের ও ন্যায়ের অবতার বলিয়া সম্মানিত। রেবেকাকে আইনের সাহায্যে প্রতীকার প্রদান করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার রূপের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিকার তাঁহার তিলমাত্র নাই। তাহা হইলে তাঁহার চিরোপার্জ্জিত সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।

কিন্তু সয়তান ফৈজু যদি ঠিক এই সময়ে না আসিয়া জুটিত, তাহা হইলে নেয়ামত খাঁ হয় ত ন্যায়ের পথেই থাকিতেন; কিন্তু সয়তানের সাহচর্য্য দূরে থাক, নিশ্বাসও অতি ভয়ঙ্কর। এজন্য ফৈজুর সাহচর্য্যেই হউক বা ছলনাময় উত্তেজনার জন্যই হউক, তাঁহার পূর্ব্ব-সংকল্প ভাসিয়া গেল।

ফৈজু কৌশল করিয়া যেরূপ ভাবে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল, তাহা সহজে নিভিবার নয়। নেয়ামত খাঁ মানুষ বই ত আর কিছুই নহেন। এজন্য তিনি লুপ্তপ্রায় স্মৃতিকে পুনঃজাগরিত করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এই রূপোন্মাদ ব্যাধির যে যে পূর্ব্বলক্ষণ আছে, তাহার সবগুলিই দেখা দিল। রেবেকাকে পুনরায় দেখিবার একটা

প্রবল বাসনা তাঁহার চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রবল বাসনা দমন করিতে না পারিয়া, তিনি পুনরায় সেই সুন্দরীকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

রেবেকা বাদিনী। পরদিন তাহার মোকদ্দমা। কাজি সাহেব যেরূপ ভাবে পরোয়ানা পাঠাইয়া, হকিম ফৈজু খাঁকে তলব করিয়াছিলেন, সেইরূপ এক পরোয়ানা রেবেকার নামেও প্রেরিত হইল।

৯

রেবেকা ও মসায়ুদ যখন সানন্দ-চিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, সেই সময় বাহির হইতে কাজির পদাতিক হাঁকিল—"বাড়ীতে কে আছেন ?"

সম্মুখের জানালার কপাট উন্মুক্ত ছিল। পদাতিকের এই গম্ভীর আওয়াজ শুনিয়া রেবেকা ও মসায়ুদ চমকিয়া উঠিল। মসায়ুদ সবিস্ময়ে দেখিল, কাজির পেয়াদা তাহার বাহিরের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া।

মসায়ুদ, রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দেখ দেখি রেবেকা! কি সর্ব্বনাশ ঘটাইলে তুমি! এ হাঙ্গামের জের যে কোথায় গিয়া মিটিবে, তাহাও জানি না। আমরা অনাহারে মরিতাম, তাহাও যে ভাল ছিল।"

রেবেকা কোন উত্তর করিল না। সত্যই সে এ

ব্যাপারে অপরাধিনী। এ সম্বন্ধে সরাসর কাজির নিকটে না গিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ করিলে একটা অপ্রত্যাশিত বিপদ্‌কে এরূপভাবে ডাকিয়া আনিতে হইত না।

রেবেকাকে নিরুত্তর দেখিয়া মসায়ুদ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাঁদীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"ঐ প্রহরী সাহেবকে বল—আমি শয্যাগত; তাঁহার বক্তব্য কি, তাহা বলিলে আমি তাহার উত্তর পাঠাইয়া দিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বাঁদী ফিরিয়া আসিয়া একখানি লিখিত আদেশপত্র মসায়ুদের হাতে দিল। তাহাতে লেখা আছে—"মসায়ুদের পত্নী রেবেকা বিবিকে এই পরোয়ানা দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে, যেন সে তাহার বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া আমার দরবারে উপস্থিত হয়। এ কথাও প্রকাশ থাকে যে, তাহার মোকদ্দমার বিচার প্রকাশ্য দরবারে না হইয়া আমার খাস-কামরার মধ্যে হইবে। যাহাতে তাহার পদোচিত আবরু ও সম্মানরক্ষা হয়, তৎসম্বন্ধে সকল সুব্যবস্থাই করা যাইবে। আর এ কথাও প্রকাশ থাকে যে, যদি তাহার স্বামী তাঁহার শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আদালতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। যদি কোন কারণে রেবেকা বিবি উপস্থিত হইতে অশক্ত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বে সে সংবাদ জানান আবশ্যক। নচেৎ—মিথ্যা নালিশ করার অজুহাতে তাঁহার পর্য্যন্ত শাস্তি হইতে পারে।"

মসায়ুদ পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়া রেবেকাকে বলিল —"এখন করা যায় কি ?"

রেবেকা। আমি পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া পাঠাই যে, আমি পীড়িত।

মসায়ুদ। এই নেয়ামত খাঁর মেজাজ কেমন কড়া, তা জান তো! আমার শত্রুর অভাব নাই! সে যদি কোন রকমে সন্ধান পায় যে, সত্য সত্যই তোমার অসুখ হয় নাই, তখন একটা মহা হুলস্থুল বাধিয়া যাইবে।

রেবেকা। তুমি যদি যাও ত আমার কোন সঙ্কোচ বা ভয় নাই।

মসায়ুদ। জান না কি তুমি রেবেকা, তিন মাস পূর্ব্বে যখন গুপ্ত শত্রু আমার পৃষ্ঠে লাঠির আঘাত করে, আর সেই আঘাতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তার পর হইতেই আমার মেরুদণ্ডে একটা ভীষণ বেদনা রহিয়াছে? উঠিয়া বসিতে গেলে বা চলাফেরা করিতে গেলে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়।

রেবেকা। তাহা হইলে উপায় ?

মসায়ুদ। বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া তুমিই যাও। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। তবে এ সব ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিও আর এ কথা মনে যেন থাকে যে, নারীর আবরু, সম্মান, ইজ্জত রক্ষার ভার তাহার নিজের হাতেই বেশী। যদি না যাও, এই নৃশংসস্বভাব কাজি মহা হুলস্থুল বাধাইবে। হয় ত মিথ্যা

নালিশ করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করার জন্য সে আমাদের দুইজনকেই শাস্তি দিতে পারে।

রেবেকা অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইল। সমস্ত রাত্রিটা সে মহা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সহিত কাটাইল।

১০

যে সয়তান ফৈজুর জন্য, পতিপরায়ণা রেবেকা আজ এই ্হা বিপদে পতিত, সেই সয়তান কি করিতেছে, তাহা একবার দেখিয়া আসা যাক্।

রেবেকার মত ফৈজুও ধর্ম্মাধিকারের সম্মুখে হাজির হইবার পরওয়ানা পাইয়াছে। প্রথম পরওয়ানাখানি পাওয়ার সময় তাহার মুখ যেমন কালীমাখা হইয়া গিয়াছিল, এবার আর তেমন নয়।

সম্মুখে, সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজি নেয়ামত্ খাঁর পরোয়ানাখানি খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে, আর ফৈজু তাহা এক একবার দেখিতেছে ও মৃদু হাস্য করিতেছে।

তার পর সে নিজের গোঁফ-দাড়িটা চুমরাইয়া লইয়া, কক্ষমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দর্পণে তাহার মুখখানি দেখিয়া, এক কুলুঙ্গীর মধ্য হইতে একটি পানপাত্র ও সুরাধার বাহির করিয়া তাহা হইতে একটু মদিরা পান করিল।

ফৈজুর যেন দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। রেবেকার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ সে বহুদিন হইতে ধ্যান-ধারণার

জিনিসের মত পূজা করিয়া আসিতেছে। আর তাহার বহু দিনের সঞ্চিত সুখময় আশাটি পূর্ণ করিবার জন্য একটি দিনের চেষ্টা করিয়া সে বিষম দাগা পাইয়াছে।

এখন প্রেমকে আসনচ্যুত করিয়া সে প্রতিহিংসাকে হৃদয়-মধ্যে স্থান দিয়াছে। সে মনে মনে জানে, রেবেকা সতী সাধ্বী। তাহাকে আয়ত্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে যখন তাহাকে এরূপ অপমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে জব্দ করাই প্রয়োজন।

মদিরাপানে প্রফুল্লচিত্ত ফৈজু শূন্যে তাহার বদ্ধমুষ্টি তুলিয়া, রেবেকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"এক একটি স্বর্ণমুদ্রা আমার বক্ষের পঞ্জর। তাহা যখন তুমি কাজির নিকটে নালিশ করিয়া আদায় করিয়াছ, আর তাহার উপর আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছ, তখন জানিও, আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন শত্রুরূপে তোমার পিছনে পিছনে ফিরিব। কাজি নেয়ামত খাঁটাও দেখিতেছি, এক মস্ত বোকা। সেও আমার মত এই সুন্দরী রেবেকার সৌন্দর্য্যসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আড়াল হইতে হঠাৎ করিয়া ভাগ্যে তাহার কথাগুলা শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাই রক্ষা। তাহাকে যেরূপ ভাবে নাচাইয়া দিয়াছি, তাহাতে সে যে সহজে ক্ষান্ত হয়, এমন ত বোধ হয় না। সে ত এই মোসল সহরের মালিক। মোসলের বাদশা ত কিছুই দেখে না। লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এই কাজি নেয়ামত খাঁ। ধূমায়িত অগ্নিতে

যদি আরও একটু জোর বাতাস দিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব রেবেকা, তুমি কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাও।”

ফৈজু যখন আপন মনে, মদিরার নেশার ঝোঁকে বকিতেছে, আর নিজের বুদ্ধি-কৌশলের প্রশংসা করিতেছে, সেই সময়ে তাহার পত্নী, তারিফ্ বিবি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

তারিফ্ বলিল—“পাগলের মত হাত-পা নেড়ে বক্‌ছো কি ?”

ফৈজু সাক্ষাৎ যমকে দেখিলে যতটা না ভীত হইত, নিজ পত্নীকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তার চেয়ে বেশী ভীত হইল। তারিফের রসনাকে সে যমদণ্ডের অপেক্ষাও অধিক ভয় করিত। চিকিৎসার জন্য তাহাকে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় ও সে বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়াই, তারিফ' তাহার সহিত ঝগড়া করিবার অবসর খুব কম পায়।

ফৈজু যথাসাধ্য পত্নীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। বসন-ভূষণ ও ভোজ্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু এত আদরে যত্নে থাকিয়াও স্বামীর উপর একটুও সে সন্তুষ্ট নহে। সে মনে মনে ভাবিত, তাহার স্বামীর হাতে অনেক টাকা আছে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সোণায় মুড়িয়া দিতে পারে, পাচক ও বাঁদী রাখিয়া তাহার গতরের মেহনতটাও কমাইয়া দিতে পারে। কেবল দুষ্টামি করিয়া তাহা করে না।

যে দিন রেবেকা টাকার তাগাদার জন্য তাহাদের বাটীতে

আসিয়াছিল, সেই দিন সে রেবেকাকে প্রথমে দেখে। স্বামী রেবেকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ জানিতে পারিয়া তাহার হৃদয় দারুণ ক্রোধ ও ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠে। সেই অবধি সে স্বামীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

আজ তারিফ্ বিবি, স্বামীর এইরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া ঘরের বাহিরে একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরটা অল্পমাত্র খোলা ছিল। সুতরাং সে দ্বারের ফাঁক দিয়া স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ সবই লক্ষ্য করিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট-স্বরে তাহার স্বামীর মুখ হইতে "রেবেকা" শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় সে বড়ই সন্দিগ্ধ হইল।

সহিষ্ণুতা বলিয়া যে গুণটী স্ত্রীলোকমাত্রেরই থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, ফৈজুপত্নী তারিফ্ বিবিতে সে গুণটার বড়ই অভাব। স্বামীর মুখে এক সুন্দরীর নাম দুই তিন বার উচ্চারিত হইতে দেখিয়া, সহিষ্ণুতা হারাইয়া, সে সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ফৈজুকে নিরুত্তর দেখিয়া তারিফ্ বলিল—"বলি ব্যাপারটা কি বল দেখি? যত কিছু বলিনা, দেখিতেছি ততই যেন মাথায় চড়িয়া বসিতেছ! বলি—ঐ রেবেকা বিবিটা কি তোমার পেয়ারেজান নাকি? আসমানে বাড়ী বানাইয়া ঐ রেবেকার সঙ্গে যে আসনাই করিতেছিলে—ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

ফৈজু রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে তাহার পত্নীকে সেই কক্ষমধ্যে

প্রবেশ করিতে দেখিয়া বড়ই প্রমাদ গণিল। সে মনে মনে ভাবিল—কাজি নেয়ামত খাঁর কাছে রেবেকা যে দেওয়ানী মামলাটা রুজু করিয়াছিল, তাহাতে সে হারিয়া আসিয়াছে, এখন এই তারিফ্ বিবি বুঝি আবার একটা ফৌজদারী মামলা বাধাইয়া দেয়।

মদিরাপানে ফৈজুর প্রাণে গোলাপীগোছের যে একটু নেশা জমিয়া আসিতেছিল, তারিফের আগমনে সেই নেশাটা ধোঁয়ায় উড়িয়া গেল। ফৈজু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে মনে মনে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"জান পেয়ারি যদি কেউ থাকে—তা'হলে সে রেবেকা নয়, তুমি। রেবেকা আমার বন্ধুর স্ত্রী। তুমি যদি রেবেকার পরিচয় জান্‌তে, তা'হলে ওকথা বল্‌তে না।"

তারিফ্। বলি রেবেকাটা কে তা, শুনি!

ফৈজু। আমার বন্ধু মসায়ুদকে ত জান। যখন তার হাল ভাল ছিল, তখন সে তোমার প্রীতির জন্য কত ভাল ভাল উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

তারিফ্। বটে! সেই রত্নবণিক মসায়ুদ! তা, তার পত্নী রেবেকা তোমার কাছে আসে কেন?

ফৈজু। কেন—সেটা তোমায় খুলে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি আমার স্বভাব তো জান, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে আমি উপযাচক হয়ে কোন কথাই কাকেও বলিনি! তুমি বোধ হয় জাননা, যে এই বাড়ীখানি মেরামত করিবার পর

আমি দেনদার হয়ে পড়ি। আর আমার বন্ধু মসায়ুদের কাছে হাজার সেকুইন ঋণ করি।

তারিফ্। তা' আমায় না বল্‌লে জান্‌বো কেমন করে বল? তা' এই রেবেকা তোমার কাছে এসেছিল কেন?

ফৈজু। তার স্বামী এখন শয্যাশায়ী। উঠবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নেই। এজন্য সে এই ঋণের টাকাটার তাগাদার জন্য তার পত্নীকে পাঠিয়েছিল।

তারিফ্। তা' তুমি সেটা শোধ করে দিয়েছ?

ফৈজু। না—দিইনি। টাকাটা চেপে রেখেছিলুম কেবল তোমায় একছড়া মতির মালা কিনে দেব বলে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সেটা আর চেপে রাখ্‌তে পারিনি।

মতির মালার কথা শুনিয়া তারিফ্ বিবির মনের উন্মাদটার বারো আনা কমিয়া গেল। সে বলিল—"টাকাটা তা' হলে কোথায়? আমায় দিয়ে ফেলনা। তা' হলে আপদ চুকে যায়।"

ফৈজু। আর বিবি! সে টাকার কথা তুলোনা—সে টাকা এখন বাঘের গুহায়।

তারিফ্। তুমি কি আমার সঙ্গে ন্যাকামো কত্তে এলে না কি?

ফৈজু। আগে সব কথা শুনে তার পর ঝঙ্কার ক'রো। এই যে কাগজ দুখানা দেখ্‌ছো, মনে ভেবনা এটা রেবেকা বিবির প্রেমপত্র! এ দুখানা হচ্ছে কাজি সাহেবের পরোয়ানা।

তারিফ। তা' তুমি ত কাজির বাড়ী রুগী দেখ, কাজি তোমায় ভালবাসেন, তবে পরোয়ানা' কেন ?

ফৈজু। দেখ তারিফ, কাজির মেজাজ্‌টা অনেকটা তোমার মত। তিনি কখনও নেক নজর দেখেন আর কখ-নও একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠেন। এতদিন নেকনজরই চলে আসছিল। তবে এই শয়তানী রেবেকা মাঝখানে পড়ে, সেটা গোলমাল করে দিয়েছে।

তারিফ। সেটা কি রকম ?

ফৈজু। রেবেকা কাল এখানে কেন এসেছিল তা জান ত ?

তারিফ। তুমি তার স্বামীর নিকট থেকে যে টাকা ধার' করেছিলে সেটা আদায় কর্ত্তে। তা' তুমি তাকে টাকাটা দিয়ে ফেল্‌লেনা কেন ? তা' হলেত এই হাঙ্গামটা বাধতো না।

ফৈজু। দেখ একটা সামান্য মেয়ে মানুষ যদি আমার মত একটা হোমরা চোম্‌রা পুরুষকে চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে কথা কয়, সেটা বড় বেশী বাজে। সে যদি ভালভাবে কথা কইতো, তা' হলে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতুম না।

তারিফ। এই আমি ত তোমার মত হোম্‌রা চোম্‌রা লোককে রোজই নকড়া-ছকড়া কচ্ছি। তুমি আমার কথায় ত রাগ কর না। যে পাবে সে তাগাদা করবে না ? আমি শুনেছি মসায়ুদের এখন ভয়ানক দুঃখের দিন।

ফৈজু। পৈতৃক বাড়ীখানা ভেঙ্গে পড়ছিল, টাকা ধার

করে সেখানা নূতন করেছি। আর তাই তুমি দোতালার উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছ। তবে মনে ভেবেছিলুম যে, টাকাটা যদি উড়িয়ে দিতে পারি, তা' হলে তোমায় একছড়া মতির মালা কিনে দোব। তা' তোমার বরাত, আর আমার বুদ্ধির দোষ।

তারিফ। তা' যাই হোক্—আমি তোমার মতির মালা চাইনে। আমি মুখরা হই আর যাই হই, আমার বিশ্বাস, তোমার ধর্ম্মের ধন-ছাড়া আর কোন ধনেই আমার অধিকার নেই। যে তোমার দুঃখের দিনে তোমার উপকার করেছিল, তার দুঃখের দিনে, তার অপকার কর্ত্তে গেলে, তোমায় ভুগতেই হবে। আর আমার বিশ্বাস, লজ্জাশীলা কুলবধু হয়ে, রেবেকা যে খালি টাকা না পাওয়াতেই তোমার নামে নালিশ কর্ত্তে গিয়েছিল তা নয়। তুমি নিশ্চয়ই তাকে কোন রকমে অপমান বা বেইজ্জত কর্ত্তে গিয়েছিলে। তোমার স্বভাব ত আমি জানি। পরস্ত্রীর উপর নজর দেওয়া রোগটা তোমার চিরদিনই আছে। যা হউক, এটা তুমি ঠিক মনে জেনো, যদি রেবেকা টাকা না পায়, তা হ'লে আমি হুলস্থুল বাধাবো।

ফৈজু, তাহার পত্নীর মুখ হইতে এই ভাবের কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইল। সে পরুষভাষিণী, কলহ-পরায়ণা হইলেও, তাহার প্রাণের মধ্যে যে এরূপ একটা উদারতা ও ধর্ম্মভয় প্রচ্ছন্ন-ভাবে ছিল, তাহা সে জানিত না। সে মনে মনে বিস্মিত হইলেও মুখে একটু বিরক্তিভাব দেখাইয়া বলিল,—"যাও—যাও, তুমি

তোমার নিজের কাজ দেখ গে। বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের কথা কইবার কোন অধিকারই নেই।"

"কিন্তু যদি এই বিষয় কর্ম্ম, একটা জুয়াচুরির ব্যাপার হয়, অধর্ম্মের কাজ হয়, যাতে স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতি ঘটতে পারে, তা হ'লে স্ত্রীর এ সব কথায় কথা কইবার অধিকার খুব বেশী।" এই কথা বলিয়া তারিফ বিবি দম্ভভরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও সে যেমন তাহার মলিনতা পরিহার করে না, তিক্তদ্রব্যমধ্যে মিষ্টরস নিষেক করিলেও সে যেমন তাহার স্বভাবগত তিক্ততা ত্যাগ করে না, সয়তান ফৈজু তাহার পত্নীর মুখে এত বড় একটা কথা শুনিয়াও তখনও নিজের দোষ দেখিতে পাইল না।

সে মনে মনে ভাবিল—"রেবেকা যখন আমার আশায় ছাই দিয়াছে, দর্পভরে আমার অপমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে হস্তগত করিবার যখন কোন উপায়ই নাই, তখন তাহার দর্প চূর্ণ করা, অপমানের প্রতিহিংসা লওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আর এই কাজে যখন আমি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজি নেয়ামত খাঁর মত একজন সহায়ক পাইয়াছি, তখন কিছুতেই সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইব না।"

১১

আজ রেবেকার পক্ষে একটা মহা পরীক্ষার দিন। কেন না, সে দিন মধ্যাহ্নে তাহাকে কাজির নিকট যাইতে হইবে।

কাজিই প্রকৃত পক্ষে মুলুক মালেক। বাদশা থাকেন দূরে। আর বাদশা কাছে থাকিলেই বা করিবেন কি ?

রেবেকা মনে মনে ভাবিল, "দাই যখন সঙ্গে যাইতেছে, তখন বিশেষ আশঙ্কার কারণ ত কিছু দেখিতেছি না। কাজি আমার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করেন নাই, যাহাতে আমি নিরাশ হইতে পারি।"

রেবেকা এই সব কথা ভাবিয়া দরবারে যাইবার উপযুক্ত বেশ-ভূষা করিল। পারচ্ছদে কোন আড়ম্বর নাই ; তথাপি তাহাতেই তাহাকে কত সুন্দরী দেখাইতে লাগিল।

তার পর সে স্বামীর নিকট বিদায় লইল। মসায়ুদের ইচ্ছা নয় যে, সে এই সামান্য টাকার জন্য বাদারূপে কাজির দরবারে উপস্থিত হয়। তাহার প্রাণ বড় উন্নত। তাহার উপর মসায়ুদ একদিন যে ফৈজুকে বন্ধুজ্ঞানে কোল দিয়াছে, আদর-আপ্যায়নে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়াছে, যে ফৈজু অনেক সংকট ব্যাধিতে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার সহিত এরূপ শত্রুতা করা ভাল দেখায় না। এই সহরের মধ্যে সে এক জন গণ্যমান্য চিকিৎসক। মসায়ুদ চিররুগ্ন। তাহার এ রোগের পরিণতি যে কি হইবে, তাহা সে জানে না। এই দারিদ্র্যের দিনে তাহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই। যদি রোগ বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে হয় ত ফৈজুকেই ডাকিতে হইবে। সে রেবেকাকে অপমান করিয়াছে সত্য, কিন্তু এ নির্ম্মম সংসারে অসহায়া দরিদ্রা রূপসীর মর্য্যাদা কয়জন রক্ষা করিয়া থাকে ?

আর রেবেকা বার বার নিষেধ সত্ত্বেও যদি স্বয়ং তাগাদায় না যাইত, তাহা হইলে ত ইহা ঘটিত না। ফৈজু শক্তিশালী লোক, বৈরসাধনের জন্য আরও কত ভীষণতর কাজ করিতে পারে।

কিন্তু কর্ম্মস্রোত তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে স্রোত ফিরাইবার শক্তি তাহার নাই।

এইজন্য মসায়ুদ পত্নীকে বলিলেন—"রেবেকা! একটা কথা তোমায় বলিয়া দেই। যদি দেখ, ফৈজু হকিম এই টাকা দিতে অসমর্থ, তাহা হইলে তুমি তোমার নালিশ উঠাইয়া লইও। সামান্য টাকার জন্য, আমার এই ভীষণ রোগের সময়ে, তাহার মত একজন চিকিৎসককে চটাইয়া লাভ নাই।"

রেবেকা এই কথায় সম্মতি দান করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। বস্তুতঃ তাহার মনে টাকা আদায়ের জন্য পূর্ব্বের জেদ্ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ফৈজু কেবল তাহার সহিত কু-ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়াই সে উত্তেজিত হইয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল।

যথাসময়ে বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া রেবেকা কাজির বাটীতে উপস্থিত হইল। কাজি সাহেব, ইচ্ছা করিয়াই, রেবেকার উপস্থিতির সময়টি এরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, সে সময়ে সেখানে আর কোন অর্থি-প্রত্যর্থীই উপস্থিত থাকিবে না।

কাজিসাহেব পূর্ব্ব হইতেই বাঁদীকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রেবেকা আসিলেই সে তাঁহাকে তাঁহার খাস-

কামরায় হাজির করিবে। সুতরাং রেবেকাকে তিলমাত্র অপেক্ষা করিতে হইল না।

কাজিসাহেব দেখিলেন, রেবেকার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত। তিনি সস্মিত-বদনে বলিলেন—"ঐ আসনে বসো রেবেকা বিবি!"

রেবেকা সে দিন যেমন ভাবে এ সম্বন্ধে একটা অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, আজও তাহাই করিল।

কাজিসাহেব বলিলেন—"তাও কি হয়!' আজ তোমার কাজ শেষ হইতে একটু বেশী সময় লাগিবে, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না। আমি যখন তোমায় অনুমতি দিতেছি, তখন ভয় কিসের? আমি বদমেজাজী লোক হইলেও রমণীর সহিত কখনও অসদ্ব্যবহার করি না।"

রেবেকা কাজির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা আসনে উপবেশন করিল।

কাজিসাহেব বলিলেন—"রেবেকা! তোমার টাকা আমি আদায় করিয়াছি।"

রেবেকা এ কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। বীণা-নিন্দিত স্বরে বলিল—"জনাব মেহেরবান! গরীবের উপর জনাবের চিরদিনই দয়া।"

কাজি। শোন তবে ব্যাপারটা রেবেকা! আমায় এ জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। ফৈজু আমার তলব পাইয়া স্বেচ্ছাতেই এই টাকাটা দিয়া গিয়াছে।

রেবেকা। আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তা এই ফৈজু হকিম ত ছার।

কাজি। ঐ দেখ, তোমার প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রাগুলি তোড়া বন্দী করিয়া ঐখানে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার আর একটা নালিশের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। টাকার চেয়ে সেইটাই বেশী সাংঘাতিক। একজন ভদ্রলোক এক ভদ্র-কুলকামিনীকে অপমান করিতে সাহসী হয়, ইহা আমার অসহ্য।

রেবেকা কাজিসাহেবের প্রকৃতি খুব ভালই জানিত। তাঁহার জেদ বড় ভয়ানক! দাইয়ের মুখে সে কাজিসাহেবের বিচারের অনেক কথাই শুনিয়াছিল। তাঁহার দণ্ডবিধান যে অতি কঠোর, তাহা ভাবিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা কাজিসাহেব রেবেকার মনের কথা কি যেন এক মন্ত্রবলে বুঝিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—"রেবেকা, তুমি বাদিনী। তুমি যদি ফৈজুকে মার্জ্জনা কর, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন বাধাই দিব না। তবে বিচার-মর্য্যাদা রক্ষা হওয়া চাই। ফৈজু আমার আদেশে—পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে। তুমি যদি তাহাকে মার্জ্জনা কর—তাহা হইলে আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই দুষ্টকে আমি একটু শিক্ষা দিতে চাই। সে তোমার কাছে যোড়হস্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তাহাকে আমি ছাড়িয়া দিব।"

কাজি সাহেব আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় অপব্যয় না করিয়া এক বান্দাকে আহ্বান করিলেন। তাহাকে হুকুম দিলেন—"ফৈজু মিয়াকে ডাকিয়া আন।"

ফৈজু কাজির শিক্ষামত পার্শ্বের কক্ষে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রহরী তাহাকে সেই কক্ষমধ্যে হাজির করিল।

কাজি সাহেব, ফৈজুকে বলিলেন—"এই রেবেকা বিবির প্রাপ্য অর্থ তুমি আমায় দিয়াছ। সে মামলা মিটিয়া গিয়াছে। এইবার তোমার নামে ইজ্জত-নাশের মামলা হইবে।"

ফৈজু অতি ভাল মানুষের মত বলিল—"জনাব মেহেরবান, ধর্ম্মাবতার! আমি এমন কোন কাজ করি নাই, যাহাতে ইহার ইজ্জত নাশ হইতে পারে। বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া একটু আত্মীয়তার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তাহাতে যদি আমার কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত।"

কাজি সাহেব রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রেবেকা, ফৈজু তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত। যদি তুমি উহাকে মার্জ্জনা করিতে ইচ্ছা কর—তাহা হইলে তাহা আমায় বল। তাহা না হইলে আমি ইহার প্রতি পঞ্চাশ কোড়ার ব্যবস্থা করিব।"

এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া রেবেকা চমকাইয়া উঠিল। স্বামীর সেই উপদেশের কথা তাহার মনে পড়িল; সে যোড়করে বলিল—"জনাব! আপনার মত ন্যায়বান্ বিচারকের

কাছে আমি যথেষ্ট সুবিচার পাইয়াছি। হকিম সাহেবকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

কাজি সাহেব এ কথা শুনিয়া যেন সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি ন্যায়-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার। এজন্য বলিলেন—"আমি তোমারই অনুরোধে এই সয়তানকে মার্জ্জনা করিলাম বটে, কিন্তু আমি ইহাকে এমন একটা শিক্ষা দিতে চাই, যাহাতে এ সয়তান ভবিষ্যতে আর কাহারও সহিত এরূপ ব্যবহার না করে।"

এই কথা বলিয়া কাজি সাহেব রুষ্ট স্বরে ফৈজুকে বলিলেন, "ফৈজু, তুমি একজন নামজাদা হকিম। লোকের অন্তঃপুরে তোমার অবাধগতি। এমন কি, তুমি আমারও গৃহ-চিকিৎসক। তুমি মসায়ুদের পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া কেবল যে তাহাকেই অপমানিত করিয়াছ, তাহা নহে। এই ব্যাপারে মসায়ুদও যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন। আমি তোমায় সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি—এখন রেবেকার নিকট যে ভাবে মার্জ্জনা চাহিলে, সাহেবের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার নিকটও সেই ভাবে মার্জ্জনা চাহিতে পার। তিনি তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়াছেন, এ কথা যতক্ষণ না লিখিয়া দিবেন, ততক্ষণ আমি তোমায় রেহাই দিতে প্রস্তুত নই।"

ফৈজু যোড়করে বলিল—"সেজন্য আর জনাবের দ্বিতীয় আদেশের প্রয়োজন হইবে না। আমি সত্যসত্যই এ ব্যাপারে

অনুতপ্ত হইয়াছি। এজন্য আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মসায়ুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে মার্জ্জনা-পত্র লইয়া আসিব।"

এই কথা বলিয়া ফৈজু সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"জনাব! আমি যে আমার বন্ধু মসায়ুদের নিকট সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হইলাম, রেবেকা বিবি স্বমুখে তাহা স্বীকার করুন।"

এই কথা শুনিবামাত্র রেবেকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৈজুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সাহেব! মানুষ সর্ব্বদাই ভ্রম-ভ্রান্তির অধীন। আপনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও এই ভ্রমের ফল। আমি ন্যায়-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার-স্বরূপ কাজি সাহেবের নিকট বলিতেছি—আমার স্বামীর কাছে আপনার আর কোন ঋণ নাই। আর আজই আপনি আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ ব্যাপারের শেষ মীমাংসা করিলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

কাজি সাহেব রেবেকার এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"রেবেকা! বিধাতা তোমায় যেমন অতুলনীয় রূপসম্পদ্ দিয়াছেন, তোমার হৃদয়কেও সেইরূপ অপূর্ব্ব গুণে ভূষিত করিয়াছেন। আমি বড়ই খুসী হইলাম যে, ব্যাপারটা এই ভাবেই মিটিয়া গেল। আর তোমার মত সুশীলা সরলহৃদয়া রমণীর একটা উপকার করিতে পারিলাম, ইহা ভাবিয়া

আমি বড়ই সুখী হইতেছি। এখন তোমার টাকাগুলি গুণিয়া লও।"

কাজির নির্ব্বন্ধ দেখিয়া, রেবেকা টাকাগুলি গুণিবার জন্য তোড়া দুইটি হাতে করিয়া লইল। সে তখনও অবগুণ্ঠনবতী।

কাজি সাহেব বলিলেন—"তোমার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত। ইহাতে টাকা গুণিয়া লওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইবে। বোধ হয়, আমায় দেখিয়া তোমার লজ্জা হইতেছে। আমি কক্ষান্তরে চলিলাম। তোমার কোন সঙ্কোচেরই প্রয়োজন নাই।"

কাজি সাহেব কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রেবেকা নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া টাকা গুণিতে লাগিল।

হায়! রেবেকা! কেন তুমি এ কাজ করিলে? রূপের বালাই যে চারিদিকে। কেন তুমি এত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলে?

রেবেকা যে সময়ে একমনে নিজের কাজে নিযুক্ত, স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি যখন সে দৈব উপায়ে প্রাপ্ত দরিদ্রের দ্রবিণের মত থরে থরে গুছাইয়া রাখিতেছে, ঠিক সেই সময়ে পার্শ্বের এক কক্ষ হইতে ধর্ম্মাবতার নেয়ামত খাঁ এক মহা অধর্ম্মের কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পার্শ্বস্থ কক্ষে এমন একটি গুপ্ত স্থান ছিল, যেখানে দাঁড়াইলে, রেবেকার অধিকৃত কক্ষের সমস্ত ব্যাপারই দেখা

যায়। ন্যায়-ধর্ম্মের অবতার নেয়ামত খাঁ, প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রেবেকার সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। রেবেকা জানিতে পারিল না, বা তিলমাত্র সন্দেহ করিতে পারিল না যে, তাহার পার্শ্বস্থ কক্ষে কি এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের অভিনয়ের সূচনা হইতেছে।

টাকাগুলি গণা হইয়া গেলে রেবেকা সেই থলির মধ্যে রাখিল এবং সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মনে ভাবিল—কাজি সাহেব তাহার উপর এতটা সহানুভূতি দেখাইলেন, তাহার হিতার্থে এতটা করিলেন; তাঁহার নিকট বিদায় না লইয়া চলিয়া যাওয়াটা ঠিক কাজ হয় না।

এ দিকে পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে ধর্ম্মাবতার যখন দেখিলেন, রেবেকা টাকা-গণনা শেষ করিয়া তাহা থলির মধ্যে পূরিয়া থলিয়ার মুখ উত্তমরূপে বাঁধিল, তখন তিনি তাহার চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সেই কক্ষে আসিলেন।

সহসা কাজি সাহেবকে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রেবেকা তাহার মুখের অবগুণ্ঠনটী টানিয়া দিল।

কাজি সাহেব আশা মিটাইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে রেবেকার রূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিলেন। এখন দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি মেঘে ঢাকিয়াছে।

তিনি বলিলেন—"রেবেকা, তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে ত? তুমি যদি অতটা করুণা প্রকাশ না করিতে, তাহা

হইলে ঐ হকিম ফৈজুকে নাস্তা-নাবুদ করিয়া ছাড়িতাম। যাই হ'ক, এখন তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে ত ?"

রেবেকা বলিল—"জনাব ! অভাবই মানুষের স্বভাব নষ্ট করে। এই সহস্র মুদ্রা এক সময়ে আমার স্বামীর এক দিনের খরচ ছিল। আজ ঘটনাবৈগুণ্যে আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। ফৈজু যদি ভদ্রভাবে তাহার ঋণ-পরিশোধে অক্ষমতা জানাইত, তাহা হইলে আমি হয় ত এতটা অগ্রসর হইতাম না। কিন্তু সে সমাজের মধ্যে একজন গণনীয় লোক হইয়া আমার সহিত যেরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অমার্জ্জনীয়। আর তাহাতেই জাতক্রোধ হইয়া আমি এতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইলেন—তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। এখন আমায় অনুমতি করুন, আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই। আমার স্বামী আমার বিলম্ব দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন।"

নেয়ামত খাঁ সহাস্য-মুখে রেবেকার হাত ধরিয়া তাহাকে এক আসনে বসাইয়া বলিলেন—"তুমি তোমার স্বামীকে খুব ভালবাস রেবেকা ?"

কাজি সাহেব তাহার হস্ত স্পর্শ করায় রেবেকা শিহরিয়া উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, ভয়ে সে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সে অসহায়। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, সে সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক বলিল—"জনাব ! প্রত্যেক সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য যে, সে তাহার স্বামীকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভালবাসে। আমি যে আমার

স্বামীকে ভালবাসি ও দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করি, তাহার পরিচয় সেই খোদাই জানেন। এ সংসারে স্ত্রী, পত্নী, পুত্র, মাতা, কন্যা, পিতা, সকলেই স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ত্তব্য করিয়া থাকে, আর সেজন্য একটা গর্ব্বও অনুভব করে। আমিও পতিভক্তির জন্য অবশ্য সেইরূপ একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি।”

নেয়ামত খাঁ মনে ভাবিয়াছিলেন—রেবেকা সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়। কিন্তু তাহার কথাগুলি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন—তাহার একটা অনন্যসাধারণ তেজ আছে। তাহার স্বামীর এরূপ দুর্দ্দশার সময়েও সে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তাহার আত্মমর্য্যাদা হারায় নাই।

রেবেকা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কাজি সাহেব তাহার কণ্ঠস্বরেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—“রেবেকা! তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এ কথা বলিয়াছি। এখন বুঝিলাম যে, তোমার বাহ্য সৌন্দর্য্যের অনুপাতে, খোদা তোমার হৃদয়কেও সৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়াছেন। তোমার চরিত্রবলে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার বর্ত্তমান কষ্টের কথা শুনিয়া আমি যার-পর-নাই দুঃখিত; কিন্তু পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া আরও ব্যথিত হইতেছি। জীবনমরণের কথা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত। তোমার স্বামী সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। কখন্ কি হয়, কে বলিতে পারে? ভাবিলেও প্রাণে একটা কষ্ট হয়—ঈশ্বর না করুন,

যদি কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে তোমার পরিণাম কি হইবে রেবেকা ?”

পতিপরায়ণা রেবেকা এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—এই নেয়ামত খাঁ, কি গভীর উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া তাহাকে এই বিরক্তিকর সহানুভূতি দেখাইতেছে।

তাহা হইলেও সে সাহস সঞ্চয় করিয়া দর্পিত ভাবে বলিল—“খোদা দয়া করিয়া আমাকে এই আদর্শ মনুষ্য মসায়ুদের জীবনসঙ্গিনী করিয়াছেন। রূপে, গুণে, পত্নীবৎসলতায় তিনি অতুলনীয়। এই ভীষণ দারিদ্র্যেও তিনি আমার মুখ চাহিয়া ভীষণ রোগকষ্ট, অনটন, অসচ্ছলতা, দুর্দ্দিনের মহাদুঃখ সবই সহ্য করিতেছেন। তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া আমার সুখ। এই নিষ্কলঙ্ক, স্বার্থকলুষহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, মিলনশৃঙ্খল যদি সেই দয়াময় বিধাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা হইলে এই অভাগিনী রেবেকা সানন্দচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিবে। যদি এরূপ দুর্ঘটনাই বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি হয় ত একদিন শুনিবেন টাইগ্রীসের খরস্রোতে এই অভাগিনী রেবেকার মৃতদেহ ভাসিতেছে।”

খাঁ সাহেব কথাটা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। রেবেকা আর কিছু না বলিয়া সেই কক্ষত্যাগের উদ্যোগ করিল। কথায় কথায় তাহার অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাহার

স্বামী এই বিলম্ব দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। রেবেকা একটি কুর্ণিস করিয়া সেই মহাপ্রতাপশালী কাজি সাহেবের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

রেবেকা চলিয়া গেল—রহিল তাহার ছায়ামূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি রূপগৌরবোজ্জ্বল। বীণার ঝঙ্কার থামিয়া গেল বটে, তাহার মধুমাখা প্রতিধ্বনি রহিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল, কিন্তু সুর রহিল।

মানুষের মনের মধ্যে "বিবেক" বলিয়া একটা মহাশক্তি আছে। এই বিবেক যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিধাতার সৃষ্ট এই দুনিয়ায় কোন পাপকার্য্যই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত না। এই সংসারের প্রতি গৃহেই নরকের প্রতিষ্ঠা হইত। চারিদিকেই লালসার বিকটাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত।

নেয়ামত খাঁ তুষানলে পুড়িতেছিলেন। রেবেকার রূপরাশি দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত হইতেছিলেন। তাঁহার মনে সময়ে সময়ে এরূপ একটা ইচ্ছা আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল যে, তিনিই তখন রেবেকাকে বক্ষোমধ্যে টানিয়া ধরেন। এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন অসুবিধাই তখন তাঁহার ছিল না। কক্ষ নির্জ্জন, এবং সেই বিশাল পুরীর মধ্যে তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য।

কিন্তু বিবেক এই সময়ে—তাঁহার অন্তরমধ্য হইতে বলিল—"না—না নেয়ামত খাঁ, এ কাজ করিও না। সতীত্ব

উপর অত্যাচার অতি ঘৃণিত কাজ। ইহার আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। মোসলের মহাপরাক্রান্ত সুলতান তোমাকে ন্যায়-বান্ জানিয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে ন্যায়বিচার-বিতরণের জন্য, এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ দিয়াছেন। যদি এ কথা সুলতানের কানে উঠে, তাঁহা হইলে তোমার মান-সম্ভ্রম, পদগৌরব, আধিপত্য, সবই ছায়াবাজির মত উড়িয়া যাইবে। সাবধান! রেবেকাকে তুমি স্পর্শ করিও না।"

সুতরাং নেয়ামত খাঁ—বিবেকের এই তীব্র তিরস্কারে সংযম হারাইলেন না। রেবেকা অক্ষতগৌরবে তাঁহার কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আরও জাঁকিয়া বসিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যে উপায়েই হৌক্, এই রেবেকাকে আমার চাই। উচ্চপদ, মানসম্ভ্রম, এই অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যদি আমি এই সুন্দরীললামভূতা রেবেকাকে একদিনও এই জ্বালাময় বক্ষে আকর্ষণ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারি, তাহাও আমার শ্রেয়ঃ।"

নেয়ামত খাঁ সত্যই গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, বিচারকৌশল ও কঠোর দণ্ডাজ্ঞার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য্য অতি মোহকর মদিরা। এই রূপের মদিরা পান করিয়া, বেশ সোজাভাবে পথ চলিতে পারেন, এরূপ দৃঢ়চিত্ত লোক খুব কমই আছেন। সুতরাং একটা প্রবল বাসনার অধীন হইয়া তিনি যে সংযম,

পবিত্রতা, আত্মসম্ভ্রম ও পদোচিত মর্য্যাদা ভুলিয়া এক রমণীর জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

তাহা ছাড়া, সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া এরূপ ভাবে মজিবার আরও একটা কারণ ছিল। সেটা জুলেখার রূপের স্মৃতি। জুলেখাকে না পাইয়া তাঁহার হৃদয়টা বড়ই কাতর হইয়া পড়ে। তার পর জুলেখার অকাল-মৃত্যুতে প্রাণের একটা আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হেতু তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। যাহাকে লইয়া তিনি সংসার করিতেছিলেন—সে তাঁহার ঠিক মনের মত হয় নাই।

তার পর পরলোকগতা জুলেখার সহিত এই সুন্দরী রেবেকার অদ্ভুত সাদৃশ্য। দূর হইতে দেখিলে রেবেকাকে জুলেখা বলিয়াই বোধ হয়। জগতের অনেক প্রেমিক অতি গোপনে প্রিয়তমার রূপজ্যোতি ধ্যান করিয়া সারা জীবনটাই কাটাইয়া দেয়। নেয়ামত খাঁর দশাও সেইরূপ হইয়াছিল।

তরঙ্গের উপর জোর হাওয়ার মুখে পড়িয়া যেমন ক্ষুদ্র তরণী আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, রেবেকার প্রবল রূপ-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কাজি সাহেবের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইল।

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যেরূপে পারি, এই রেবেকাকে আয়ত্ত করিব। ইহার জন্য যদি সহস্রবিশ্বব্যাপী আগুন জ্বালাইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব

না। কিন্তু কে আমাকে এ সঙ্কট-সময়ে বুদ্ধি দিবে? কে আমাকে এই মহাবিপদে সাহায্য করিবে? আছে—একজন আছে, যে আমায় প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিতে পারে। সয়তানীকাণ্ডে সয়তানের সহায়তা চাই। আজ রাত্রের মধ্যেই এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে। এখনি ফৈজুকে ডাকিয়া পাঠাই।"

নেয়ামত খাঁ তখনই হাঁকিলেন—"কে আছিস্?"

একজন বরকন্দাজ তখনই সেলাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

নেয়ামত খাঁ তাহাকে আদেশ করিলেন—"এখনই ফৈজু হকিমের বাটীতে যা। তাঁহাকে বলিস্, আমার তবিয়ৎ ভাল নাই। এ জন্য এখানে একবার এখনই তাঁহার আসা প্রয়োজন।"

প্রহরী সেলাম করিয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। নেয়ামত খাঁ চিন্তানিমগ্ন হইয়া ভূতভবিষ্যৎ ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন।

১১

রেবেকার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া মসায়ুদ বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি উত্থান-শক্তিরহিত। তাঁহার যদি উঠিবারই শক্তি থাকিবে, তাহা হইলে তিনি রেবেকাকেই বা এই সব কাজে পাঠাইবেন কেন? আর এ দিকে দিনও যে অচল। হাতে যাহা কিছু ছিল,

সবই কাজকর্ম্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া বসিয়া থাওয়াতে বহুদিন পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছিল। রেবেকার যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহাও সে গোপনে বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছিল। মসায়ুদ যে এ কথা জানিতেন না, এরূপ নহে। তাঁহার মনে বহুবার এরূপ একটা বাসনা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নীকে এ বিষয়ে নিষেধ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে বা আপত্তি করিলে পাছে রেবেকা অসন্তুষ্ট হয়, তাহার মনে আঘাত লাগে, এই জন্য মসায়ুদ মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারেন নাই।

তার পর রেবেকার অলঙ্কারগুলিও শেষ হইয়া গেল। রহিল কেবল দারিদ্র্যের ক্ষুধা, অভাব-অনটন, আর রোগের চিকিৎসার থরচ। তাঁহার শেষ ভরসা, ফৈজু হকিমের ঋণের এই সহস্র মুদ্রা, তাহা পাইলেও এথনও অনেক দিন চলিতে পারে। কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও মসায়ুদ তাঁহার সুন্দরী পত্নীকে ফৈজুর নিকট ঋণের তাগাদায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে দিন রেবেকা ফৈজুর নিকট অপমানিত হইয়াছিল। আজ আবার নূতন কি ঘটনা ঘটিল, ইহা ভাবিয়া মসায়ুদ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

মসায়ুদ আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহার একমাত্র বিশ্বাসী গোলামকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া রেবেকার সংবাদের জন্য কাজির বাটীতে পাঠাইলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"বিবি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন।"

সত্যই তাই। রেবেকা সোজা পথে না আসিয়া বাজারের পথে গিয়াছিল। হাতে পয়সা না থাকায় সে মসায়ুদের জন্য তাঁহার মুখরোচক আহার্য্যগুলি সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সে দিন অনেক টাকা তাহার হাতে। কাজেই বাঁদীর সহিত সে বাজারের দিকে গেল।

মসায়ুদ তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিনে যে সকল জিনিস খাইতে ভালবাসিতেন, যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে আনন্দ বোধ করিতেন, রেবেকা সুন্দরী বাঁদীর সহায়তায় বাজার হইতে সেই সব জিনিস কিনিল। তার পর বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

মসায়ুদ বড়ই চিন্তিত ও অস্থির হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে রেবেকা তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কেমন আছ, প্রিয়তম? তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি আমার জন্য খুব ভাবিতেছিলে!"

মসায়ুদ বলিলেন—"সত্যই তাই, রেবেকা। জান ত তুমি, একদণ্ড তোমায় চোখের অন্তরাল করিয়া আমি থাকিতে পারি না। যাই হোক, তোমার এ অযথা বিলম্বের কারণ কি?"

রেবেকা অতি সংক্ষেপে কাজি সাহেবের সহানুভূতির কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া একটু হাঁফ ছাড়িল। তার পর সে বলিল—"যে চিরদিন সুখে কাটায়, দুঃখ যে তার পক্ষে কি ভয়ানক, তা আমি কতক বুঝিতে পারিয়াছি।"

মসায়ুদ একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রেবেকা। যতদিন আমাদের অর্থাভাব ঘটিয়াছে, ততদিন তোমায় ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই। যে মলিন বাসের উপর তুমি চিরদিনই নারাজ, দাসদাসীরা ময়লা কাপড় পরিলে তুমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে, অর্থাভাবে আজ তুমি তাহাদের অবস্থায় উপনীত হইয়াছ। তুমি যে সব জিনিস খাইতে ভালবাস—অর্থাভাবে এই কয় মাস আমি সে সব তোমায় খাওয়াইতে পারি নাই। খোদা জানেন—এজন্য আমার মনে কি ভয়ানক কষ্টই হইত। আমি তোমার অগোচরে লুকাইয়া চক্ষের জল ফেলিতাম! আজ টাকা আমাদের হাতে আসিয়াছে। সুতরাং মনের সাধ মিটাইয়া আমি তোমার ঈপ্সিত জিনিসগুলি বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়াছি। এইজন্য আমার বিলম্ব হইয়াছে। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

মসায়ুদ সহাস্যমুখে বলিল—"ইদানীং তোমার অপরাধের মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে। আমার ভাণ্ডারে এত মার্জ্জনা সঞ্চয় করা ত নাই—মধুময়ী রেবেকা! এইবার তোমায় দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

রেবেকা হাসিয়া বলিল—"কি দণ্ড?"

মসায়ুদ। তুমি আমার এই জ্বালাসন্তপ্ত বুকে এস। কতক্ষণ তোমায় দেখি নাই। এই "কতক্ষণ" যে আমার পক্ষে এক যুগের মত বোধ হইয়াছে।

রেবেকা। আর আমি যদি কা'ল মরিয়া যাই?

মসায়ুদ। না—না, ও কথা বলিও না। তুমি ভিন্ন এই দুঃখের দিনে আমার কে আছে—রেবেকা! যদি বিধাতার বিধানে মসায়ুদের দগ্ধ অদৃষ্টে এরূপ কোন দুঃখ ঘটে, জানিও, সে তোমার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহার সকল জ্বালা মিটাইবে। মসায়ুদ তোমায় লইয়া অনন্ত মিলন-সম্ভোগ করিতে চায়। তোমার বিরহ ত তাহার স্পৃহণীয় নয়!

রেবেকা তাহার স্নেহময় স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অশ্রুপ্লাবিত-নেত্রে আবেগপূর্ণ-হৃদয়ে তাহার বুকে মুখ লুকাইল। কিয়ৎকাল পরে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমার অপরাধের দণ্ড হইয়া গেল। এখন ছাড়, তোমার জন্য আজ যে সকল মুখ-রোচক মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি আনিয়াছি, তাহা লইয়া আসি।"

রেবেকা মসায়ুদের জন্য, তাহার অভীপ্সিত ও চিরপ্রিয় ভোজ্যগুলি সাজাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। আর পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহাকে সেগুলি খাওয়াইল। এরূপ পতি-সেবায় যে একটা নূতন আনন্দ, নূতন তৃপ্তি, নূতন সুখ, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল।

আহারাদি শেষ হইলে মসায়ুদ বলিল—"রেবেকা, তুমি আমার পার্শ্বে বসো। তোমায় দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

রেবেকা সহসা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। সে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল—"কি কথা প্রিয়তম?"

মসায়ুদ। শুনিয়া ভয় পাইও না। সরল সত্য যাহা, তাহা গোপন করিতে নাই। ইহাতে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট অনিবার্য্য। রেবেকা! বোধ হয়, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। তোমার এত প্রাণঢালা যত্ন, বাঁদীর মত সেবা, এতটা আত্ম-ত্যাগ সবই বুঝি বৃথা হইল!

রেবেকা এই কথাটা শুনিয়া—সত্য সত্যই চমকিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের ভিতর একটা মৃদু কম্প উপস্থিত হইল। স্বামী না জানি, আরও কি সর্ব্বনেশে কথা বলিবেন, ইহা ভাবিয়া সে বড়ই উৎকন্ঠিত হইল। তার পর অনেকটা আত্মসংবরণ করিয়া সে মসায়ুদের দক্ষিণ-হস্তখানি অতি কোমল-ভাবে নিপীড়িত করিয়া বলিল, "কেন—কেন—এরূপ সর্ব্বনেশে কথা তুমি বলিতেছ কেন?"

মসায়ুদ বিষণ্ণ মুখে বলিল—"রেবেকা! এই জন্যই ত আমি এ সব কথা এতদিন তোমায় বলি নাই। কিন্তু আর এ সব কথা চাপিয়া রাখা ভাল নয় বলিয়া আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি। তুমি আমার এই অন্ধকারময় সংসারের উজ্জ্বল দেউটী। আমার এই অসহায় অবস্থায় তুমি ভগ্নী, মাতা ও পত্নীর যত্ন, স্নেহ, শ্রম, সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, একত্রে মিশাইয়া অক্লান্তভাবে আমার সেবা করিতেছ। দারুণ রোগে আমায় এই এক বৎসর ধরিয়া পীড়ন করিতেছে। তাহার উপর আজকাল একটা নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। আমার বোধ হয়, এই রোগটাই, যে কোন সময়ে সাংঘাতিক

আকার ধারণ করিয়া আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে! তাই রেবেকা! আজ আমি বাধ্য হইয়া তোমায় এই সমস্ত কথা বলিতেছি। এত দিন অর্থাভাবে আমার চিকিৎসা হয় নাই। জানি আমি, তুমি তোমার অতীত সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যয় করিতেছ। জানিয়া শুনিয়াও আমি তাহাতে বাধা দিতে পারি নাই। বাধা দিলে কোন ফল হইবে না, ইহা ভাবিয়াই কোনরূপ আপত্তি করি নাই। কিন্তু তোমার অলঙ্কারশূন্য সুন্দর দেহের একটা মলিনভাব দেখিয়া আমার প্রত্যেক পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইতেছে।”

রেবেকা স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিল,—“রোগ হইয়াছে, চিকিৎসায় সারিবে। এর জন্য এত ভাবনা কেন? এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আমাদের হাতে। ইহাতেও কি তোমার চিকিৎসা হইবে না?”

মসায়ুদ। কিন্তু চিকিৎসা করিবে কে? এই মোগলের মধ্যে একমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই হকিম ফৈজু। কিন্তু তুমি যে ভাবে কাজির সহায়তা লইয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছ, তাহাতে সে আমাদের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর তাহাকে ডাকিলে সে আসিবে কেন?

রেবেকা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—“চল, তাহা হইলে আমরা বোগ্‌দাদে চলিয়া যাই।”

মসায়ুদ। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ রাজ্যের নিয়ম জান ত,

বসতবাড়ী কেহ ভাড়া দিতে পারে না। আমাদের এ বাটীর রক্ষকরূপে থাকিবে কে? দাস-দাসী আর রাখা চলে না। আর এখন আমার অবস্থাগুণে চারিদিকেই শত্রু। আমরা চলিয়া গেলেই তাহারা উৎপাত আরম্ভ করিবে। দ্বার, জানালা খুলিয়া লইয়া যাইবে। আর সকলের উপর কথা এই—এই মোসল আমার জন্মভূমি। আমার পিতা-মাতা অতি দরিদ্রাবস্থায় এখানে আসিয়াছিলেন। তার পর আমি মণি-মুক্তার ব্যবসায় করিয়া একজন বড়লোক হইয়াছিলাম। আমার সে উন্নত অবস্থা এখন চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের আনন্দকোলাহলপূর্ণ, আলোকমালাশোভিত বাসভবন এখন শ্মশানের ভাব ধারণ করিয়াছে। রেবেকা! আমার মনের বাসনা, আমার জীবনের এই শেষ দিনগুলি যেন আমার এই শান্তিময় জন্মভূমির উপর কাটিয়া যায়! আমি একটা মহাতৃপ্তি, মহাশান্তির সহিত এই জননী জন্মভূমির বুকে, আমার শেষ নিশ্বাস ফেলিব, এইটিই আমার প্রাণের বাসনা। মার বক্ষ হইতে সন্তান যেমন কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, আমারও সেই অবস্থা। ভয় পাইও না রেবেকা! মনে রাখিও —দেহ থাকিলেই যেমন তাহার ছায়া থাকে, সেইরূপ জন্ম হইলেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে।" আর মৃত্যুর পর আর একটা যে জীবন আসে, তাহা অনন্ত—সে জীবনে শোক, তাপ, দুঃখজ্বালা নাই। চিরবসন্ত সে জীবনে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা কখনও দেখা দেয় না।

মসায়ুদ আর বলিতে পারিল না। কি একটা উচ্ছ্বাস যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে স্থিরভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

রেবেকা মনে মনে বলিল—"হে দয়িত! হে জীবনসর্ব্বস্ব! এই হতভাগিনী রেবেকাও তোমার কায়ার ছায়া মাত্র। ছায়া কায়ার চিরসঙ্গিনী হওয়া যদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমিও তোমার অনুসরণ করিব। আর মৃত্যুর পর যদি মৃত্যুহীন অখণ্ড জীবন পাওয়া যায়, যে জীবনে তোমার সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ হইবে না, তাহা হইলে আমার পক্ষে সেই জীবনই স্পৃহণীয়।"

মসায়ুদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে কি ভাবিতেছে। রেবেকা তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

কক্ষান্তরে গিয়া সে খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল। তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভার কমিল। সে যুক্তকরে বিধাতাকে ডাকিয়া বলিল—"দয়াময়, আর সকল দুঃখ দিও, হাস্যমুখে সহ্য করিব; কিন্তু আমাকে স্বামী হইতে বঞ্চিত করিও না।"

১২

"এখন করা যায় কি? সে যে আগুন জ্বালাইয়া হাস্যমুখে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, সে আগুনে আমার বক্ষ-পঞ্জরের প্রত্যেক অস্থিই দগ্ধ হইতেছে। বিকারের রোগী যেমন তৃষ্ণায় জলের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত, আমিও সেইরূপ তাহার

রূপতৃষ্ণায় অস্থির! হায়! সর্ব্বনাশী রেবেকা, কেন তুমি অই সম্মোহনী রূপরাশি লইয়া ধরায় আসিয়াছিলে?”

নেয়ামত খাঁ এই ভাবে অস্ফুটস্বরে মনোভাব ব্যক্ত করত কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছেন—আর মধ্যে মধ্যে এক রজতপাত্র হইতে মোহময়ী মদিরার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রাণের আশার শান্তি না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ঘৃতসংস্পর্শে আগুন যেমন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মদিরাস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের কুপথগামী চিন্তাগুলিও সেইরূপ তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে চারিদিকে লেলিহান শিখা-বিস্তারে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

এমন সময় ফৈজু আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অতি ভক্তিভরে সেলাম করিয়া সে বলিল—“জনাবালি কি আমায় স্মরণ করিয়াছেন?” নেয়ামত খাঁ ফৈজুকে ইঙ্গিতে আসনগ্রহণ করিতে বলিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—“ব্যাপার বড় ভয়ানক ফৈজু।”

ফৈজু। কেন হুজুর?

নেয়ামত। রেবেকা সহজে ছাড়িতে চাহিতেছে না। সে তাহার ইজ্জত-নাশের ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করিতে চায়। আমি এ দেশের ধর্ম্মাধিকার; যে কেহ আমার কাছে বিচারপ্রার্থিরূপে উপস্থিত হইবে, তাহার আবেদন শুনিতে আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

ফৈজু কথাটা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সে ভাবিয়া-

ছিল, ব্যাপারটা এইখানেই মিটিয়া গেল। কিন্তু যখন তাহা আবার ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার গ্রহের শেষ হয় নাই। এজন্য সে বিনীতভাবে বলিল—"জনাব! এই ইজ্জত-হানির শাস্তি কি?" তাহার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, কিছু অর্থের উপর দিয়া ব্যাপারটার একটা মিট্‌মাট্ হইয়া গেলে বড়ই ভাল হয়।

নেয়ামত খাঁর উদ্দেশ্য, অতিমাত্রায় ভয় দেখাইয়া এই হকিম ফৈজুকে হস্তগত করা। তিনি ফৈজুর কথার ভাবে তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন; কিন্তু আইন তাঁহার নিজের হাতে। দণ্ডের মাপকাঠী তাঁহার দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন—"এরূপ অপরাধে বিচারকের ইচ্ছায় প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর বিচারক যদি নিতান্ত দয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আজীবন কারাবাস।"

দণ্ডের বহর শুনিয়া ফৈজু শিহরিয়া উঠিল। সে কর-যোড়ে বলিল—"আমি জনাবের আশ্রিত। আপনি আমায় রক্ষা না করিলে কে করিবে প্রভু? খোদার নীচেই যে আপনি।"

নেয়ামত। তোমার প্রাণদণ্ড হয়, এটা আমার ইচ্ছা নয়; কেননা, তুমি আমার সংসারে আত্মীয়স্বজনের অনেককেই চিকিৎসা দ্বারা প্রাণ ফিরাইয়া দিয়াছ। আমার নিজের এক সঙ্কটময় পীড়ার সময় তুমি আমাকেও নিরাময় করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ। আমার একটা কথা

তোমায় মনোযোগের সহিত শুনিতে হইবে। কথাটা ভয়ানক সাংঘাতিক। সয়তান যেমন মানুষকে বিনামূল্যে কিনিয়া থাকে, আমি তোমায় সেইরূপ করিতে চাই। রেবেকা রূপগর্ব্বে এত উন্মত্ত যে, আমাকেও সে অপমান করিয়াছে।

ফৈজু। বলেন কি?

নেয়ামত। আর বলি কি? যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতেছি।

ফৈজু। তাহার স্পর্দ্ধা ত কম নয় জনাব!

নেয়ামত। তাই ত বলিতেছি—তাহার এ দর্প চূর্ণ করিতে হইবে। আমার মত এত বড় একটা শক্তিশালী লোক, তাহার এতটা উপকার করিয়া একবারমাত্র তাহার হস্তচুম্বন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল। তার জন্য এতটা করিলাম, কিন্তু সে আমার এই সামান্য প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার এ অপমান আমার বুকে বড়ই বিঁধিয়াছে। আর সেই জন্য তোমার সঙ্গে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিতে আমি তোমায় ডাকাইয়া আনিয়াছি। আমি তোমায় রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিব। কিন্তু রেবেকা যাহাতে আমার করতলগত হয়, সে বিষয়ে তোমায় সহায়তা করিতে হইবে।

ফৈজু এ কথাটা শুনিয়া একটুও বিস্মিত হইল না। কেননা, সে পূর্ব্বদিনে দ্বারান্তরালে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেয়ামত খাঁ যেমন সয়তান, ফৈজু তাহারও অধিক। সে বলিল—"যদি আমার

এ জীবন দিলে জনাবালির কোন উপকার হয়, আমি তাহা করিতেও প্রস্তুত।"

নেয়ামত খাঁ মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "অতটা তোমায় করিতে হইবে না ফৈজু। মগজটা ঠাণ্ডা করিয়া একবার আমার কথাগুলা শুনিয়া যাও।"

ফৈজু। অনুমতি করুন।

নেয়ামত। এই রেবেকা তোমার যথেষ্ট অপমান করিয়াছে—কেমন কি না?

ফৈজু। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি? যদি আপনার মত দয়ালু বিচারকের কাছে এ মামলা না হইয়া ছোট কাজির নিকট হইত, তাহা হইলে তিনি হয় ত আমায় পিছ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া আনিবার আদেশ দিতেন।

নেয়ামত। ঠিক কথাই বলিয়াছ। যাক্ সে কথা। এখন এক বিষম ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে। তোমার নিকট কিছুই গোপন করিব না। এই দুর্ব্বিনীতা রূপের গরবে আত্মহারা হইয়া, এই মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা খোদ কাজি নেয়ামত খাঁকেও অপমানিত করিয়া গিয়াছে। আমি তাহার সহিত যতদূর সদ্ব্যবহার করিবার, তাহা করিয়াছি। একটিবারমাত্র আমি তাহার কোমল করপল্লবখানি চুম্বন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তা সে আমায় দশ কথা শুনাইয়া দিয়া দর্পভরে চলিয়া গিয়াছে। আমি তাহার এ দর্প চূর্ণ করিতে চাই। তোমারও মনের ইচ্ছা

এরূপ। যখন আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এক, তখন তুমি নিশ্চয়ই আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবে।

ফৈজু। সেই দর্পিতা স্ত্রীলোকের কাছে আমিও যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছি। আমিও প্রতিশোধ লইতে চাই।

নেয়ামত। তাহা হইলে এক কাজ কর;

ফৈজু। কি কাজ?

নেয়ামত। আমার বাঁদীর সঙ্গে মসায়ুদের বাঁদীর খুব আত্মীয়তা। আমার বাঁদী আমায় আজ সংবাদ দিয়াছে, মসা-য়ুদ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। তোমাকে আবার তাহার বাড়ীতে চিকিৎসকরূপে যাইতে হইবে।

ফৈজু। কিন্তু জনাব, তাহারা আমাকে ডাকিবে কেন? দুইদিন আগে তাহার পত্নী আমার শত্রুতা করিয়া গিয়াছে।

নেয়ামত। অভাবের বালাই নাই। দরকারের সময় শত্রুর সঙ্গেও মিত্রতা করিতে হয়। বিপদে পড়িলে শত্রুকেও মিত্র বলিয়া ভাবিতে হয়। এই মোসল সহরে যত "শতমারীর" প্রাদুর্ভাব। একমাত্র নামজাদা হকিম তুমি। রেবেকার স্বামীর পীড়া একটু বাড়িলেই সে তোমায় ডাকিতে বাধ্য হইবে। আমি আজই আবার আমার বাঁদীকে দিয়া সংবাদ আনাইতেছি। এই রেবেকা নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়া তোমার, নিকট সাহায্যার্থী হইয়া উপস্থিত হইবে। আমার একমাত্র অনুরোধ, তুমি সে সময়ে কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, বা অসম্মতি না জানাইয়া, রেবেকার সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

তারপর কি করিতে হইবে তাহা আমি তোমায় বলিয়া দিব। তবে তোমার দর্শনী সম্বন্ধে ছাড়িয়া কথা কহিবে না। যে টাকাটা সে তোমার কাছ হইতে লইয়া গিয়াছে, তাহা পুনরায় তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে। একটা কথা তোমায় বলিয়া দিই, এক্ষেত্রে তোমায় উপযাচক রূপে কোন কাজ করিতে হইবে না। তৃষ্ণাই অগ্রসর হয়, জল হয় না। দায়ে পড়িয়া এই রেবেকা, নিশ্চয়ই আজ না হয় কা'ল তোমার দ্বারে হাজির হইবে। খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিও। আমি তাহা হইলে তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।

ফৈজু সত্য সত্যই রেবেকার উপর প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত। সুতরাং সে এরূপভাবে কাজি সাহেবের সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই সম্মত হইল। রেবেকা তাহাকে বাড়ী বসিয়া অপমান করিয়া গিয়াছে, কৌশল করিয়া তাহার মত কঞ্জুসের নিকট হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার প্রতিহিংসার বাসনাটা পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে কাজিকে সেলামের উপর সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

১৩

"রেবেকা! রেবেকা!"

"কেন আমাকে ডাকছো? এই যে আমি।"

"হাঁ-হাঁ ঠিক, তুমি আমার কাছে আছ। আঃ—প্রাণে যেন একটা শান্তি পেলুম।"

"কেন তুমি এত ব্যাকুল হয়েছো! তোমায় কি কষ্ট হচ্ছে?"

"আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম। কি ভীষণ স্বপ্ন।"

"তাইতে তোমার যন্ত্রণা হচ্ছিল! কিন্তু স্বপ্ন ত কখনও সত্য হয় না।"

"হয়না তা জানি। যখন শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল—তখন এ সব স্বপ্ন যদি কখনও দেখ্‌তুম তাহলে একটুও কাতর হতুম না। কিন্তু এখন সবই সম্ভব! অদৃষ্টের বিপর্য্যয় ঘটলে অনেক ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দেয়, তার অস্ফুট আভাষ জানিয়ে যায়। তারপর সেটা সত্যে পরিণত হয়।"

"আমায় তোমার স্বপ্ন-কথা বল্‌তে আপত্তি আছে?"

"না—কিছু না। কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি, আজও করবো না। তবে—একটু সংকোচ হচ্ছে, পাছে সে কথা শুনে তুমি আমার মত বিচলিত হও।"

"না সে ভয় তোমার নেই। কুসুমকোমলা রেবেকা, এখন দুঃখ দারিদ্র্যের প্রচণ্ড কশাঘাতে পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছে। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তা শুনে আমি একটুও চমকিত হবো না।"

"তাই যদি হয়, জীবনাধিকে! তা হলে শোন। আমার রোগ যেন খুব বেড়েছে। তুমি যেন ব্যস্ত হয়ে উন্মাদিনীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছ। এ সময়ে যেন মড়ক উপস্থিত হয়েছে, ঘর ঘার

ছেড়ে লোক পালিয়েছে, আছি কেবল তুমি আর আমি। এই বাড়ীতে!"

কথাটা শুনিয়া রেবেকা একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"তার পর?"

মসায়ুদ একটু দম লইয়া বলিতে লাগিল—"তার পর! তার পর। যে রোগ হয়ে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যা'চ্ছিল, নগর শ্মশানের ভাব ধারণ কচ্ছিল—আমায় শেষে সেই রোগ ধল্লে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তখনই চিকিৎসকের সন্ধানে নগরে চলে গেলে। কিন্তু কেউ তোমার এই ভীষণ রোগের সময়ে সাহায্য কর্ত্তে এল না। তোমায় মলিন মুখে ঘরে ফিরতে দেখে, আমি মহা ভাবনায় পড়লুম। তারপর—আমার যন্ত্রণা দেখে ঘরে স্থির থাকতে পাল্লে না। আবার চিকিৎসককে ডেকে আনতে তুমি নগরে চলে গেলে।"

রেবেকা স্তব্ধ হইয়া তাহার শয্যাশায়ী স্বামীর মুখে এই ভীষণ স্বপ্ন কথা শুনিতেছিল। তাহার চিত্তের বল যেন এ সব কথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেল। মসায়ুদ সহসা বলিয়া উঠিল, "ভয় পেলে তুমি রেবেকা?"

রেবেকা বলিল—"না—না—ভয় পাইনি। তোমার স্বপ্নটা একটু অদ্ভুত রকমের। তাই ভাবছিলুম। তারপর কি হলো?"

মসায়ুদ একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তারপর কি হলো শুনবে—তা? সে অতি রহস্যময় ব্যাপার। তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর, একজন লোক এসে আমার

শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালো। এমন কালো চেহারা আর আমি কখনও দেখিনি; সে আমার কাছে এসে বল্লে—"আমি এই দেশের উপকারের জন্য বোগদাদ থেকে এসেছি। আমি কিমিয়া বিদ্যায় মহা পণ্ডিত। যে ব্যারামে তোমার দেশের লোক মর্চ্ছে, তার ওষুধ আমি জানি। আমি গভীর রাত্রে ছদ্ম-বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই। তাদের ওষুধ দিই; যারা খায় তারা আরাম হয়ে যায়। যারা খায় না, আমার কথায় অবিশ্বাস বা উপহাস করে, আমার এই কালো চেহারা দেখে ঘৃণা করে, তারা শেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।"

রেবেকা। কি আশ্চর্য্য কথা। বল কি ?

মসায়ুদ। যা দেখেছি তাই বলছি রেবেকা! যা বলছি তার একটুও অতিরঞ্জিত নয়। তারপর সেই লোকটা তখনই তাহার সেই কালো মূর্ত্তিখানা বদলে ফেল্লে। বললে—দেখ আমার এই কিমিয়া বিদ্যার শক্তিটা একবার দেখ! এই সময়ে আমার রোগের যন্ত্রণা বড়ই বৃদ্ধি পাইল। আমি বলিলাম—যখন মৃত্যু আমার সম্মুখে, আর এ রোগে মৃত্যুই নিশ্চিত, তখন তুমি আমাকে যাহা কিছু ঔষধ স্বরূপে দিবে—তাহাই আমি খাইব। লোকটা আমার কথা শুনিয়া একটা খুব বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—'এই দুনিয়ার লোক এইরূপ অকৃতজ্ঞ ও শয়তান বটে। ইচ্ছা করিয়া বিনা স্বার্থে কাহারও কোন উপকার করিতে গেলে, সে ভাবে, হয়ত লোকটার মনে কোন স্বার্থ নিহিত আছে।'

আমি তাহার এ তিরস্কারে একটু লজ্জিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম—কই—ঔষধ কই ?

সে আমায় দুই তিনটী বটিকা একবারে সেবন করিতে দিল। তাহাই করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ভীষণ যাতনা উপস্থিত হইল। কে যেন হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিল। কে যেন আমার কণ্ঠের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া আমার মৃত্যুর সহায়তা করিতে লাগিল। আমি শেষ নিশ্চল অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

তারপর ! শোন রেবেকা ! আরও আশ্চর্য্য কথা। আমি বুঝিলাম আমার মৃত্যু হইয়াছে, জ্ঞানশক্তির লোপ হইয়াছে। কথা কহিবার ও মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। অথচ আমি জাগ্রত। একবারে বাহ্য জগতের সহিত সমবেদনাবিহীন নই। আমি মনে মনে সবই বুঝিতেছি, আমার আশে পাশে কোথায় কি হইতেছে সবই দেখিতে পাইতেছি, অথচ আমার জিহ্বাকে কে যেন অসাড় করিয়া দিয়াছে। মনোভাব প্রকাশের আমার কোন শক্তিই নাই। আর মনের কথা খুলিয়া বলিতে না পারায় যেন আমার দম ফাটিয়া যাইতেছিল।

তারপর তুমি বাটীতে ফিরিয়া আসিলে। আমায় নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশীরা উপস্থিত হইল। তাহাদের কেহ কেহ বলিল—মূর্চ্ছা, কেহ বলিল—এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার নয়। জন্মের মত সবই শেষ হইয়া গিয়াছে।

সত্যই তাই হইল। আমার সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। কিন্তু জ্ঞান তখনও মৃত্যুর অধীন হয় নাই। আমি দেখিলাম—তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে, আমার সমাধির ব্যবস্থা করিতেছ। আর প্রতিবেশীরা তোমার সহায়তা করিতেছে।

তারপর আমার বাহ্যচেতনাহীন, এবং অন্তশ্চেতনাময় দেহ সমাধিভূমিতে আসিল; আমায় তোমরা সকলে মিলিয়া কবরের চির শীতল গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলে। আমি কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলাম না।

রেবেকা এই ভীষণ স্বপ্ন শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হইল। কিন্তু তবুও সে অনেক কষ্টে চিত্তমধ্যে একটা দৃঢ়তা আনিয়া বলিল—"তারপর?"

মসায়ুদ বলিল—"তারপর—তোমরা আমায় সমাহিত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে। রেবেকা! রেবেকা! সেই সমাধির সময়ে আমি তোমার যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছিলাম তাহা ত সহজে ভুলিব না! কিন্তু আমি তখন শক্তিহীন। তোমরা আমায় মৃত ভাবিয়া সমাধিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখন আমি জীবিত।"

রেবেকা আর শুনিতে পারিল না। তাহার ধৈর্য্যশক্তি তখন একটা ভীষণ আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া ক্রমশঃ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"স্থির হও! আর আমি এই ভীষণ কাহিনী শুনিতে চাহি না।"

এ অনুরোধের কোন উত্তর আসিল না! রেবেকা সন্দিগ্ধ চিত্তে শয্যাস্থিত মসায়ুদের দিকে চাহিবামাত্রই দেখিল—সে সত্য সত্যই নিস্পন্দ অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে। সে তাহাকে মৃদুভাবে নাড়া দিল, অনেক ডাকিল, কিন্তু তবু কোন উত্তর নাই।

স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া রেবেকা জ্ঞান বুদ্ধি হারাইল। সে মূর্চ্ছা অপনোদনের যা কিছু উপায় জানিত—তাহার অনুষ্ঠান করিয়া বুঝিল—এ মূর্চ্ছা সহজে ভাঙ্গিবার নয়। সে নিজের মান সম্ভ্রম ভুলিয়া একাকিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজপথে দাঁড়াইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী অসহায়া রেবেকা ভাবিতে লাগিল—"করা যায় কি?"

কে যেন তাহার প্রাণের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল—"ফৈজুর কাছে যাও। তোমার স্বামী জীবন ফিরিয়া পাইবেন। তাহার মত উপযুক্ত চিকিৎসক এ নগরে আর আছে কে?"

উন্মাদিনী রেবেকা কম্পিত হৃদয়ে ফৈজুর বাড়ীর পথ ধরিল। রেবেকাকে কে পথ বলিয়া দিল তাহা সে জানে না। কিন্তু সে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফৈজুর দ্বার দেশে উপস্থিত হইল।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপথে লোক চলাচল কমিয়াছে। রেবেকা দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল—"কে আছ, দ্বার খুলিয়া দাও।"

সেই অন্ধকার রাত্রে স্বামীর বিপদাশঙ্কায় কম্পিতহৃদয়া রেবেকা মনে মনে ভাবিল—"ফৈজু ত আগে আমাদের সহিত শত্রুতা করে নাই। আমাদের কত টাকা কত দিকে গিয়াছে। যদি আমি, তাহার মত কৃপণের নিকট টাকার তাগাদায় না আসিতাম, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। অর্থের অনটন আমাকে ধীর বুদ্ধিতে কাজ করিতে দেয় নাই। আমার স্বামী নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া টাকার তাগাদায় আসিয়াছিলাম। দুঃখের দিনে মান অপমান সবই সমান চোখে দেখিতে হয়। হায়! কেন আমি সুন্দরী হইয়া জন্মিয়াছিলাম! স্বামী যা বলিয়াছিলেন সে কথা এখন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে। সত্যই "রূপের বালাই" অনেক। এখন ফৈজুকে না পাইলে আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিবে না। তাহার মত সুদক্ষ হকিম এই মোসল সহরে আর দ্বিতীয় নাই। আর অকপটে সত্য কথা বলিতে গেলে, এই ফৈজুই আমার স্বামীকে ঔষধাদি দিয়া, পূর্ব্বে এক বিষম ব্যাধি হইতে বাঁচাইয়াছিল। আমি তাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব—তাহা হইলেও কি সে আমার প্রতি সদয় হইবে না? যে টাকা আমি তাহার নিকট লইয়াছি তাহা নয় তাহাকে ফিরাইয়া দিব।"

ভবিতব্য নিজের কার্য্য করিবার জন্য হতভাগিনী রেবেকার মনে এই সব চিন্তার উদয় করিয়া দিল! হায়! রেবেকা যদি এরূপ ভাবে এ সব কথা না ভাবিত তাহা হইলে হয়ত কর্ম্মস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইত।

এমন সময়ে একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, একজন স্ত্রীলোক।

স্বয়ং ফৈজু দ্বার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। ফৈজু বুঝিতে পারে নাই যে রেবেকা তাহার দ্বারস্থ হইয়াছে। সে ভাবিল অন্য কোন স্ত্রীলোক হয়ত তাহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আসিয়াছে। প্রশ্ন করিল—"কে তুমি?"

উত্তর হইল—"আমি রেবেকা।"

ফৈজু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—"এই রাত্রে একাকিনী কি মনে করিয়া রেবেকা?"

"ফৈজু সাহেব! আমিই আপনার নিকট অপরাধিনী। করযোড়ে আমি মার্জ্জনা চাহিতেছি। আমার বড় বিপদ!"

ফৈজু বুঝিল ব্যাপারটা কি? নেয়ামত খাঁ তাহাকে যাহা বলিয়াছিল—তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল! ফৈজু বলিল—"বাড়ীর মধ্যে এস। প্রকাশ্য রাজপথ সকল কথার উপযুক্ত স্থান নয়।"

১৪

ফৈজু রেবেকাকে লইয়া, এক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষটী বর্ত্তিকালোকে উজ্জ্বলিত।

রেবেকা, করযোড়ে ব্যাকুলভাবে বলিল—"আমায় মার্জ্জনা করুন! আপনি আমার স্বামীর বন্ধু। আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে

টাকা আদায়ের জন্য আসিয়াছিলাম। এজন্য যা কিছু দোষ আমার। তিনি উৎকট পীড়ায় শয্যাগত—মূর্চ্ছিত। একবার চিকিৎসা দ্বারা আপনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহাকে বাঁচান। যে টাকা আমি আপনার কাছে লইয়াছি তাহা ফিরাইয়া দিতেছি।"

রেবেকার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ফৈজু বলিল—"কাঁদিওনা রেবেকা! রক্ষাকর্ত্তা সেই মহিমময় খোদা। আমি তোমার স্বামীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। মানুষের জীবন ভ্রম ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এই ভ্রমের বশে, আকস্মিক একটা উত্তেজনার ফলে, আমরা অনেক সময়ে এমন এক একটা কাজ করিয়া ফেলি যাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে সন্তপ্ত হইতে হয়। ওসব কথা ভুলিয়া যাও। তুমি দুর্ব্বল হৃদয়া নারী হইয়া যদি ভুলিতে না পার, তাহা হইলে আমি পুরুষ হইয়া তাহা ভুলিতে পারিব না।"

রেবেকা ফৈজুর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইল। সে প্রাণে একটা সাহস পাইল। ফৈজুর প্রাণ যে এতটা মহত্বপূর্ণ তাহা ত সে জানিত না। সে আবার ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল,—"তাহা হইলে আসুন আপনি আমার সঙ্গে।"

ফৈজু বলিল—"মসায়ুদের বর্ত্তমান অবস্থাটা আমায় একবার বল দেখি। তাহা হইলে ঔষধগুলাও সঙ্গে লইয়া যাই।"

রেবেকা সমস্ত বলিল। ফৈজু শুনিয়া একটু চমকিত হইল। বলিল—"ব্যাপার বড় সাংঘাতিক। কিন্তু তুমি ভয় পাইও না রেবেকা। তুমি মসায়ুদের অবস্থা যেরূপ বিবৃত করিলে, সেরূপ রোগের ঔষধ যে আমাদের ইউনানী শাস্ত্রে নাই একথা বলিতে পারি না। মসায়ুদ আমার অতি সহৃদয় বন্ধু ; যে উপায়েই হোক তাহার জীবন রক্ষা করিতেই হইবে। এজন্য আজ রাত্রে তোমার বাটীতে আমায় থাকিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।"

ফৈজুর মুখে এই কথা শুনিয়া রেবেকা সাহসে বুক বাঁধিল। ফৈজু তখনই সেই কক্ষের মধ্য হইতে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ গুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া বলিল—"চল তবে।"

তখন সেই নিবিড় অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া উভয়ে পথ চলিতে লাগিল। রাজপথে আলোকগুলি অতি স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। তাহাতে অন্ধকারের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতেছে।

যথা সময়ে রেবেকা তাহার বাটীতে উপস্থিত হইল। ফৈজু মসায়ুদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই সুন্দরকান্তি যুবক যেন শবের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া আছে।

রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ফৈজু বলিল—"রেবেকা! মসায়ুদের অবস্থার প্রতিকার হইবে কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঔষধ

খাওয়াইয়া দেখি, কাল প্রভাতে যদি এ অবস্থার প্রতিকার হয়।"

ফৈজু মসায়ুদের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। সে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মসায়ুদের কণ্ঠ মধ্যে ঢালিয়া দিল।

এই ভাবে ঔষধ প্রয়োগের পর দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। রেবেকা, স্থিরভাবে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মুখখানি চিন্তায়, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতপদগ্ধ পুষ্পের মত মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে।

ফৈজু বলিল—"রেবেকা। এ ভাবে দুই জনে কষ্ট করায় কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এখন একটু ঘুমাইয়া লও। তাহা হইলে তোমারও বেশি কষ্ট হইবে না। রোগীর পার্শ্বে বসিয়া এরূপ ভাবে রাত জাগা আমার পক্ষে নূতন নয়।"

রেবেকা, ফৈজুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। ফৈজু রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিল।

রেবেকার এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া ফৈজুর মত পাষণ্ডের মনেও সত্য সত্যই একটা সহানুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল। কাজেই সে এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিতে একটা আনন্দ বোধ করিতেছিল।

মধ্যযাম অতীত। সেই প্রকাণ্ড পুরীমধ্যে সকলেই নিদ্রিত। জাগিয়া আছে কেবল মাত্র ফৈজু।

নির্জ্জন অবস্থায় পাপীর মনে শয়তানের আধিপত্য বিকাশ হয়। শয়তান আসিয়া ফৈজুর হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিল। সে তাহার কাণে কাণে বলিল—"এই ত তোমার পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ। সুন্দরী রেবেকার নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি তুমি প্রাণের সাধ মিটাইতে চাও, তাহা হইলে ইহাই তোমার পক্ষে উপযুক্ত অবসর। একবার চোখের দেখায় দোষ কি? তোমাকে বাধা দিবার কেহই নাই। যাও—তুমি তোমার প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়া আইস। একবার চোখের দেখায় দোষ কি? আমি তোমার একান্ত বন্ধু—তাই তোমায় এরূপ ভাবে উপদেশ দিতেছি।"

ফৈজুর মর্ম্মমধ্যে জাগরিত শয়তানের উপদেশবাণী তাহার হৃদয়ে বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিল। সে দেখিল, সত্যই অবস্থা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। মসায়ুদ অচৈতন্য অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে। বৃদ্ধা দাই সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে নিদ্রায় অচেতন। দারুণ দুশ্চিন্তায় ও অবসাদে রেবেকাও নিদ্রামগ্ন।

ফৈজু একটু আগে মানুষ হইয়াছিল, এখন শয়তানের প্ররোচনায় আবার শয়তান হইল। সে তাহার ক্ষুদ্র ঔষধের বাক্স হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া লইল। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া, নিদ্রিতা দাইয়ের নিকটে গিয়া, তাহার

নাকের কাছে শিশিটি ধরিল। তার পর প্রেতের মত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া, রেবেকার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল।

কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না। সামান্য ঠেলিবামাত্রই তাহা খুলিয়া গেল। ফৈজু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

সে দেখিল শুভ্র শয্যা আলো করিয়া রেবেকা শুইয়া আছে। তাহার নেত্রপল্লব মুদ্রিত ; সুকৃষ্ণ কেশরাশি উপাধানের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃদু নিশ্বাসে বিম্ববিনিন্দী অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। শুভ্র ললাটে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্বেদবিন্দু শোভা পাইতেছে। বাহুবল্লরী দিয়া সে তাহার কোমল বক্ষকে চাপিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু শুভ্র মৃণালবাহু তাহার হৃদয়ের স্পন্দনকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

কি সুন্দর রূপ এই রেবেকার! হায়! ধন্য এই মসায়ুদ যে এই রূপবতী গুণবতী রেবেকাকে পত্নীরূপে পাইয়াছে!

কেহ ত এখানে নাই! কেহ ত বাধা দিবার নাই! একবার স্পর্শ করায় দোষ কি?

না—না, তা পারিব না। ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের জন্য এতটা শয়তানী করিতে পারিব না। যে বিশ্বাস করিয়া তাহার কক্ষমধ্যে আমায় আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে এরূপ ভাবে স্পর্শ করিয়া তাহার দেহ অপবিত্র করিব না জীবনে কখনও ত এরূপ ঘৃণিত কাজ সে করে নাই!

ফৈজু—তাহার হৃদয়ে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া যেরূপ

ভাবে সেই কক্ষ মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রূপেই প্রস্থান করিল। তাহার পাপ বাসনা সে চরিতার্থ করিতে পারিল না। শয়তানের সহিত বিবেকের সংগ্রামে, বিবেকেরই জয় হইল। বিধাতা রেবেকার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাকে এক ভীষণ বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন।

দাইকে যে তীব্র মাদক শোঁকাইয়া ফৈজু রেবেকার শয়নকক্ষে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল, সে জানিত সেই সামান্য মাদক তাহাকে দুই চারি ঘণ্টার জন্য অচেতন করিয়া রাখিবে। সে মসায়ুদের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, সেই দেহে ঔষধের ক্রিয়ার বিকাশ হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রভাতের পূর্ব্বে সে চেতনা ফিরিয়া পাইতে পারে।

ফৈজু তাহাকে পুনরায় ঔষধ সেবন করাইয়া নিকটবর্ত্তী আর এক স্বতন্ত্র কক্ষে শয্যায় শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সে শয়নমাত্রই নিদ্রাভিভূত হইল।

পরদিন প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল—রেবেকা তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন—"ফৈজু সাহেব! বন্ধু! শয্যাত্যাগ করুন। অনেক বেলা হইয়াছে।"

অতীত রাত্রের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় রেবেকাকে সম্মুখে দেখিয়া ফৈজু অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

রেবেকা বলিল—"ধন্য আপনার চিকিৎসা! ধন্য আপনার আত্মত্যাগ। আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আমার স্বামী চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছেন। আপনার এ ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। সকল কথাই আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন।"

ফৈজু তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া, মসায়ুদের কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহার ঔষধের যে একটা বিচিত্র ফল ফলিয়াছে, তাহা দেখিয়া সে সত্য সত্যই আনন্দিত হইল। সে বলিল—"মসায়ুদ! বন্ধো! খোদা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।"

মসায়ুদ শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত ভাবে উঠিয়া আগ্রহের সহিত ফৈজুর করমর্দ্দন করিয়া বলিল—"ভাই! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। আমার পত্নী রেবেকার মুখে তোমার ঋণপরিশোধের দিনে যে ব্যাপার ঘটে তাহা আমি শুনিয়াছি।' মোহের বশে মানুষের মনে ওরূপ একটা ভ্রম অনেক সময়ে দেখা দেয়। আমার পত্নীও এরূপ এক ভ্রমজনিত উত্তেজনায় পড়িয়া তোমার নামে কাজির কাছে নালিশ করিতে গিয়াছিল। এ সত্ত্বেও গত রাত্রে আমার পীড়া-বৃদ্ধির সংবাদে যেরূপ তৎপরতার সহিত আমার বাটীতে আসিয়াছিলে, যেরূপ ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমার চিকিৎসা করিয়া আমায় বাঁচাইলে, এ কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি ভুলিতে পারিব না। এখন, ভাই, তোমাকে আমার একটি

এই কথা শুনিবামাত্র, রেবেকা তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ফৈজুর কঠোর প্রাণও দ্রবীভূত হইল। ফৈজু তখন আবার এক বিপদে পড়িল। রেবেকার সেবা শুশ্রূষা করে কে? তাহাকে দেখে কে? সে তাহার বৃদ্ধা দাইকে ডাকিয়া আনিয়া রেবেকাকে তাহার শয্যার উপর পৃথক্ কক্ষে শোয়া-ইল। আর তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া, দাইকে তাহার সেবার জন্য রাখিল।

ফৈজু শয়তান হইলেও নেয়ামত খাঁর মত নহে। হত-ভাগিনী রেবেকার সংকটময় অবস্থা দেখিয়া, তাহার মনে একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। সে রেবেকার কৃত অপমান ভুলিল। মনে মনে ভাবিল—"বিষ না দিলে আমার যখন পরিত্রাণ নাই, তখন বিষ দিব। কিন্তু প্রাণনাশক সাংঘাতিক বিষ দিব না। যেরূপ বিষপ্রভাবে এই মসায়ুদ চব্বিশঘণ্টা কাল মৃতের মত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকিবে, তাহা দিয়া তাহার কৃত্রিম মৃত্যু ঘটাইব। তারপর কাজির নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা গুলি আদায় করিয়া লইব। পরে মসায়ুদকে কবর হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়া অন্যত্র সরাইয়া দিব। তারপর সুযোগ বুঝিয়া এই মোসল হইতে স্বয়ং চিরদিনের জন্য সরিয়া পড়িব।" সে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিল কার্য্যে তাহাই করিল।

সে রাত্রি অতি ভয়ানক। মসায়ুদের মৃত্যু হইবে বলিয়া শয়তানের কীর্ত্তিকলাপ প্রকটিত হইবে বলিয়া, এক নিরীহ

নিরপরাধ লোক অকালে মৃত্যু আশ্রয় করিবে বলিয়া, প্রকৃতি যেন সে দিন রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মধ্য রাত্রি হইতেই আকাশ ভয়ঙ্কর মেঘাচ্ছন্ন। বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে— ঘোর বাতাস বহিতেছে। তবে এগুলা মহাঝঞ্ঝার পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। বৃষ্টি তখনও নামে নাই।

রেবেকাকে ঔষধাদি দিবার পর তাহার অবস্থা একটু পরিবর্ত্তিত হইল, সমগ্র দেহে একটা উত্তেজনা আসিল। কিন্তু চেতনা হইল না। সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। সে প্রলাপের কথা—"আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাও তুমি মসায়ুদ! যাইও না—নিষ্ঠুর হইও না। হতভাগিনী রেবেকা তোমার জন্য অনেক সহিয়াছে। তোমায় ছাড়িয়া সে একদণ্ড থাকিতে পারিবে না।"

এই ভীষণ সময়ে ফৈজুর আর একটা দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আছে। সেটা আর কিছুই নয়, কাজিকে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে আনান, আর দেখান যে তাহার প্রদত্ত বিষে মসায়ুদের মৃত্যু হইয়াছে। এইজন্য সে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিল। তারপর মসায়ুদের বান্দাকে ডাকিল, বাঁদিকেও ডাকিল। তাহাদের বলিল—"দেখ! তোমাদের প্রভুর শেষ সময় নিকট-বর্ত্তী, তোমাদের প্রভুপত্নী মূর্চ্ছিতা। মসায়ুদের সুখের দিনে তাহার অনেক বন্ধু ছিল, আর আমি জানি এখন একজনও নাই। তবে এই সহরের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা কাজি নেয়ামত খাঁ এখনও এই মসায়ুদকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। যদি

সহসা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য লোকবলের যথেষ্ট প্রয়োজন। তিনি আসিলে এজন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না। এই বিপদে আমি বড়ই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। বান্দা, তুমি এখনই পত্র লইয়া চলিয়া যাও। সত্য বটে, এ গভীর রাত্রে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজি সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ করা অতি দুঃসাহসের ও বিপদের কাজ; কিন্তু এই পত্রখানি তোমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে॥ ফৈজু হকিমের নিকট হইতে পত্র আনিয়াছ শুনিলে, কাজির ভৃত্য কাজিসাহেবের কাছে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিবে।"

খোজা প্রভুর মৃত্যুসম্ভাবনার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মসায়ুদ ও রেবেকাকে আন্তরিক ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। উদরান্নের জন্য এখন সে বাধ্য হইয়া অন্যত্র কাজ করিলেও, এ দুঃসময়ে সে প্রভুর গৃহ ছাড়ে নাই। ফৈজু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—"এ কাঁদিবার সময় নয়। প্রভুর অন্ন এত দিন খাইয়াছ, আজ তাঁহার প্রতি তোমার শেষ কর্ত্তব্য কর।"

ধমক খাইয়া, বান্দা সেই পত্র লইয়া নেয়ামত খাঁর বাড়ীর দিকে চলিল। নেয়ামত খাঁ ফৈজুর নিকট হইতে সংবাদের প্রত্যাশায় তত রাত্রে জাগিয়াছিলেন আর মধ্যে মধ্যে মসায়ুদের মৃত্যুমলিন মুখচ্ছবি মনে করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি প্রহরীকে আদেশ দিয়াছিলেন, ফৈজুর

কোন লোক আসিলে সে যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। কাজেই বান্দাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না।

নেয়ামত খাঁ পত্র পাঠ করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় লোকজন তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি চারিজন লোক সঙ্গে লইয়া তখনই মসায়ুদের গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রেবেকার তখনও চৈতন্য হয় নাই। ফৈজুর সহিত পরামর্শ মতে স্থির হইল—যখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন সেই দুর্য্যোগময়ী রজনীতেই সমাধি কার্য্য শেষ করিতে হইবে। কারণ রেবেকার চেতনা হইলে সে একটা মহা অনর্থ ঘটাইতে পারে।

বাঁদীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সেও এইরূপ অভিমত দিল।

শবদেহ লইয়া নেয়ামত খাঁর চারিজন লোক তখনই সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনি ও ফৈজু সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গোলাম গৃহরক্ষা ও বাঁদী মূর্চ্ছিতা রেবেকার পরিচর্য্যার জন্য বাটীতে রহিল।

ব্যাপার খুবই ভয়ানক! ফৈজুর চিন্তা যে পথে যাইতেছে, নেয়ামত খাঁর চিন্তা ঠিক তাহার বিপরীতগামী। ফৈজু ভাবিতেছে, কাজটা খুবই গর্হিত হইল। মসায়ুদ চব্বিশ ঘণ্টার পর জ্ঞানলাভ করিতে পারে; কিন্তু তখন তাহাকে গোপনে

সমাধি হইতে উত্তোলন করা কি সহজ ব্যাপার হইবে? কেহ কি এ ব্যাপার জানিবে না? জানিলেই ত ফৈজুর সর্ব্বনাশ! নেয়ামত খাঁ আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে সহজেই বলি দিতে পারিবে। সে যেরূপ পাপিষ্ঠ তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সে শক্তিশালী; ফৈজু সামান্য ব্যক্তি। কে তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? তাহার উপর রেবেকা যে তাহার নামে ইজ্জত নাশের নালিশ করিয়াছে; তাহার কাগজ পত্র ত কাজি সাহেবের দপ্তরখানাতেই আছে। লোকে সহজেই বিশ্বাস, করিবে যে, রেবেকার লোভে ফৈজু এই কাজ করিয়াছে। আর রেবেকা—সরলহৃদয়া পতিব্রতা রেবেকা! আহা তাহার কি হইবে!

নেয়ামত খাঁ ভাবিতেছিলেন, "এইবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ফৈজু রূপ ও রূপেয়ার লোভে আমার সহায়তা করিয়াছে। রূপেয়া সে পাইবে। কিন্তু রেবেকার আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। আমি রেবেকাকে বিবাহ করিব। এই দুরবস্থার সময় সে আমার প্রস্তাবকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে।"

মধ্য পথে নেয়ামৎ খাঁ ফৈজুকে বলিলেন—"শোন আমার একটা কথা। আমি বলি এ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কাজ নাই। টাইগ্রিসের প্রচণ্ড স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া যাক। এই রাত্রের মধ্যে দেহ গিয়া মহা দরিয়ায় পৌছিবে।

কথাটা শুনিয়া ফৈজু মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে এত-

ক্ষণ মুখ বুজিয়া নেয়ামত খাঁর এই সমস্ত হৃদয়হীন পৈশাচিক কার্য্যাবলী দেখিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহার আর সহ্য হইল না। সে বলিল—"মানুষের ভয় আমরা না রাখিতে পারি। কিন্তু ধর্ম্মের সহিত বারবার এরূপ প্রতারণ করা—"

নেয়ামত খাঁ ফৈজুকে আর বেশী বলিতে না দিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন—"ধর্ম্মের অবতার আমি। ধর্ম্মের কথা এর পর ভাবিব ফৈজু! এখন আমি যাহা করি তাহাই দেখিয়া যাও তোমার কাজ তুমি করিয়াছ।"

সমাধিস্থান সম্মুখে। সকলেই অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া প্রেতের মত সেই সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। নেয়ামত খাঁর অনুচরেরা লাশ নামাইবার পর, তিনি তাহাদের কবর খননের আদেশ দিলেন।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কবর যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপই হইল কিন্তু শব তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল না। খননের পর কবর পূর্ব্ববৎ বুজাইয়া দেওয়া হইল।

তার পর নেয়ামত খাঁ তাঁহার প্রধান অনুচরকে বলিলেন—"এই ঝড়ের সময় নদীর জলের বড়ই টান হইয়াছে এই লাশ টাইগ্রিসের জলে ফেলিয়া দিয়া আইস। কি করিয়া লাশ দরিয়ার জলে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা তোমরা জান ইতি পূর্ব্বে আমারই আদেশে আর একবার এই ভাবে কাজ করিয়াছ।"

সেই গভীর অন্ধকার, ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক দীপ্তি, ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ এই পৈশাচিক কার্য্যের সহায়তা করিল। প্রেতের অনুচর পিশাচেরা লাশ উঠাইয়া নদীর দিকে চলিল। টাই-গ্রিস্ সে স্থান হইতে বেশী দূর নহে, কয়েক মিনিটের পথ।

নেয়ামত খাঁ ফৈজুকে টানিয়া লইয়া সমাধি ক্ষেত্রের প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহার অনুচরেরা কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নেয়ামত খাঁ বলিলেন—"কাজ শেষ হইয়াছে?"

প্রধান অনুচর বলিল—"জনাবালির বিশ্বস্ত গোলাম আমরা। যেমন উপদেশ পাইয়াছি, সেইরূপই কাজ করিয়াছি।"

নেয়ামত খাঁ ফৈজুকে বলিলেন—"এ দুনিয়ায় আমি কাহাকেও দোস্ত বলিয়া সম্বোধন করি নাই। তোমায় করি-তেছি। এখন বুঝিলাম রেবেকা আমার করতলগত। আর তোমার সহায়তাতেই তাহা হইয়াছে। তোমায় যে দশ সহস্র মুদ্রা দিব বলিয়াছি তাহা এইবার দিব।"

ফৈজু এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে নেয়ামত খাঁর উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। সে এই শয়তানের পরামর্শেই মসায়ুদকে হত্যা করিয়াছে। মসায়ুদকে কবর হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুলিয়া তাহার জীবন ফিরাইয়া আনিতেও সে পারিত। কিন্তু তাহার পথ নেয়ামত খাঁ বন্ধ

করিয়া দিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল—তাহার পাপ অতি গুরুতর। আজীবন অনুতাপেও এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সে যদি তাহার আজীবন-সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রেবেকাকে দান করে, তাহা হইলেও তাহার পাপভারের কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হইবে না। আবার সে পিশাচের অর্থ লইয়া সেই ভার বাড়াইবে! হায়! হায়! কেন তাহার দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন সে রেবেকার প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল?

তাহাকে নীরব দেখিয়া নেয়ামত খাঁ বলিলেন, "ফৈজু, কি ভাবিতেছ?"

ফৈজু বলিল—"জনাব আমায় বন্ধুরূপে গণ্য করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। অর্থ আমি চাই নাই, আপনিই স্বেচ্ছায় দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি টাকা চাহি না।"

নেয়ামত খাঁ ফৈজুর মনের এই ভাবপরিবর্ত্তন আদৌ পছন্দ করিলেন না। তিনি মনে মনে আরও এক সয়তানী মতলব স্থির করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছি,তুমি ভয় পাইয়াছ। ভাল, টাকা না লও, আমার বাড়ীতে আজ রাত্রের মত আতিথ্য গ্রহণ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি? রজনীর মধ্যযাম অতীত হইয়াছে। এই ভীষণ ঝটিকাময় রাত্রে, শীতপ্রপীড়িত অবস্থায় রাজপথে দাঁড়াইয়া এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহা ঠিক নহে। তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

সয়তান যেমন পাপীকে টানিয়া লইয়া যায়, নেয়ামত খাঁ ফৈজুকে সেইরূপ টানিয়া লইয়া চলিল। ফৈজু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ তাঁহার সহিত বাটীতে প্রবেশ করিল।

খাস কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নেয়ামত খাঁ আসন-গ্রহণ করিলেন। ফৈজুকে বসিবার জন্য অনুরোধ না করায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নেয়ামত খাঁ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন—"ফৈজু!"

ফৈজু কথার স্বরে চমকিয়া উঠিল; বলিল—"অনুমতি করুন।"

নেয়ামত। যাহার হুকুমে নরহত্যা হয়, সে বেশী পাপী, না—যে সেই হুকুমের অধীন হইয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে মানুষ খুন করে, সে বেশী পাপী?

ফৈজু নেয়ামত খাঁর এই অপূর্ব্ব প্রশ্নে একটু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইল। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই নেয়ামত খাঁ, মনে মনে কোন সয়তানী মতলব আঁটিয়া, এই প্রশ্ন করিতেছে। সে বলিল—"যে হুকুম দেয়, সে ততটা পাপী নয়, তবে যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাজ করে, সে সত্যই মহাপাপী; যেমন এ ক্ষেত্রে আমি।"

নেয়ামত খাঁ। তুমি তাহা হইলে নিজের মুখেই তোমার পাপকথা স্বীকার করিতেছ। ধর্ম্মাবতার কাজি আমি। আমি উপযুক্ত বিচারই করিব। আমার আদেশে আজ হইতে তুমি

বন্দী। যত দিন এ সব গোল মিটিয়া না যায়, তত দিন অন্ধ-তমোময় ভূগর্ভস্থ কারাগারে আমি তোমায় রাখিতে বাধ্য হইব। রেবেকা যে দিন আমার এই কক্ষ আলো করিয়া আমার হৃদয়েশ্বরীরূপে বিরাজ করিবে, সেই দিন আমি তোমায় মুক্তি দিব। তুমি দ্বিতীয়বার মসায়ুদের চিকিৎসায় যাইবার পূর্ব্বে আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাই তোমার হত্যাপরাধের পূর্ণ প্রমাণ। প্রয়োজন হয়, আমি তোমার মৃত্যুবাণরূপে তাহা ব্যবহার করিব।"

এই কথা বলিয়া নেয়ামত খাঁ বংশীতে ফুৎকার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন প্রহরী সেই কক্ষে দেখা দিল।

নেয়ামত খাঁ বলিলেন—"তোমাদের যে ভাবে উপদেশ দিয়াছি, সেই ভাবে এই সয়তানকে কারাবদ্ধ কর।"

বাঘ যেমন মেষের উপর পড়ে, প্রহরীরা সেই ভাবে ফৈজুকে ধরিয়া, সেই কক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

হতভাগ্য ফৈজু ইহাতে কোন বাধাই দিল না। সে মনে মনে ভাবিল—"কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত।"

১৭

ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে মারে কে? এই জন্যই সয়তানের ভীষণ চক্রান্তজালে জড়িত হইয়াও মসায়ুদ মরিয়াও বাঁচিল।

মসায়ুদের দেহ বহুক্ষণ স্রোতে ভাসিয়া, অবশেষে এক

লহরের-মুখে আটকাইয়া গেল। এই লহর মোসলের পরাক্রান্ত স্থলতান আলিনস্করের বিলাসোদ্যানের সহিত সংলগ্ন। লহুরের মুখ উন্মুক্ত ছিল, স্থতরাং মসায়ুদের দেহ স্রোতের টানে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিধাতার করুণার কথা কে বলিতে পারে? তিনি যে নিঃসহায় জীবকে বাঁচাইবার ইচ্ছা করেন, কোথা হইতে তাহার রক্ষার উপায় জুটিয়া যায়। কর্দ্দমোপরি পতিত মসায়ুদের দেহ, একজন উদ্যানপ্রহরীর চোখে পড়িল। সে তখনই সিপাহীদের সংবাদ দিল। মসায়ুদের সৌভাগ্যক্রমে, স্বয়ং স্থলতান তখন সেই উদ্যানে ছিলেন। প্রভাতকালে তিনি তাঁহার দুই একজন পার্শ্বচরকে লইয়া উদ্যানভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা গোলমাল তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

তখন প্রহরীরা মসায়ুদের অচেতন দেহকে খাদ হইতে উঠাইয়া ঘাসের উপর রাখিয়াছে। স্থলতান সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

প্রধান প্রহরী সেই স্থলে উপস্থিত ছিল। সে বলিল—"জাঁহাপনা, এক মনুষ্যের দেহ লহর-মুখে উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া বোধ হয়, দেহ এখনও প্রাণহীন হয় নাই।"

স্থলতান তাঁহার এক পার্শ্বচরকে আদেশ করিলেন—"এখনই হকিমকে সংবাদ দাও।" আর প্রহরীদের হুকুম দিলেন—"ইহাকে উঠাইয়া লইয়া, ইহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, উপযুক্ত

বস্ত্রাদি পরাইয়া, আমার হাওয়াখানার এক কক্ষে রাখ। আমি এখনই তথায় যাইতেছি।"

অবিলম্বে মসায়ুদের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে মসায়ুদের জীবনরক্ষা হইল। শয়তান নেয়ামত খাঁর প্ররোচনায় ফৈজু ঔষধের সঙ্গে যে বিষ দিয়াছিল তাহা একেবারে প্রাণঘাতী নহে। ফৈজু নরহত্যা, বন্ধুহত্যা করিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। ফৈজু ভাবিয়াছিল এই বিষের ক্রিয়াকাল মোটে চব্বিশ ঘণ্টা। শৈত্যসংযোগে ইহার সাংঘাতিক শক্তি ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিবে। তার পর সে দ্বিতীয় রজনীতে সুযোগ বুঝিয়া মসায়ুদকে সমাধিগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবে। সয়তান নেয়ামত খাঁ যখন টাইগ্রীসের জলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল, তখন সে মনে মনে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। মঙ্গলময় বিধাতা যে অদ্ভুত উপায়ে মসায়ুদকে বাঁচাইলেন, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সুলতানের যত্নে, চিকিৎসায়, মসায়ুদ জীবন ফিরিয়া পাইল। মসায়ুদ সুলতানের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহে। মণিবিক্রেতারূপে, দুইখানি ভারতবর্ষীয় হীরক সে এক সময়ে তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। এখনও সেই দুইখানি বহুমূল্য হীরক তাঁহার রাজমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

ধীরে ধীরে মসায়ুদ সংজ্ঞালাভ করিল। সে ডাকিল,—"রেবেকা!"

চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল—রেবেকা কাছে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কয়েকজন পুরুষ তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বিস্মিত হইয়া বলিল—"আমি কোথায়? কে তোমরা?"

সুলতান বলিলেন—"কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদে

মসায়ুদ একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। পরে বলিল—"আমার বাড়ী হইতে কে আমাকে এখানে আনিল? রেবেকা কোথায়?"

সুলতান কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"মোসল সহরে।"

"তোমার নাম কি?"

"মসায়ুদ।"

"রত্নবণিক্ মসায়ুদ?"

'হাঁ।"

"রেবেকা তোমার স্ত্রী?"

"হাঁ।"

"কোথায় রেবেকা?"

"জানি না।"

"ভয় নাই; এখনই তাঁহাকে আনিতে মোসলে লোক পাঠাইতেছি।"

"আমি কোথায়?"

একজন পার্শ্বচর উত্তর করিল—"তুমি মোসলের সুলতানের বিলাসোদ্যানে।"

হকিম বলিয়া উঠিলেন—"অনেক কথা কহিয়াছ; আমি আর তোমাকে কথা কহিতে দিব না। তুমি পীড়িত; উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পীড়াও বাড়িবে।"

মসায়ুদ বলিল—"কে তুমি? তুমি ত ফৈজু হকিম নও?"

সুলতান বলিলেন—"মসায়ুদ, ইনি আমার পারিবারিক চিকিৎসক; তুমি নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রা যাও। তোমার পত্নী শীঘ্র আসিবেন।"

তখনই রেবেকাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল।

১৮

মসায়ুদকে ছাড়িয়া এবার আমরা একবার ফৈজুর কারা-কক্ষে প্রবেশ করিব।

ফৈজুর যে এরূপ পরিণাম হইবে,তাহা সে আদৌ জানিতে পারে নাই। সে মনে মনে নেয়ামত খাঁকে অভিসম্পাত করিল, গালি দিল, তাহার কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিল। এই অনুতাপের যন্ত্রণায় তাহার পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে কাঁদিল।

সে মনে মনে ভাবিল—"আমায় এই ভাবে কারারুদ্ধ করিয়া, নিশ্চয়ই সয়তান মূর্চ্ছিত রেবেকাকে তাহার ভবনে আনিয়াছে। হায়! হায়! কি হইবে? কে রেবেকাকে রক্ষা করিবে?"

এমন সময়ে কে একজন তাহার কারাকক্ষের দ্বার খুলিল। সেটা ঠিক কারাগার নয়—এক তমসাবৃত কক্ষ। সেখানে কতকগুলা বাজে জিনিস থাকিত। নেয়ামত খাঁ, সেই রাত্রের জন্য ফৈজুকে সেইখানেই রাখিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

যে আসিল—সে ফৈজুর কানে কানে বলিল—"এখান হইতে এখনি পালাও। ক'াল তোমায় ঐ সয়তান হত্যা করিবে।"

ফৈজু বলিল—"তুমি কে ?"

সে বলিল—"আমি তোমার চৌকি দিবার জন্য নিযুক্ত। আমি এই সয়তানের এক সিপাহী। একদিন তুমি চিকিৎসা দ্বারা আমার একমাত্র পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে। আজ সেই ঋণ শোধ করিব।"

ফৈজু। বলিতে পার, রেবেকা কোথায় ?

সিপাহী। সে সাহেবের বাগানবাটীতে। তার এখনও চেতনা হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে।

ফৈজু। আমায় ছাড়িয়া দিলে যে তোমার প্রাণ যাইবে ?

সিপাহী। তাহার জন্য ভাবিও না হকিম। আমি তোমার সঙ্গে পলাইব।

ফৈজু। তাহা হইলে তোমার যে রুটী মারা যাইবে ভাই !

সিপাহী। রোটিদেনেওয়ালা খোদা। রাত্রি শেষ হইয়া

আসিয়াছে। এ বাটীতে সবাই ঘুমাইতেছে। শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।

ফৈজু কারাকক্ষ হইতে বাহির হইল। অগ্রে তাহার জীবনদাতা সেই প্রহরী, পশ্চাতে ফৈজু। তাহারা নিরাপদে এক গুপ্ত দ্বার দিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল। ফৈজু প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া বলিল—"আমার যাওয়া হইল না।"

সিপাহী। কেন?

ফৈজু। আমার পত্নীর দশা কি হইবে?

সিপাহী। কোন ভয় নাই। খোদা তাহাকে রক্ষা করিবেন। তোমার পলায়নে ঐ সয়তান বড়ই ভয় পাইবে, আর রেবেকাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। তোমার পত্নীর উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে না; আর প্রকাশ্যভাবে সেটা করাও সহজ নয়। তুমি খোদার উপর বিশ্বাস করিয়া চলিয়া যাও। আমি আমার ভাইকে তোমার পত্নীর উপর চোখ রাখিতে বলিয়া দিতেছি। সে বিপদ্ বুঝিলেই তাঁহাকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইবে।

ফৈজু সিপাহীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"তুমি আমার সহোদরের অধিক কাজ করিলে। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তুমি যাইবে কোথায়?"

সিপাহী। রাজধানীতে। বাদশার কাছে আরজী করিতে হইবে। তাহা না হইলে নেয়ামত খাঁর অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে না, রেবেকাও বাঁচিবে না।

ফৈজু সিপাহীর সহিত রাজধানীতে যাওয়াই স্থির করিল। পরদিন তাহারা রাজধানীতে পৌছিল। শুনিল, সুলতান,তাঁহার বেগমকে লইয়া রাজধানী হইতে দূরে এক ক্ষুদ্র সহরে উদ্যানবাটীতে বাস করিতেছেন। তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া সেখানে চলিল।

কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পর, তাহারা অতি কষ্টে সুলতানের সাক্ষাৎকার লাভ করিল। অনুতপ্ত ফৈজু সুলতানের পদতলে পতিত হইয়া বলিল—"জাঁহাপনা! আপনার রাজ্যে এ অধমের ন্যায় পাপী আর নাই। আমি স্বহস্তে নরহত্যা, বন্ধুহত্যা করিয়াছি। আমার দণ্ডবিধান করুন।"

সুলতান বিস্মিত হইয়া ফৈজুর সমভিব্যাহারী সিপাহীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে নতজানু হইয়া বলিল—"শাহান্‌শাহ, এ ব্যক্তি মোসলের একজন বিখ্যাত হকিম, নাম ফৈজু। মোসলের ধর্ম্মাধিকার নেয়ামত খাঁ, ইহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া, ইহার বন্ধু মোসলের রত্নবণিক মসায়ুদকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতে বাধ্য করে।"

সুলতান আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাধিকার নেয়ামত খাঁ এ কাজ করিতে বলিলেন কেন?"

"মসায়ুদের সুন্দরী সাধ্বী পত্নীকে হস্তগত করিবার জন্য। সে এখন কাজি সাহেবের উদ্যানবাটিকায় আছে।"

ইতিপূর্ব্বে সুলতানের লোকেরা মোসল হইতে ফিরিয়া

আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে, রেবেকা বাড়ীতে নাই, কোথায় আছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

তখন ফৈজু করযোড়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। ক্রোধে সুলতানের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ফৈজুকে টানিয়া মসায়ুদের সম্মুখে লইয়া গেলেন।

সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মসায়ুদকে দেখিবামাত্র ফৈজু চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কি দেখি! কে তুমি? তুমি—তুমি মসায়ুদ! তুমি জীবিত!"

মসায়ুদ সহসা ফৈজুকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ কি ফৈজু! তুমি এখানে কবে আসিলে? এ কি শুনিতেছি? আমায় নদীর জলে ভাসাইল কে? রেবেকা, আমার রেবেকা কোথায়?"

ফৈজু ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

মসায়ুদ উত্তেজিতভাবে কহিল—"ফৈজু, আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে! বল রেবেকা ভাল আছে ত?"

সুলতান বলিলেন—"মসায়ুদ! তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার পত্নীকে অবিলম্বে আনিবার জন্য আমি লোক পাঠাইতেছি।"

"ফৈজু কাঁদে কেন জাঁহাপনা?"

"সে কথা পরে শুনিবে। তুমি এখন বড় দুর্ব্বল।"

মসায়ুদ এই কথা শুনিয়া তখনই শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; বলিল—"জাঁহাপনা, আমি দুর্ব্বল নহি। পূর্ব্বে আমি

উত্থানশক্তি রহিত ছিলাম, কিন্তু এখন আমি কেবল যে বসিতে পারি, তাহা নহে, এই দেখুন, সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় চলিয়া বেড়াইতেছি।

এই বলিয়া মসায়ুদ শয্যার উপর হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল। সকলে বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল ফৈজু। সে দেখিল, তাহার অত্যুগ্র ঔষধের অভাবনীয় ফলে মসায়ুদ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছে।

সুলতান এই সমস্ত নৃশংস ব্যাপার শুনিয়া তখনই নেয়ামত খাঁকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি ইজাক্ বেগকে পাঠাইলেন।

ফৈজুকে আটক করিয়া নেয়ামত খাঁ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু রেবেকাকে আয়ত্ত না করা পর্য্যন্ত তাহার মনের ষোল আনা আশা পূর্ণ হইল না।

সেই রাত্রেই নেয়ামত খাঁ তাহার প্রধানা বাঁদীকে প্রয়োজনমত উপদেশ দিয়া একখানি পাল্‌কী মসায়ুদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

সে রেবেকার দাই ও বান্দাকে বুঝাইল যে, কাজি সাহেব রেবেকাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। মসায়ুদের মৃত্যুর পর রেবেকাকে দেখিবার কেহ নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসাও হইবে না। সুতরাং রেবেকা সুস্থ না হওয়া

পর্য্যন্ত তিনি উহাকে নিজের গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইতে চান। তারপর রেবেকা সারিয়া উঠিলেই আবার নিজালয়ে ফিরিয়া আসিবে।

দাই ও খোজা উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু দাইএর মনে একটা বিষম সন্দেহের ছায়া দেখা দিল। সে মনে মনে ভাবিল—"রেবেকা এই সহরের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। তাহার রূপের বালাই অনেক। কাজি নেয়ামত খাঁর এই অতিরিক্ত সহানুভূতির মূলে আর কিছু প্রচ্ছন্ন নাই ত?"

সুতরাং দাই কাজি সাহেবের বাঁদীকে বলিল—"আমি যদি আমার বিবির সঙ্গে যাই, তাহা হইলে কোন আপত্তি হইতে পারে কি?"

নেয়ামত খাঁ অতি সুচতুর। সুতরাং সে পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিল, এ সম্বন্ধে একটা এই ভাবের প্রস্তাব উঠিবে। এ জন্য সে দাইকে ও বান্দাকে লইয়া আসিবারও অনুমতি দিয়াছিল।

বান্দা ও দাই কৌশলে কাজির বাটীতে আবদ্ধ রহিল। দাই রেবেকার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামত খাঁর বাগান-বাটীতে উপস্থিত হইল। নেয়ামত খাঁ রেবেকার ব্যবহারের জন্য দ্বিতলে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সেইখানেই রেবেকা স্থান পাইল।

মোসলে আরও দুই একজন চিকিৎসক ছিল বটে,

কিন্তু ফৈজু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ফৈজু ত পলাতক। এজন্য নেয়ামত খাঁ অপর একজন প্রবীণ হকিমের দ্বারা রেবেকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর রেবেকার চৈতন্য হইল।

রেবেকা চক্ষু মেলিয়াই বলিল, "আমার স্বামী কোথায়?"

দাই শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল। সে রেবেকার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"তুমি নিরাপদ স্থানেই আছ।"

রেবেকা উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আমার স্বামী?"

এইবার দাই মহা সঙ্কটে পড়িল। এ অবস্থায় কি সে সর্ব্বনাশের কথা বলা যায়? পতিগতপ্রাণা রেবেকা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইলে কি আর বাঁচিবে। সে বলিল—"ভয় নাই মা! আমার প্রভু ফৈজুর চিকিৎসায় পুররায় জীবন ফিরিয়া পাইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র কক্ষে এই বাড়ীতেই আছেন।"

রেবেকা মুহূর্ত্তমাত্র স্থির থাকিয়া বলিল—"এ বাড়ী কার?"

দাই। কাজি সাহেবের।

রেবেকা। আমায় ও আমার স্বামীকে এখানে আনিল কে?

দাই। কাজি সাহেব। আমাদের অতি নিঃসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার দয়া হইয়াছে। এজন্য এই মহা বিপদের

সময়ে তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, নিজব্যয়ে চিকিৎসা করাইতেছেন।

রেবেকা বলিল—"না—না, আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। আমার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে, আমার স্বামী নাই।"

রেবেকা শিশুর ন্যায় কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটা মিথ্যা ঢাকিতে গেলে অনেক মিথ্যা কথা বলিতে হয়। পাছে শরীরের এই অবস্থায় মসায়ুদ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা বলিলে রেবেকা আবার মূর্চ্ছিতা হয়, এজন্য দাই অনেকগুলা মিথ্যা বলিয়া ফেলিল। তারপর কৃত্রিম তিরস্কারের সহিত বলিল—"মা! তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছ ?"

রেবেকা বলিল—"আমাকে আমার স্বামীর নিকটে লইয়া চল।" দাই বলিল—"মা! হকিমের নিষেধ। তোমাকে এই অবস্থায় দেখিলে, তিনি পাগল হইয়া যাইবেন। তখন তাঁহাকে বাঁচান ভার হইবে। তাঁর যে কি অবস্থা তুমি ত জান মা!"

কাজেই রেবেকা চুপ করিল।

দুই তিন দিনে রেবেকা অনেকটা সুস্থ হইল।

নেয়ামত খাঁ সুযোগ বুঝিয়া একদিন কক্ষে উপস্থিত হইল। সে রেবেকা সম্বন্ধে সকল সংবাদই পাইত। রেবেকা তাহাকে একটী ছোট কুর্নীস করিয়া বলিল—"জনাব! আপনি আমার

ও আমার স্বামীর বিপদের সময় যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। এখন অনুমতি করিলে স্বামীকে লইয়া আমি নিজ বাটীতে যাই।"

রেবেকার কথায় নেয়ামত খাঁ বুঝিলেন, তাহার দাই কৌশল করিয়া মসায়ুদের মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াছে। ইহাতে তিনি দাইএর উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন! তাহার অর্থ এই—"ভয় নাই দাই! আমি তোমার কথা বজায় রাখিয়া বলিব।"

রেবেকা নেয়ামত খাঁকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল—"আমার স্বামী কেমন আছেন জনাব?"

শয়তান নেয়ামত বলিল—"আমি ফৈজুকে দিয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছি। এখনও বিপদের সীমা কাটিয়া যায় নাই। মসায়ুদের লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু চিকিৎসকের আদেশ এ সময়ে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক নয়। কারণ একটু উত্তেজনা ঘটিলেই সহসা মৃত্যু ঘটিতে পারে।"

নেয়ামত খাঁ, ফৈজুর কাছে মসায়ুদের রোগের যে পরিচয় পাইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই ভাবে জবাব দিল। রেবেকা কি করিবে? তাহাকে ইহাতেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহার সন্দেহ ও আশঙ্কা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল।

নেয়ামত খাঁ এইরূপে প্রতিদিনই রেবেকার সংবাদ লইতেন।

রেবেকার দাইকে পরদিন হইতে দেখা গেল না। আর একজন নূতন পরিচারিকা তাহার সেবার জন্য নিযুক্ত হইল।

রেবেকা এই পরিচারিকাকে সোৎসুকে প্রশ্ন করিল—"আমার দাই কোথায় গেল ?"

নেয়ামত খাঁ, তাঁহার রেবেকালাভের পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য দাইকে ফৈজুর মত পূর্ব্বরাত্রে আটক করিয়াছিলেন। দাইই তখন রেবেকার সহিত তাঁহার অবাধ সাক্ষাতের প্রধান কণ্টক। নূতন পরিচারিকা তাঁহার নিমকভোজী। তাহাকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "রেবেকা বিবি যদি জিজ্ঞাসা করে তাহার দাই কোথায় ? বলিস্—রাত জাগিয়া, পরিশ্রম করিয়া, তাহার অসুখ হওয়ায় সে চলিয়া গিয়াছে। সে সুস্থ হইয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমার সেবা করিব।"

নেয়ামত খাঁ আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। ফৈজু পলাতক, তাহার রক্ষী সিপাহী পলাতক। তাহারা কোথায় গেল, তাহার কোন সন্ধানই এখনও কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। নেয়ামত খাঁ তাহাদের নামে পলাতক আসামী বলিয়া পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন। যে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবার কথাও ঘোষণা করিয়াছেন। ফৈজুর নামে ভীষণ অভিযোগ, সে মসায়ুদের জীবন নাশ করিয়া রেবেকার

অজ্ঞানাবস্থায় তাহার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। সিপাহী ঘুষ খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যত বড়ই হউক, পাপীর মন কখনও একেবারে নিঃশঙ্ক হয় না। নেয়ামত খাঁ ভাবিল, অবিলম্বে রেবেকাকে নিজের করিয়া লইতে হইবে।

নূতন পরিচারিকার কথা রেবেকার ভাল লাগিল না; কিন্তু সে এখন বন্দিনী। অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে কি করিত বলা যায় না। কিন্তু রেবেকা পরম তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী। প্রথমে সে ধৈর্য্য হারাইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিল, চিত্ত দৃঢ় করিতে না পারিলে তাহার রক্ষার আর কোন উপায় নাই। নেয়ামত খাঁর অভিসন্ধি সে বুঝিল। স্বামীর জন্য সে বড় উৎকণ্ঠিত হইল। একবার ভাবিল, ফৈজু হকিমও কি এই শয়তানের সহিত মিলিত হইয়াছে? যাহাই হউক, তাহাকে এখন আত্মরক্ষা করিতে হইবে। স্বামীর যাহাই ঘটুক, স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা এখন তাহার হাতে। সে নতজানু হইয়া, অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে যুক্ত করে বলিল—"খোদা! প্রভু! জানিনা তোমার কি ইচ্ছা! এ অসহায় দুর্ব্বল রমণীকে তোমার এ কি ভীষণ পরীক্ষা! কিন্তু নাথ! বিপদ্ তুমিই দিয়াছ, বিপদ্ তুমিই বারণ করিবে। বল দাও, পিতঃ, এ শয়তানের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া, তোমার এ ক্ষুদ্র কন্যা যেন তোমার মহিমা, ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে।"

২০

তার পরের দিনের রাত্রি। সে রাত্রি—চন্দ্রালোকিত। বন্দিনী রেবেকা আপন কক্ষে বসিয়া করতলে কপোল সংন্যস্ত করিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে। চাঁদের কিরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইয়াছে। মৃদু পবনে সুকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলক গুলি তাহার চিন্তাপাণ্ডু গণ্ডস্থলের উপর ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। এমন সময় নেয়ামত খাঁ, সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গুলাবী আতরের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে, রেবেকার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলিল—"রেবেকা! কেমন আছ?"

রেবেকা শিহরিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে শয়তান দণ্ডায়মান। রেবেকা মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ় স্বরে বলিল—"এখানে কোন পরিচারিকা নাই দেখিতেছেন। এ অবস্থায় অসহায়া কুলকামিনীর কক্ষে প্রবেশ করা কি আপনার উচিত কাজ হইয়াছে? আপনি এখনই এখান হইতে চলিয়া যান।"

কাজি সেদিন আকণ্ঠ সেরাজী পান করিয়া আসিয়াছে। এ রোগটা তার খুবই ছিল; তবে গোপনে। মদিরা পান করা সত্ত্বেও, তাহার পা টলে নাই, কিম্বা স্বরের জড়তা উপস্থিত হয় নাই।

নেয়ামত খাঁ বলিলেন—"রেবেকা! তোমার জন্য আমি এত করিলাম, তার একটা কৃতজ্ঞতা ত আছে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার যে অনুরাগ, যে ভালবাসা, তার কণামাত্র যদি আমায় দেখাইতে, তাহা হইলে—বোধ হয়—"

রেবেকা বাধা দিয়া বলিল—"চুপ করুন, কাজি সাহেব। যদি অজ্ঞানাবস্থায় আমাকে এখানে আনা না হইত, তাহা হইলে আপনার এ পাপ পুরীর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতাম না।"

নেয়ামত খাঁ বলিল—"রেবেকা! জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তুমি! তোমার রূপ আমায় উন্মাদ করিয়াছে। আমি ধিকি ধিকি তুষানলে পুড়িতেছি! আর যে সহ্য হয় না রেবেকা! তোমার স্বামীর পীড়া অতি সাংঘাতিক! তাহার বাঁচিবার কোন আশাই নাই। এত অর্থব্যয়ে আমি যে তোমায় বাঁচাইলাম, তার জন্য কি একটুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না? ধর—মসায়ুদ যদি কাল মরিয়া যায়?"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল—"যদি তাই হয়, তাই যদি আমার অদৃষ্টে থাকে, আমি বিষপানে আত্মহত্যা করিব।"

"তবু আমার হইবে না! এত পাষাণ প্রাণ তোমার! তোমার জন্য এত করিলাম, তবু আমার হইবে না? আমি তোমার গোলাম হইয়া থাকিব। এ মান সম্ভ্রম ধন ঐশ্বর্য্য

সকলই তোমার। যে নেয়ামত খাঁ কাহারও নিকট কখনও মস্তক অবনত করে না, সে তোমার পদতলে লুণ্ঠিত। এস, এস, সুন্দরি, আমার এ হৃদয়ে এস! আর আমি সহ্য করিতে পারি না।"

শয়তান রেবেকাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। রেবেকা সাত হাত পিছাইয়া গেল! বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক-খানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"সাবধান শয়তান! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। পাপিষ্ঠ! কুকুর! তুই ভাবিয়াছিস্ অসহায় অবস্থায় সতী সাধ্বীর উপর অত্যাচার করিবি? তোর ধন-ঐশ্বর্য্যে, তোর গর্ব্বিত মস্তকে আমি মসায়ুদ-পত্নী পদাঘাত করিতেছি। সিংহে শৃগালে যে প্রভেদ, মসায়ুদে ও তোতে সেই প্রভেদ। নরাধম, পিশাচ এখনই এখান হইতে দূর হ'।"

শাণিত ছুরিকা দেখিয়া শয়তান ভয়ে সরিয়া আসিল। সে বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"শোন তবে রেবেকা! তোমার রূপে মোহিত হইয়া, তোমায় লাভ করিবার আশায়, ফৈজুকে হস্তগত করিয়া, বিষ প্রয়োগে তোমার স্বামীকে হত্যা করি-য়াছি। মসায়ুদের দেহ সমাধিস্থ না করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। তোমার স্বামী, টাইগ্রিসের খর-স্রোতে ভাসিয়া, না জানি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে মরিয়াছে—"

রেবেকা চীৎকার করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল।

এমন সময়ে সহসা চার পাঁচজন লোক সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বজ্রনির্ঘোষে বলিল—"না—না, মসায়ুদ মরে নাই। সে সশরীরে তোর সম্মুখে উপস্থিত।"

নেয়ামত খাঁ পিছন ফিরিয়া দেখিল,—সত্যই মসায়ুদ! সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া রহিল। যে মরিয়া গিয়াছিল, যাহার মৃতদেহ আমি নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিয়াছি, সে প্রাণ পাইল কিরূপে! না-না, এ মসায়ুদের প্রেতমূর্ত্তি।

এই সময়ে ইজাক্‌বেগ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি মসায়ুদকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—"স্থির হও মসায়ুদ; এবার আমি আমার কর্ত্তব্য করিব। এইমাত্র এই শয়তান স্বমুখে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তাহাই তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ! প্রহরিগণ, মহামান্য শাহান্‌শাহ সুলতান আলিনস্করের আদেশে, এই শয়তানকে বন্দী কর।"

ইজাক্‌বেগ সুলতানের প্রধান সেনাপতি। নেয়ামত তাঁহাকে খুবই জানিত। কিন্তু সে অপ্রতিভ হইল না। সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ইজাক্ বেগ, তুমি শাহান্‌শাহ সুলতানের প্রধান সেনাপতি। আমি কে জান?"

"এতদিন তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকার ছিলে। এখন বন্দী।"

"পরিহাসের সময় নয়, সেনাপতি! কাজি নেয়ামত খাঁকে বন্দী করে এমন লোক দেখি না। শাহান্‌শাহের প্রধান ধর্ম্মাধিকারের ভবনে অনধিকারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে অপমানিত করার জন্য আমি তোমাকে বন্দী করিলাম। কে আছিস্ রে?"

তাহার আহ্বানে কেহই আসিল না। ইজাক্ বেগ বলিলেন—"নেয়ামত, ইহা তোমার বাতুলতা। আমি শাহান্‌শাহের ভৃত্য মাত্র—তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছি। বিশ্বাস না হয়, তাঁহার স্বাক্ষরিত পরোয়ানা দেখ।"

নেয়ামত পরোয়ানা পাঠ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। সে বুঝিল তাহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আত্মরক্ষা অসম্ভব।

ইজাক্ বেগ বলিলেন—"পাপের শাস্তি এই রূপই হয়। তুমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদার ক্ষমতায় বিশ্বাস না করিয়া, নিজের ক্ষমতা অপরিসীম ভাবিয়া অনেক মহাপাপ করিয়াছ। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।"

নেয়ামত খাঁ তখনই শৃঙ্খলিত হইয়া সুলতানের নিকট প্রেরিত হইল।

উপসংহার

সুলতানের বিচারে নেয়ামতের যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইল।

এই সঙ্গে মসায়ুদেরও ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল। সুলতান মসায়ুদের শোচনীয় জীবনকাহিনী শুনিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে "দোস্ত" সম্বোধন করিলেন। নেয়ামত খাঁর দণ্ডাজ্ঞার পর তিনি মসায়ুদকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। আবার মসায়ুদের সুখ সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিল।

সুলতান ফৈজুকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সে আর সংসারে রহিল না। মসায়ুদ ও রেবেকার সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, সে ফকির গ্রহণ করিল। তাহার আজীবন সঞ্চিত ধনরাশি ব্যয় করিয়া সে টাইগ্রিসের তীরে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহারই সামান্য পরিচারকরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। যে ফৈজু হকিম অর্থ-বিনা কাহারও চিকিৎসা করিত না, এখন লোকসেবাই তাহার জীবনের ব্রত হইল। যাইবার সময় সে রেবেকাকে বলিল—"মা! এতদিন শয়তানের দাসত্ব করিয়াছি—এক

দিনের জন্যও সুখী হই নাই। আজ অনন্ত অক্ষয় শান্তির আশায় চলিলাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন সফলকাম হইতে পারি।"

মসায়ুদ পতিব্রতা পত্নীকে লইয়া মনের সুখে দি[illegible] কাটাইতেছেন। রেবেকার "রূপের বালাই" যে হইয়াছিল [illegible] এখন অন্ধ তমসাবৃত কারাগারে।

সম্পূর্ণ

হরিসাধন বাবুর অন্যান্য পুস্তক

সফল স্বপ্ন	১॥০
রঙ্গমহাল	১॥০
রূপের মূল্য	১॥০
মতি মহল	১॥০
কঙ্কণচোর	২৲
শীশমহাল	১॥০
সতী লক্ষ্মী	১॥০
লালচিঠি	১॥০
রূপের বালাই	॥০
মরণের পরে	১৸০
ছায়াচিত্র	১॥০
অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড	১৲
কমলার অদৃষ্ট	১॥০
মৃত্যুপ্রহেলিকা	২৲
হারেমকাহিনী	১॥০
স্বর্ণপ্রতিমা	১॥০
নুরমহল	২॥০
লাল পল্টন	১॥০
আকবরের স্বপ্ন (নাটক)	৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্ সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দূর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার তৃতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি একত্রে গ্রহণ করিয়া অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী দ্বারা গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না; প্রতি বাংলা মাসে নূতন পুস্তক বাহির হইলেই, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইবে না।

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

পল্লী-সমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ

বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ

চন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বড়বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সোণার পদ্ম—(ছাপা নাই) শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

আলেয়া—(ছাপা নাই) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, বি এল্

সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রবির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

পৌরাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল্

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইংরেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ

জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শয়তানের দান—(যন্ত্রস্থ) শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা